# সেনহাটী কাহিনী

৺সারদাকান্ত দাশ, বি-এ।



মূল্য দশ আনা মাত্র।

# সেনহাটী কাহিনী



৺সারদাকান্ত দাশ, বি-এ।

# সেনহাটী কাহিনী

৺সারদাকান্ত দাশ, বি-এ।



মুল্য দশ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

কস্‌মোপলিটান ষ্টোর্স,

সেনহাটী, খুলনা।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সেনহাটী, খুলনা।

প্রিণ্টার—শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়,

বাণীকান্ত প্রেস,

# লেখকের নিবেদন।

সেনহাটী বর্ত্তমান খুলনা জেলার একটী বৃহৎ পুরাতন পল্লী। এখানে বহু উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুর বাস। ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই সময়োপযোগী বিদ্যা বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা ও সদাচারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। বিশেষতঃ বৈদ্যগণ শিক্ষা-দীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকার করায় অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় যদিও এই প্রাচীন সুসভ্য পল্লীতে বহু কাল হইতেই অনেক মহানুভব মনীষীর আবির্ভাব তিরোভাব হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার পুরাতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ অথবা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। আজ গ্রামের সুবৃদ্ধ এই অকিঞ্চনের সেই প্রচেষ্টা কতকটা ধৃষ্টতা হইলেও বয়োবৃদ্ধ হিসাবে তিনি তাহার গত সপ্ততি-বৎসরের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ইহার পুরাতন ও বর্ত্তমান ইতিবৃত্তের অনেকটা আভাস গ্রামবাসী ও তাঁহাদের ভিন্ন গ্রামবাসী আত্মীয়স্বজনের নিকট অর্পণ করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। জানি না এই গুরুতর কার্য্যে কতটা সাফল্য তাহা দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে। এই সামান্য ইতিবৃত্তের জন্য কোন লিখিত বিবরণ ভিত্তি করিবার উপায় নাই, কারণ তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। এই অতিবৃদ্ধ লেখক এবং তাহার সমবয়স্ক দুই একজন লোক যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের স্মৃতিই ইহার ভিত্তি। এ জন্য শিক্ষিত মহোদয়গণের নিকট তাহার নিবেদন যে সকল পুরাতন তথ্য এই [illegible] লিপিবদ্ধ হইল তাহার মধ্যে কোন ভ্রমপ্রমাদ প্রবেশ করিয়া

থাকিলে তাহা মার্জ্জনা করিয়া সংশোধন করিয়া দিলে এই অকিঞ্চন লেখক কৃতজ্ঞতা সহকারে ইহা গ্রহণ করিবেন। লেখকের নিজের উপরেই তাহার সম্পূর্ণ আস্থা নাই। কারণ তাহার বয়স এক্ষণে ৭৯ বৎসর। এই বয়সে পূর্ব্ব স্মৃতি ভ্রান্তিসঙ্কুল হওয়া বিচিত্র নহে। তবে যত দূর সম্ভব তথ্যগুলিকে ভ্রমপ্রমাদ রহিত করিবার ইচ্ছা তাহার থাকিল। এই বিবরণীর পুরাতন তথ্যাদি সম্বন্ধে আমি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পরম শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ সেন মুন্সী বি, এল, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ মহোদয়ের উপদেশ গ্রহণ এবং আমার অজ্ঞাত কোন কোন তথ্য কৃতজ্ঞতার সহিত লিপিবদ্ধ করিলাম।

সেনহাটী<br>
জ্যৈষ্ঠ<br>
১৩৩৮।

শ্রীসারদাকান্ত দাশ।

# উৎসর্গ

বন্ধুপ্রবর

শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন এল, এম, এস সমীপে—

ভ্রাতঃ

জন্মভূমির উপর ভালবাসা স্বাভাবিক হইলেও আমাদের জন্মভূমি সেনহাটীর প্রতি তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা যৌবনাবধি বার্দ্ধক্যেও যে অটুট রহিয়াছে দেশের প্রতি তোমার কার্য্যাবলীই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে এবং তাহা আমরা স্বগ্রামের যেটুকু সেবা করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়াছি তাহাকেও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সেনহাটীর গৌরব তথ্যানুসন্ধানে তুমি যেরূপ তৎপরতা ও আনন্দ লাভ করিয়াছ, তোমার রক্ষিত লিপিগুলিতে তাহা প্রত্যক্ষ রহিয়াছে এবং বর্ত্তমান কাহিনীতে তাহা বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য হইয়াছে। তুমি এইরূপ কাহিনী প্রকাশের প্রথম ও প্রধান উৎসাহদাতা, তাই আকিঞ্চনের এই সামান্য বিবৃতি তোমারই নামে উৎসর্গীকৃত হওয়া যোগ্য মনে করিয়া স্বগ্রামের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ ইহা তোমারই নামে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীসারদাকান্ত দাশ

# ভূমিকা

স্বর্গীয় সারদাকান্ত দাশ তাঁর জন্মভূমিকে ভালো বাসতেন। যে বয়েসে এ-দেশের প্রবীণরা পরলোকের পথ সুগম করে তোলবার আশায় জপতপে মন দেন, সেই বয়েসেও সারদাকান্ত শুধু তাঁর জন্মভূমিরই ধ্যান করেছেন, তা যে তিনি করেছেন তার প্রমাণ এই বিবরণী।

সারদাকান্ত ছিলেন একজন খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক। ইচ্ছে করলে 'নীতি কথা', 'হিতবাণী' বা 'উপদেশ রত্নাবলী' নাম দিয়ে মানুষের জানা শোনা এবং ভাবা বহু ভালো ভালো কথা গুছিয়ে বই লিখে তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি। কেন? কেন তিনি আসন্ন-মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারে দেশানুরাগের আলো জ্বেলে বিশেষ করে এই বইখানিই লিখে রেখে গেলেন? কেন তার মনে হোলো যে পরবর্ত্তীদের হাতে তুলে দেবার মত এর চেয়ে বড় বিত্ত আর নেই? এম্নি সব প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব আছে। আর তা হচ্ছে এই; সারদাকান্ত তার জন্মভূমিকে ভালো বাসতেন।

সব ভালোবাসার মতো তাঁর এই ভালবাসাও ছিল যুক্তির উর্দ্ধে, বিচারের বাইরে। নইলে, এই বিংশ-শতকে মুষ্টিমেয় কটি ভদ্রলোকের শিক্ষার, উপাধির চাকুরির খবর, কল্পনা-প্রবণ কটি তরুণ তরুণীর খোস-খেয়ালে গঠিত তাসের ঘরের মতো অস্থায়ী কটি প্রতিষ্ঠানের বিবরণ, ভুয়ো অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত বোর্ড কমিটির ক্রমোন্নতির ইতিহাস যে, তাঁর জন্মভূমির গৌরব ঘোষণা করেনা, একথা তিনি

বুঝতে পারতেন। বুঝতে পারতেন যে, রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের ফলে এমন দিন হয় ত আসবে যখন চাকুরি একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হবে ; উকিলদের পশার প্রতিপত্তি যাবে কমে ; ভুয়ো অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান পড়বে সব ভেঙ্গে। আর এও তিনি বুঝতে পারতেন যে অনাগত সেই দিনে সেনহাটির অধিবাসীদের কাছে সব চেয়ে বড় হয়ে যা দেখা দেবে, তা হচ্ছে সেনহাটির সর্ব্বরকম সম্বলেরই অভাব।

এ বিচার সারদাকান্ত করেন নি। কিন্তু যাদের জন্য তিনি এই বিবরণী লিখে রেখে গেছেন, তাদেরকে বিচার করতে হবে ; তাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে আত্ম প্রতিষ্ঠার পথ। আর তা করতে হলে জন্মভূমির আসল পরিচয় পেতে হবে, তাকে ধ্যানের বিষয় করে তুলতে হবে। শুধু এই কারণেই এই বিবরণী পরবর্ত্তীদের পক্ষে পরম বিত্ত, সৃষ্টিধরদের কল্যাণে সারদাকান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

সেনহাটী,
১০ই পৌষ, ১৩৪০। } **শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।**
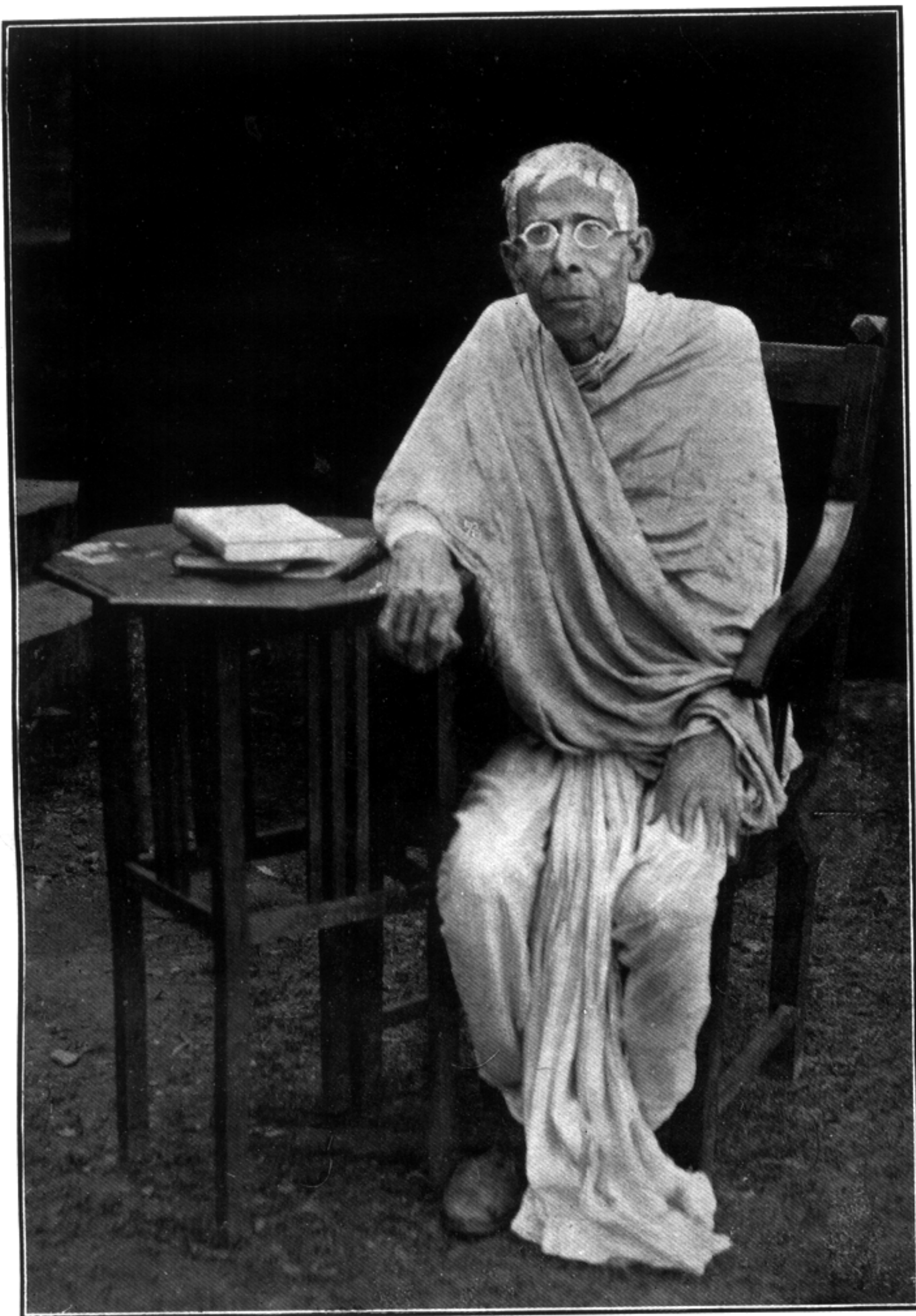
স্বর্গীয় শারদাকান্ত দাশ

# সেনহাটী কাহিনী।

—:০:—
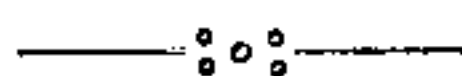
নিজ সেনহাটী গ্রাম ( Senhati proper ) নিম্নলিখিত সীমানায় অন্তর্ভূত। উত্তরে মুসলমান পল্লী পানিগাতি ও হাজিগ্রাম, পূর্ব্বে ঐ মুসলমান পল্লী বাতিভিটা এবং ভোগদিয়া, পশ্চিমে দেয়াড়া এবং দক্ষিণে ভৈরব নদ ; সুতরাং ইহার উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম তিন দিকেই প্রধানতঃ মুসলমানগণের বাস। দক্ষিণে ভৈরব নদ, ইহার অন্তর্বর্ত্তী স্থানই সেনহাটী নামে আখ্যাত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ২$\frac{1}{8}$ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা আদম সুমারিতে প্রায় চার হাজার হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহার অনধিক দেড় গুণ, কারণ বহু লোক চাকুরী ও নানাবিধ ব্যবসা উপলক্ষে বিদেশবাসী এবং সময় সময় গ্রামে থাকেন মাত্র। এই গ্রাম প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়েস্থ, বৈশ্যবারুজীবীদিগের বাসভূমি ; তদ্ভিন্ন এখানে কুণ্ডু তেলী, কুম্ভকার মোদক, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, ধূপী, পরামাণিক, সাহা, বাজাদার, ঝাড়ুদার প্রভৃতি হিন্দু ব্যবসাদার সংখ্যায় অল্প বিস্তর বাস করেন। উত্তরে কয়েক ঘর রিশীর ( চর্ম্ম ব্যবসায়ী ) ও পশ্চিমে কয়েক ঘর যুগীর (নাথ) বাসও আছে ; ইহারা সকলেই হিন্দু। পূর্ব্ব দিকে দুই ঘর মিস্ত্রীও ( Carpenter ) আছে। এতদ্ভিন্ন হিন্দু নমঃশুদ্র এবং জেলেদিগের বাস গ্রামের বাহিরে অনতিদূরে। এই গ্রামে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বর্ত্তমানে বিভিন্ন পাড়ায় ১২৬ ঘর ( একান্নভূক্ত পরিবার ) বৈদ্য এবং ১০১ ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। কিন্তু শতাব্দী পূর্ব্বে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ ইহার দেড়

অনেক ঘরের বংশধর নাই এবং অনেক ঘর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে উহার সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

এই প্রাচীন গ্রামের নাম সেনহাটী হওয়ার কারণ ইহা প্রধানতঃ সেন বৈদ্যগণের বাসভূমি বলিয়াই—ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কিন্তু কত দিন হইতে এখানে বৈদ্য এবং অন্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের বাস তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুই নাই। কথিত আছে এবং প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে গ্রামটী পূর্ব্বে "ছুচোহাটী" বলিয়া আখ্যাত হইত। তখন ইহা অরণ্য জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়াই বোধ হয় ঐ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পার্শ্বস্থ স্থানগুলিতে ইতর লোকের বাস ছিল ; সংখ্যাও তাহাদের বেশী ছিল না। ইহার উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্য ভাগে সাতটী ছোট নদী বা খাল ছিল এবং তাহার চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়, যথা—হুতি, নাককাটির খাল, পূবের বিল পশ্চিমের বিল ইত্যাদি। এই সকল বিলে এখন ধান্য জন্মিয়া থাকে। বহুকাল হইতেই উহা ধানী জমিতে পরিণত হইয়াছে। অধিক বর্ষায় ঐ সকল বিল প্লাবিত হইয়া থাকে।

বৈদ্যগণের বাসভূমি হইতেই এই গ্রাম সেনহাটী নামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে এবং ঐ বৈদ্যগণের আদি বাস যে রাঢ় অঞ্চলে ছিল ইহাও একটী ঐতিহাসিক সত্য ; তবে ঠিক কোন সময়ে কি কারণে এই সকল শ্রেণীর বৈদ্যগণ রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গের এই অঞ্চলে বসবাস করিতে আইসেন তাহার ঠিক তথ্য জানিবার লিখিত বিবরণ বিশেষ কিছু দেখা যায় না। এইরূপ একটা কথা আছে যে রাঢ় দেশে মুসলমানগণের কঠিন শাসনের সময় অনেক হিন্দু বাধ্য হইয়া মুসলমান হইতেছিল। বিশেষতঃ বৈদ্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু, সুসভ্য ও সুশিক্ষিত বলিয়া মুসলমানগণের তৎকালীন প্রধানেরা

কোন স্থানের বৈদ্যগণের মুসলমান সংমিশ্রণের ভীতিই রাঢ় পরিত্যাগের কারণ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, তবে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। কোন কোন বৈদ্য কুল পঞ্জিকায় দেখা যায় এক শ্রেণীর বৈদ্যের সংগ্রাম শাহার সহিত মিশ্রণের অপবাদ প্রচলিত থাকায় তাহাদের কুলক্ষয় হইয়াছে। এই সকল বৈদ্যের বসতির সঙ্গেই যখন গ্রামের নামকরণ তখন বৈদ্যের আগমন প্রসঙ্গের তথ্যগুলিই ঐ বিবরণীর প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এই বৈদ্যগণ রাঢ় হইতে এই দিকে আগমন করেন বলিয়া বাঙ্গলার বৈদ্যগণের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার কারণ সৃষ্টি হয় এবং ইহারা রাঢ়ী ও বঙ্গীয় বৈদ্য বলিয়া দুই শ্রেণীতে অভিহিত হইতে থাকেন এবং আদানপ্রদান ও ব্যবহারিক কার্য্য কর্ম্মে ইহাদের ভেদ সৃষ্টি হয়। বৈদ্যগণের ধন্বন্তরি শাখার কতকই প্রথম এদিকে আসিয়া এই গ্রামের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ চন্দনীমহল গ্রামে বসতি করিতে থাকেন; বহু পূর্ব্ব হইতেই চন্দনীমহল গ্রামে ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল। সেই ভদ্র পল্লীই ইহাদের উপযুক্ত বাসস্থান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এখানে কিছুকাল বসতির পরেই এই সেন বৈদ্যগণ তখনকার এই "ছুঁচোহাটীর" বনজঙ্গল আবাদ করিয়া এখানে বাস করেন। এক্ষণেও চন্দনীমহলের বৈদ্য বাসের স্থানটী "বৈদ্যভিটা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই গ্রামে এই বৈদ্যগণের আগমনেই ইহা সেনহাটী নাম ধারণ করে ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। এখানে উক্ত বৈদ্যগণের অব্যবহিত পরেই রাঢ়ের মহাকুলীন চায়ুদাসের বংশধরদিগের কেহ কেহ—যাঁহারা প্রথমে রাঢ় হইতে আসিয়া বর্ত্তমান পয়োগ্রামের অপর পার্শ্বস্থ শুভরাঢ়া (শুভলড়া) নামক স্থানে অবস্থিত হন—এই গ্রামে আসিয়া ধন্বন্তরি

বৈদ্যের আগমনের পূর্ব্বে এই গ্রামে কোন সুব্রাহ্মণ কি কায়স্থের বাস ছিল বলিয়া শুনা যায় না। বৈদ্যগণ আসার পরেই ক্রমে ক্রমে উহাদের এখানে বসতি স্থাপনই অনুমিত হয়। এই বিবরণ জনশ্রুতিতে প্রাচীন-দিগের মুখে শুনিয়াছি। পরন্তু সেনহাটী সম্বন্ধে রাজসাহীর ভূতপূর্ব্ব উকীল স্বর্গীয় বাবু দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় সম্পাদিত "বাঙ্গলা দেশের সামাজিক ইতিহাস" নামক গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণে আর একটী তথ্যের অবতারণা দেখা যায়। উহা এই :—

"বল্লাল সেনের জামাতা হরি সেন বক দ্বীপে যাইয়া বন মধ্যে বাস স্থাপন করেন এই অংশ বল্লাল সেন তাঁহার জামাতা হরি সেনকে জামাইভাতি দিয়াছিলেন উহা এক্ষণে যশোহর জেলার সেনহাটী গ্রাম নামে খ্যাত"। অতি প্রাচীন কালে এই গ্রাম বক দ্বীপের ( বঙ্গোপ-সাগরের ডেল্টা ) অংশ বিশেষ ছিল, উক্ত বিবরণে তাহাই সূচিত হয়। কিন্তু হরি সেনের কোন বংশ এই গ্রামে বহু দিন বাস করা কিম্বা তদনুসারে ইহার সেনহাটী নাম হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন বৈদ্য কুল পঞ্জিকায় লিখিত রাঢ় হইতে বৈদ্যের এখানে আগমনের সঙ্গেই ইহার নাম সেনহাটী হওয়া সম্ভব বোধ হয়। যাহা হউক উক্ত তথ্যটী কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আমরা অবগত নই—সেনহাটী গ্রামের খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুত হরিচরণ সেন এল, এম, এস, মহাশয়ের মারফতে আমরা মাত্র ঐ তথ্য অবগত হইয়াছি।

১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষের ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণে দেখা যায় বৈষ্ণব গুরু মহামনা চৈতন্য দেবের প্রিয় শিষ্য ভক্ত-প্রবর শিবানন্দ সেন গোস্বামীর পূর্ব্ব পুরুষগণ সেনহাটীবাসী ছিলেন এবং তথা হইতেই কাচনাপাড়া আগমন ও বাস করেন। শিবানন্দের জন্ম ও অভ্যুত্থান কাচনাপাড়াতেই। ইহা হইতেও বৈদ্যের সেনহাটী

হরিচরণ বাবু সংগ্রহ করেন এবং তাহারই মারফত আমি ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সেনহাটীর বিকর্ত্তন বংশীয় প্রবীণ সামাজিক ও সাহিত্যিক স্বর্গীয় শ্যামলাল সেন মুন্সী মহাশয় তাহার সঙ্কলিত "অম্বষ্ঠ তত্ত্ব কৌমুদী" গ্রন্থে বঙ্গের ও রাঢ়ের বৈদ্যকুল পঞ্জিকাগুলিকে ভিত্তি করিয়া বৈদ্যের সেনহাটী আগমন ও বাসের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, আনুমানিক প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাকুলীন ধন্বন্তরী গোত্রীয় রাজা শ্রীহর্ষ সেন সেনভূমে বাস করিতেন। তাহার দুই পুত্র কমল ও বিমল। কমল পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হ'ন। বিমল পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া রাঢ় দেশে মালঞ্চ গ্রামে অধিবাস স্থাপন করেন। বিমলের পৌত্র ধন্বন্তরী সেন। ধন্বন্তরী সেনের পৌত্র হিঙ্গু সেন সর্ব্বপ্রথমে মালঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সেনহাটীতে বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে তাহার 'সেন' উপাধি হইতেই গ্রামটী সেনহাটী নামে পরিচিত হয় এবং তিনি রাঢ় হইতে ২৭ খানি গ্রাম লইয়া বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজ স্থাপন করেন এবং নিজে সমাজপতি হয়েন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উচালি সেন, চায়ুদাশ বংশীয় নৃসিংহ দাশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং তাহার সহিত নৃসিংহ সেনহাটা আগমন করেন। এই নৃসিংহ দাশের পিতামহ চায়ুদাশ রাঢ়স্থ বিহোরের মধ্যে সুরসিন্ধু (গঙ্গা) নদী তীরে তেহট্ট দেশে বাস করিতেন। নৃসিংহ দাশের পৌত্র প্রজাপতি দাশের অরবিন্দ দাশ, জয়দাশ ও বিষ্ণুদাশ নামে তিন পুত্র জন্মে। অরবিন্দ ও বিষ্ণুদাশের বংশধরগণ সেনহাটী ও তৎপরে কেহ কেহ অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করেন। অরবিন্দ দাশের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নরহরি দাশ কবিন্দ্র বিশ্বাস একজন মহা বিদ্বান ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। জয়দাশ নাগ কন্যা বিবাহ করিয়া কুলচ্যুত হওয়ায় এ দেশ

ও বিকর্ত্তন নামে উচালি সেনের আরও তিন ভ্রাতা ছিল। তন্মধ্যে বিকর্ত্তনের বংশধরেরা অধিকাংশ সেনহাটী বাস করিতে থাকেন, আর সকলেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করেন। ইহার পর শক্তি ও কায়ুগুপ্ত বংশীয় বৈদ্যগণ সেনহাটীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। বৈদ্যগণের এই ইতিহাস দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল বৈদ্য আদি বাস রাঢ় হইতে বঙ্গে আগমন করেন তাহারা প্রায় সকলেই সেনহাটীতে প্রথম বসতি স্থাপন করেন এবং তথা হইতেই বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন কারণে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের মূলঘর, হোগলডাঙ্গা, ভট্টপ্রতাপ, পয়োগ্রাম, দাহপুর, সেনদিয়া, বানীবহ, কাজুলিয়া, সিদ্ধিকাঠী, থান্দার-পাড়, ইতিনা, বিক্রমপুর, বাসণ্ডা, গৈলা, উত্তর সাবাজপুর প্রভৃতি বৈদ্য প্রধান স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে বঙ্গীয় বৈদ্যগণের আদি বাসভূমি এই সেনহাটী।

সেনহাটীর সম্ভ্রান্ত সর্ব্ববিদ্যা, কাঞ্জরী, সিদ্ধান্ত বংশীয় এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণের এ গ্রামে বাস বৈদ্যগণের পরে। ইহা গ্রামের নাম হইতেই সূচিত হয়। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের এ গ্রামে আগমনের কোন লিখিত বিবরণ কিংবা বংশাবলী না পাওয়ায় তাহাদের বিশেষ বিবরণ এ কাহিনীতে দেওয়া সম্ভব হইল না।

সেনহাটী গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্যগণের বসতির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয় ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে ; যদিও ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুই বিদ্যমান নাই। ইহার সমস্ত পুরাতন তথ্য জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এ গ্রামের বসতি বিভাগ ও শৃঙ্খলা সুদূর অতীত হইতেই যেরূপ

অধিবাসীগণের সুবুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার পরিচায়ক। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের বসতি দক্ষিণ হইতে উত্তরের মধ্যভাগে এবং অপরাপর শ্রেণীর বসতি ইহার চতুর্পার্শ্বে। এতদনুসারে পাড়া বিভাগ ও তাহার নামকরণ হইয়াছে,—যথা দক্ষিণে বৈদ্যগণের অরবিন্দ পাড়া, উত্তরে ধন্বন্তরী পাড়া, পূর্ব্বে গণ পাড়া ও হিজু পাড়া। ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বে হড় সাণ্ডিল্য পাড়া, কাজরী পাড়া, সিদ্ধান্ত পাড়া, কাটানী পাড়া, পশ্চিমে সর্ব্ব বিদ্যা পাড়া, বিদ্যাবাগিস পাড়া। কায়স্থগণের উত্তরে মুস্তাফী পাড়া ইত্যাদি। এই পাড়া সকল পরস্পর সংলগ্ন এবং ইহার চতুর্পার্শ্বে অন্যান্য হিন্দুগণের বাস।

সেনহাটীর মাটী ও প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা বোধ হয় অবান্তর নহে। এখানকার মাটীর বিশিষ্টতা এই যে, ইহা বাঙ্গলার সর্ব্ব প্রকার ফল, শাকশব্জী ও প্রয়োজনীয় ঔষধি প্রভৃতি জন্মাইবার বিশেষ উপযোগী। সে কাল ও এ কালের প্রাকৃতিক অবস্থা তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, নানা প্রকারের লেবু তাল, তেঁতুল প্রভৃতি সাময়িক ফলের বৃক্ষ এবং নারিকেল, সুপারি ও নানা প্রকার উপাদেয় কদলী বৃক্ষ প্রভৃতির প্রাচুর্য্য এই গ্রামের বিশিষ্টতা এবং পল্লীর প্রত্যেক অংশের বাগানেই ইহা দৃষ্ট হয়। সকল প্রকার তরিতরকারী ও শাকশব্জী এখানে প্রচুর পরিমানেই জন্মিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধির গাছ গাছরাও এখানে প্রায়ই উৎপন্ন হয়, এবং চারি পার্শ্বের বিল কান্দরে ধান্য ও খোলা জমীতে তিল, সরিষা, কলাই ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে। জ্বালানী বড় বড় বৃক্ষ ও বাঁশ, বেত প্রভৃতির প্রাচুর্য্য এখানে সেকালে দৃষ্ট হইত, একালেও হয়। আগাছার সহিত এই সকল প্রয়োজনীয় ফল ও অন্যান্য বৃক্ষ এবং বাঁশ, বেত প্রভৃতির প্রাচুর্য্য হইতেই এই গ্রাম অন্যান্য গ্রামের তুলনায়

এই সকল জঙ্গলের যে কোন প্রয়োজনই নাই তাহা বলা কঠিন। এই জঙ্গলই যে গ্রামে ম্যালেরিয়ার কারণ, তৎসম্বন্ধেও কোন কোন চিকিৎসকের ভিন্ন মতের কথা আমরা জানি। তাঁহারা বলেন যে জঙ্গল ও গাছপালায় ম্যালেরিয়ার বীজ নষ্ট করে, প্রসার করে না। সেনহাটীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিচয়প্রসঙ্গে আমরা গ্রামের অমর কবি কৃষ্ণচন্দ্রের "প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন" নামক কবিতার একটী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা কবির জন্মভূমি (সেনহাটী) তাহার কত প্রিয়দর্শন ছিল এবং তাহার সরস হৃদয়ের কত উচ্ছ্বাস ও কত আনন্দের বিষয় ছিল তাহারই সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

"এই ত সে প্রিয়তম মম জন্ম স্থান<br>
যার তরে ছিল সদা ব্যকুলিত প্রাণ;<br>
যার প্রীতিময়ী মূর্ত্তি চারু দরশন<br>
করিতাম এত দিন চিন্তা অনুক্ষণ।<br>
আজ তার সেই মূর্ত্তি নিরখি নয়নে,<br>
মরি কি বিমল সুখ উপজিল মনে।<br>
কাদম্বিনী বরষার সময় যেমন<br>
নিয়ত সলিলে করে ভূতল সিঞ্চন,<br>
আজ এ জনম ভূমি আমার তেমন<br>
করিছে অন্তরে কত সুখ বরষণ।<br>
অথবা তপন আভা প্রভাত সময়<br>
যেমন প্রফুল্ল করে সরোজ নিচয়,<br>
জনম ভূমির কান্তি আজি সে প্রকার<br>
হৃদয় কমল ফুল্ল করিছে আমার।

কিন্তু তাহাদের সেই সুষমা নিচয়
আজ এ রূপের কাছে ছার জ্ঞান হয়।”

---

## স্বাস্থ্য।

সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এ গ্রামের স্বাস্থ্য বর্ত্তমানের নানা সংস্কারের অভাবেও অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, এ কথা প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শীই স্বীকার করিবেন। তখন কিন্তু গ্রাম বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, পথঘাট নিতান্ত কদর্য্য, বর্ষায় প্লাবিত কর্দ্দমময় থাকিত। বর্ত্তমান সময়ের মত পানীয় জলের উৎকর্ষতা ছিল না। গ্রামে দেশহিতৈষী সম্পন্ন গৃহস্থদিগের খনিত পুকুরগুলিই, নদী-খালের দূরবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের সকল কার্য্যের জল সরবরাহ করিত। ঐ সকল পুকুর বর্ত্তমান সময়ের মত সংস্কৃত হইত না। প্রায়ই ধাপদল শৈবালে পরিপূর্ণ থাকিত। গ্রীষ্মের সময় উহাতে বেঙ্গাচি ও অন্যান্য কীট জন্মিত এবং ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ ছাঁকিয়া আনিতে হইত। তখন ভৃত্য বা ভাণ্ডারী দ্বারা এমন কি সম্পন্ন গৃহস্থেরাও জল আনিতেন না। পরিবারস্থ মহিলাগণই অন্যান্য গৃহ কার্য্যের ন্যায় কলসিতে জল বহন করিয়া আনিতেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের রোগজীবাণু তখন জলের মধ্যে প্রভাবান্বিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ জীবাণু ঘটিত নানা প্রকার ব্যাধি বর্ত্তমানের মত তখন বড় দেখা যাইত না। পূর্ব্বের ঐ জল ব্যবহারে ঐ সময়ের লোক সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবি হইয়া গিয়াছেন, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

দুই চার জনেরঅধিক দৃষ্ট হয় না। তখন কিন্তু এই গ্রামে বহু ভদ্র লোক তদপেক্ষা বেশী বয়সেও সুস্থ শরীরে কর্ম্মজীবন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে এ গ্রামে ৭০ বৎসর বয়স্ক লোক বড়ই বিরল। দুই এক জন যাহা দেখা যায় তাঁহারাও সুস্থ সবল নহেন।

৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এ গ্রামে ম্যালেরিয়ার নামও শুনা যায় নাই। কলেরা ১০।১৫ বৎসর অন্তর দুই একটা হইতে দেখা যাইত। এখনকার মত বৎসর বৎসর উহার প্রাদুর্ভাব ছিল না। ইহার কারণ গার্হস্থ্য জীবনের কর্ম্মঠতা, পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্যের ( মৎস্য, দুগ্ধ, ঘৃত ) প্রাচুর্য্য ও সুলভতা, বিজ্ঞ কবিরাজগণের চিকিৎসা ও দেশজ উপদানের ঔষধিতে পীড়া নিবৃত্তির বিশিষ্টতা বলিয়া মনে হয়।

গত ১৮৯৫ সালে এই গ্রামে, স্বায়ত্ত শাসনের প্রারম্ভে, একটী ইউনিয়ন কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বায়ত্ত শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময় অর্থাৎ ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত গ্রামে বহু রাস্তা, ঘাট, ড্রেন, জলাশয় সংস্কার ও জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্য সময়োপযোগী সম্পন্ন করিয়াছে। তাহাতে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের যে কিছু উন্নতি না হইয়াছে এমন নহে। তবুও এখনে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধি গ্রামকে বৎসর বৎসর যেরূপ জর্জ্জরিত করিতেছে পূর্ব্বে নানা প্রকার অপরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যহানিকর অবস্থার বিদ্যমানেও তাহা ছিল না। এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে পড়িল যাহা এই স্থানে উল্লেখযোগ্য মনে করি। প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার তৎকালীন সেনিটারী কমিশনার ডাঃ স্মিথ—যিনি এক সময়ে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন,—সেনহাটীর স্বাস্থ্য পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই গ্রামের মধ্যে অবস্থিত বহু পুরাতন পুকুর "সরকার ঝি"র

এমন বিষ যে গ্রামবাসীগণ এই জল ব্যবহারে কখনও বাঁচিতে পারে না। এইরূপ জল পান করিতে থাকিলে আমার পরবর্ত্তী পরিদর্শনে আমি এই গ্রাম লোক শূন্য দেখিব বলিয়া আশঙ্কা করি।” এই মন্তব্যে উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে এক জন বলিয়াছিলেন—“আমরা এই জল পান করিয়া বাঁচিয়া আছি কেন বলিতে পারি না, তবে ভবিষ্যতেও থাকিব বলিয়া আশা করি।” বলা বাহুল্য, তাঁহার পরবর্ত্তী পরিদর্শনেও তিনি গ্রামটী জনবহুল দেখিয়া গিয়াছিলেন। সেনিটারি কমিশনার সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্য অবশ্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত ছিল, কিন্তু প্রতিবাদকারীর কথার সত্যতাই প্রমাণিত হইয়াছিল।

তখনকার গ্রামবাসীগণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শিত পন্থাই অবলম্বন করিতে জানিতেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই সবল, সুস্থকায় ও কর্ম্মপটু ছিলেন। তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল। এখনকার ন্যায় তখন জীবাণুঘটিত ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ছিল না। বঙ্গের পল্লীগুলির অবস্থা প্রায় একইরূপ ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এ গ্রামে তখন জ্বর, প্লীহা, যকৃত সংক্রান্ত ব্যাধি, বিকার, উদরাময়, কাশি প্রভৃতি রোগই সচরাচর দেখা যাইত। সেনহাটীর তৎকালীন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এ সকল রোগ নিরাকরণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বৈদ্যগণের চিকিৎসাই প্রধান বৃত্তি ছিল এবং গ্রামে বহু কৃতবিদ্য সুচিকিৎসক বাস করিতেন। জটিল রোগ উপস্থিত হইলে প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ একত্রিত হইয়া সমবেত গবেষণার দ্বারা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া অতিশয় দুরারোগ্য রোগ সহজে নিরাকৃত করিতে পারিতেন। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে সেনহাটীর কবিরাজগণের চিকিৎসার কৃতিত্ব

চিকিৎসা কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। বিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসকগণ অর্থের জন্য বিদেশে যাইতেন না, পরন্তু প্রায়ই বহু স্থান হইতে কঠিন কঠিন রোগী এই গ্রামে আসিয়া চিকিৎসিত হইতেন এবং অধিকাংশই নিরাময় হইয়া যাইতেন। তখনকার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এমন কি রোগ অসাধ্য হইলে এবং মৃত্যু আসন্ন হইলে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেন এবং তাহা ফলিতেও দেখা যাইত। এই শ্রেণীর কবিরাজগণের মধ্যে স্বর্গীয় কবিরাজ সদাশিব সেন এবং স্বর্গীয় রূপরাম সেন কবিরাজ মহাশয়ের নাম আমরা প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি। ইহারা যেমন সংস্কৃতে ও আয়ুর্ব্বেদে পণ্ডিত ছিলেন তেমনি প্রতিভাসম্পন্ন চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক খ্যাতনামা কবিরাজ গ্রামে ছিলেন। ইহারা প্রায় সকলেই গ্রামের তৎকালীন ভূস্বামী চাচড়া রাজবাড়ীতে পরিচিত ও সম্মানিত হইয়া গিয়াছেন এবং তথায় চিকিৎসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়া নানাবিধ পুরস্কার এবং নিজ নিজ বাটীর নিস্করতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। অনেক বৈদ্যবাটী ঐরূপ নিস্কর এখনও আছে। তখনকার কবিরাজগণ চিকিৎসা ভিন্ন অনেকেই সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনার সঙ্গে নিজ নিজ বাটীতে টোল করিতেন। এইরূপ টোল প্রায় প্রত্যেক বৈদ্যপাড়ায় ছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এই সকল টোলে ন্যায়-দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রেরও আলোচনা হইত। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া এই সকল টোলে শিক্ষা লাভ করিতেন। কথিত আছে স্বর্গীয় কবিরাজ ব্রজগোপাল সেন মহাশয়ের বাটীতে এইরূপ একটী টোলে, খ্যাতনামা পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত রাঢ় হইতে এখানে আসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া যান এবং এখান হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া, তখনকার নব প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে প্রথম

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সে সময়ে চাঁচড়ার রাজবাড়ীতে সেনহাটীর অনেক বিজ্ঞ বৈদ্য পণ্ডিত দ্বারপণ্ডিত ও সভাপণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক সময় শাস্ত্র বিচারে তাঁহারা নবদ্বীপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় প্রেরিত হইয়া বিশেষ যশস্বী ও জয়লাভ করিয়া আসিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কবিরত্নভূষণ শিবনাথ সেনের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিবনাথ সেন কবিরত্নভূষণ চাঁচড়ার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপের তৎকালীন রাজা রঘুরাম রায় একখানি অপূর্ব্বপুঁথি প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুঁথির কয়েকটী পৃষ্ঠা ছেড়া ছিল। তিনি দেশে সকল পণ্ডিতকেই উক্ত পুঁথির ছিন্ন পত্রগুলির স্থান পূরণ করিতে বলেন। অন্যান্য পণ্ডিতের ন্যায় শিবনাথ ঐ পুঁথি পূরণ করিয়া নবদ্বীপে পাঠান। রাজা রঘুরাম শিবনাথের শ্লোক পড়িয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া চাঁচড়ার রাজাকে পত্র লিখেন এবং তাহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহেন। চাঁচড়ার রাজা কৃষ্ণরাম নিজ সভাপণ্ডিতের সাফল্যে গৌরবান্বিত হইয়া শিবনাথকে সমস্ত সেনহাটী গ্রামখানি নিস্কর দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শাস্ত্রব্যবসায়ী শিবনাথ বিষয় ব্যসনে আকৃষ্ট হইলেন না। নাম মাত্র করে তিনটী গাতি জমী লইয়া তিনি নিজ গ্রামে টোল করিয়া বাটীতেই থাকিলেন। এবং তাঁহার পুত্র বিনোদরাম কবিরত্নাকর চাঁচড়ার সভাপণ্ডিত হইলেন। বিনোদরাম স্বীয় পিতা অপেক্ষাও অধিক বিচক্ষণ ছিলেন। এই সময়ে ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা। বাঙ্গলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। কবিরত্নাকর একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়েন এবং তৎকালীন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে বিচারে আহ্বান করেন। কবিরত্নাকরের বিচারপদ্ধতি ও অসীম জ্ঞান দেখিয়া

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলি স্তম্ভিত হয়েন। যে পণ্ডিত মধ্যস্থ ছিলেন তিনি গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন,—"ভারতীর একখানি পদ নবদ্বীপে ও অপর পদ বিক্রমপুরে অবস্থিত। দেবীর যদি অপর পদ থাকিত তবে সেনহাটীই উহা পাইবার অধিকারী হইত।" এই কথায় কবিরত্নাকরের এক শিষ্য জবাব দিয়াছিলেন,—"দেবী ভারতীর একখানি পদ নবদ্বীপে ও অপর পদ বিক্রমপুরে আছে। কাজেই ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে সেনহাটীর উপর দেবীর প্রসন্ন দৃষ্টি ত পড়িবেই।"

পিতার মৃত্যুর পর বিনোদরাম নিজ গ্রামে আসিয়া পিতার টোল চালাইতে থাকেন। কথিত আছে যে, ধর্ম্মকার্য্যের অসুবিধা ও বাধা হয় বলিয়া তিনি তাহাদের তিনখানি গাতিই প্রতিবেশী মাণিক বক্সীকে দান করেন এবং একেবারে নিঃস্ব হইয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবৎ আরাধনায় মন দেন।

উল্লিখিত বিবরণটী সেনহাটী স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, সুলেখক শ্রীমান অশ্বিনীকুমার সেন সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি শ্রীমান লিখিত "সেনহাটীর নবদ্বীপ বিজয়" নামক প্রবন্ধ হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইহার পর হইতেই নবদ্বীপের বিখ্যাত রাজ সভায় সেনহাটীর পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে পরিচিত হয়েন এবং চাঁচড়ার রাজারা সেনহাটীকে তাহাদের রাজ্যের গৌরবস্থল বলিয়া মনে করিতেন। কথিত আছে একবার নবদ্বীপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের সহিত সেনহাটীর বিনিময় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেনহাটীর ভূস্বামী চাঁচড়ার তৎকালীন রাজা শুকদেব ইহাতে সম্মত হয়েন নাই। চাঁচড়ার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত ৺কালীবাড়ী ও তাহার সেবাইতগণকে প্রদত্ত দেবত্র সম্পত্তি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা প্রায় ২০০ বৎসরেরও

আমরা যখন বয়স্ক তখনও এই গ্রামে স্বর্গীয় প্রবীণ কবিরাজ পিতাম্বর সেন, গৌরকিশোর সেন, দীননাথ সেন, ব্রজগোপাল সেন, জগবন্ধু সেন, মদনগোপাল সেন, পঞ্চানন সেন, দুর্গানাথ সেন, হরনাথ দাশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবিরাজগণকে কৃতিত্বের সহিত চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষা ও আয়ুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য ছিলেন। রোগ লক্ষণ নির্ণয়াদি সম্বন্ধে নিদান প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত রচনাদি তাহাদের মুখাগ্রে ছিল। বৈদ্য ভিন্ন কায়স্থের মধ্যেই দুই একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। তখনকার পাঠশালার গুরু মহাশয়, স্বভাব কবি রামকুমার দের ছড়াতে ইহা প্রতিপন্ন হয়।

"জগবন্ধু চিকিচ্ছে খুব করে
ও সে সোয়ারীর উপর ডঙ্কা মারে
কুইনাইনের জোরে।
ব্রজ সেন কবিরাজ ভারী
বদ্দির মধ্যে মান্য করি
বলেন, "শম্ভুনাথে সারতে পারি
টাকা দিলে মোরে।"
কুইনাইনের এমনি মজা
পীতাম্বর তার পাচ্ছেন সাজা
বছরাবধি আছেন তিনি
নজরবন্দী ঘরে।
রঘুনাথকে আছে জানা
গোপ জুড়ি তার সম্ভব পানা
নিদেনেদে পাতকাণা

পরাণ দাসের ছাওয়াল দীনে
সেও আনলো নিদেন কিনে
ও যার বাপ খেত বঠে টেনে
সেও নাড়ী ধরে।
জগবন্ধু চিকিচ্ছে খুব করে ইত্যাদি।"

তখন বিভিন্ন প্রকারের জ্বরই গ্রামে দেখা যাইত। উদরাময়, কাশি কোন কোন জ্বরের সঙ্গে থাকিত। তরুণ জ্বরে প্রথম স্বল্প পাচন ও সহজ ঔষধ দেওয়া হইত এবং তাহাতেই জ্বর নিরাকৃত হইত। জটিল ও বেশী দিনের রোগ হইলে লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, অভ্র প্রবাল মুক্তা ঘটিত ঔষধ ব্যবহৃত হইত। তখনকার কবিরাজগণ বিকারাদিতে মাথায় জল দিতেন না, গরম শেক দিবারই ব্যবস্থা ছিল। এই দুইটী পরস্পর বিরোধি প্রয়োগের ফল নাকি একই রকমের। আমরা বাল্যকালে কখন কখন কুইনাইনের ব্যবহার দেখিয়াছি ও করিয়াছি, কিন্তু কবিরাজগণ অনেকেই উহা ব্যবহার করিতেন না। কেহ কেহ নিতান্ত পক্ষে উহা দিলেও এইরূপ ভাবে প্রয়োগ করিতেন এবং পথ্যাদির এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন যাহাতে কুইনাইনের কুফলগুলি থাকিতে পারিত না এবং ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। সাধারণ ও সহজ অস্ত্রোপাচার গ্রাম্য পরামাণিক দ্বারা কোন মতে সম্পন্ন হইত। এই ছিল সেকালের চিকিৎসা। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই কবিরাজ-প্রসিদ্ধ গ্রামে এক্ষণে দুই একটী উল্লেখযোগ্য কবিরাজের সন্ধান পাওয়া কঠিন। স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গানাথ সেন মহাশয়ের পুত্র কবিরাজ প্রিয়নাথ সেন অভিজ্ঞ এবং কৃতবিদ্য চিকিৎসক। কিন্তু গ্রামের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ শোক, তাপ ও রোগে তিনি নিতান্ত কাতর। কঠিন রোগী একমাত্র তাহার হাতে দিতেই সাহস হয়। স্বর্গীয় পঞ্চানন সেন কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র কবিরাজ হরষিত সেনও বহু দিন হইতে

চিকিৎসা-কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এই দুই জন ভিন্ন আরও দুই এক জন যুবক এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা ইংরাজী শিক্ষিত এবং ব্যবসায়ে খুব উৎসাহী। এই প্রসঙ্গে আমরা কবিরাজ প্রিয়নাথ সেনের যোগ্য পুত্র নব্য যুবক বীরেন্দ্রনাথ সেন বি, এর কথা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে না বলিয়া পারি না। বীরেন্দ্র কলিকাতায় এবং তাহার পিতার নিকট যথাবিধি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া, দক্ষতার সহিতই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রারম্ভেই গত ১৩৩৬ সালে আষাঢ় মাসে গ্রামবাসীকে ব্যথিত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এই উদীয়মান যুবকের মৃত্যু গ্রামের পক্ষে মস্ত বড় ক্ষতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রামের যুবকগণ অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া বসিয়া আছেন। চাকুরী মিলে না, অন্ন সমস্যায় চারি দিকে হাহাকার, অথচ এই জাতীয় গৌরব এবং অর্থাগমের প্রশস্ত উপায় অবলম্বনে বিরত, ইহা গ্রামের দুর্ভাগ্য ও দুঃখের কথা। আমরা নব্য গ্রাজুয়েটগণকে বীরেন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

---

# শিক্ষা।

## সংস্কৃত শিক্ষা—

সেকালে সেনহাটীর বৈদ্যগণ তাঁহাদের উচ্চতর শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতিভা ও সুচিকিৎসার জন্যই গ্রামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। পৌষ পার্ব্বণ ও সরস্বতী পূজার দিন অপরাহ্নে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ৺কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পণ্ডিতগণকে সমবেত হইয়া শাস্ত্র বিচার ও আলোচনা করিতে দেখা যাইত। সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ বহু পণ্ডিত সেনহাটীর বৈদ্যগণের বিভিন্ন বংশে ছিলেন। আমরা বংশাবলীতে কবিচন্দ্র, কবীন্দ্র বিশ্বাস, কবিকণ্ঠমণি, কবি সার্ব্বভৌম, কবি ডিম্‌ডিম্, কবি ভারতীভূষণ, কবি চূড়ামণি, কবিশেখর, কবিশিরোমণি এইরূপ উপাধিধারী বহু পণ্ডিতের নাম দেখিতে পাই। গ্রামের অতি বৃদ্ধ সামাজিক ৺শ্যামলাল সেন মুন্সী মহাশয় বলিয়াছেন যে, ৺কালীবাড়ীতে সমবেত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পণ্ডিতগণের শাস্ত্রালোচনা ও বিচারের সময়েই নাকি বিজয়ী বৈদ্য পণ্ডিতগণকে ঐরূপ উপাধি প্রদত্ত হইত। এইরূপ শাস্ত্র বিচার আমাদের বাল্যেও কতকটা ছিল, তৎপরে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে, সেরূপ পণ্ডিতও নাই শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিকও নাই।

সেকালের পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইলেই ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানগণ টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। মুসলমান রাজত্বের প্রাবল্যের সময় হইতেই গ্রামের সংস্কৃত শিক্ষায়তনগুলির সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে এবং তৎকালীন পার্‌সী রাজভাষা থাকায় পার্‌সী শিক্ষাই সংস্কৃত শিক্ষার স্থান প্রায়ত অধিকার করে। সে সময়েও বৈদ্যগণ [illegible] ভাষা শিক্ষা এবং তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চেষ্টাপরায়ণ

মোক্তাব স্থাপন করিয়া উহার অধ্যাপনা করিতেন এবং কখন কখন মুসলমান মৌলবী রাখিয়া শিক্ষা দিতেন। আমরা এইরূপ ৩।৪টী মোক্তাবের কথা প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি। স্বর্গীয় দুর্গাশঙ্কর দাশ, স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র সেন, স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর সেন, ইহারা সকলেই পারসী ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং নিজ নিজ বাটীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ মোক্তার সংস্থাপন করিয়া পারসী শিক্ষা দিতেন। গ্রামের তৎকালীন বৈদ্য ও কায়স্থ যুবকগণ অনেকেই এই সকল মোক্তাবে পারসী শিক্ষা করিতেন। সেনহাটীর উচ্চ গৌরব খ্যাতনামা কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইহার প্রথমোক্ত মোক্তাবে পারসী শিক্ষা করিতেন। বিখ্যাত পারস্য কবি হাফেজের নৈতিক কবিতাগুলির অনুবাদিত সুললিত বাঙ্গলা কবিতা এই শিক্ষার ফলেই মজুমদার মহাশয়ের বিখ্যাত পদ্যগ্রন্থ "সদ্ভাবশতকে" প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

গত ৭০ বৎসরের বহু পূর্ব্বেই বৈদ্য প্রতিষ্ঠিত টোলগুলির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত টোলের সংখ্যাও হ্রাস হইতে থাকে। আমরা বাল্যকালে যে সমস্ত সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য পণ্ডিত দেখিয়াছি তন্মধ্যে ৺কমল সেন ও ৺হরকুমার সেন মহাশয়দিগের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় কমল সেন মহাশয় জন্মান্ধ ছিলেন। সংস্কৃতের অধ্যাপনা শুনিয়াই তিনি তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষার্থী অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানদিগকে পাঠ বলিয়া দিতে আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। তিনি অনর্গল সংস্কৃতে আলাপ করিতে পারিতেন। কমল সেন মহাশয়ের কোন বংশধর নাই। যশোহর জেলার বাটাজোড় গ্রামের স্বর্গীয় তারকচন্দ্র দাশ বি, এল, সবজজ তাঁহার ভাগিনেয় এবং তাহারই কন্যা কুমারী প্রভাবতী দাশগুপ্তা এম এ পি এইচ ডি, বর্ত্তমান সংস্কারার্থী বঙ্গ মহিলা নেতৃগণের

সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুকাল সরকারী সিভিল কোর্টে আমিনের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষায়তনের অভাবে মধ্য যুগের ব্রাহ্মণ যুবকগণকে বিদেশে গিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে তিন জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর হরিনাথ বেদান্তবাগীশ, স্বর্গীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত ও সুবক্তা যজ্ঞেশ্বর কাব্যসাংখ্যতীর্থ। ইহারা সকলেই বেদান্ত, ন্যায়, দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া এবং নিজ নিজ কৃত গ্রন্থে সেই সকল বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ গবেষণা করিয়া বিদেশে ও স্বগ্রামে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। প্রথমোক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের কর্ম্মক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র ৺কাশীধামে ছিল। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু কিছু দিন বহরমপুর কলেজে ও কিছু দিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাও কম গৌরবের কথা নয় যে, বহরমপুর কলেজে কার্য্যের সময়, উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ দেশমান্য দার্শনিক পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল মহাশয় বেদান্তচঞ্চু মহাশয়ের সাহায্যে হিন্দুদর্শন অনুশীলন করেন। পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর হুগলী ভূদেব বিদ্যাপীঠে কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় ও গ্রামের নিতান্ত দুর্ভাগ্য ইহারা তিন জনেই অকালে পরলোকে গমন করিয়া গ্রামবাসীদিগকে শোকসন্তপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তদবধি উঁহাদের স্থান গ্রামে পূরণ হয় নাই এবং হইবার আশাও কম।

যে সময়ে গ্রামের উপরোক্ত ব্রাহ্মণ যুবকগণ বিদেশে উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষায় ব্রতী, তখন ও তাহার পূর্ব্বে সমস্ত বৈদ্য যুবকগণ বাঙ্গলা ও ইংরাজী শিক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। এই সকল পণ্ডিতগণের বহু পূর্ব্বে গ্রামে যে সকল পণ্ডিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র [illegible], স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র বিদ্যারত্ন,

স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ ও চন্দনীমহল নিবাসী স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর ন্যায়-রত্নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা বাল্যকালে এই সব অধ্যাপক পণ্ডিতগণকে টোলে অধ্যাপনা বা শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি করিতে দেখি নাই। তবে শুনিয়াছি ইহাদের কেহ কেহ টোলে অধ্যাপনা করিতেন, তন্মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই টোলে সেনহাটী ও চন্দনীমহলের বহু ব্রাহ্মণ সন্তান অধ্যয়ন করিতেন। এই সকল টোলের অস্তিত্ব লোপ হইলে, গ্রামে কচিৎ দুই একটী ভিন্ন টোল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং শিক্ষার্থীও বড় বেশী হয় নাই। গত বিশ বৎসরের মধ্যে সেনহাটীতে আমরা উল্লেখযোগ্য কোন টোল পরিচালিত হইতে দেখি নাই। দুই একটী টোল বর্ত্তমানে যাহা আছে, তাহার অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়।

## সেকালের বাঙ্গলা পাঠশালার শিক্ষা—

গত ৭০ বৎসরের বহু পূর্ব্ব হইতেই পাঠশালাই গ্রাম্য বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে কিম্বা তৎপরে পারসী মোক্তাবে শিক্ষা করার পূর্ব্বে এই সকল পাঠশালাতেই শিক্ষার্থীগণ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত। এই সকল পাঠশালায় অক্ষর শিক্ষা, লিখন, পঠন. শুভঙ্করী, নামতা, কড়া, বুড়ি, পণ ও অতি পূর্ব্বকার গণিতের মধ্য দিয়াই প্রধানতঃ শিক্ষা হইত। তালপাতায় অক্ষর খুদিয়া তাহার উপর খাগের কলমে গৃহ প্রস্তুত কালি দিয়া লিখিতে লিখিতে অক্ষর লিখন শিক্ষা হইত। তৎপর কলাপাতায় বর্ণ বিন্যাস ও বানান করিয়া ছোট ছোট বাক্য লেখা শিক্ষা হইত এবং পরিশেষে তৎকালীন প্রচলিত সাদা এবং তুলট মোটা কাগজে ছোট বড় পদ, বাক্য ও পত্রাদি লিখন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। আমাদের সমবয়স্ক তৎকালীন বালকগণ প্রথমে এইরূপ

শিক্ষাই লাভ করিয়াছে। এই গ্রামে সেই সময়ে ও তৎপূর্ব্বে যে সকল গুরু মহাশয় পাঠশালা করিতেন তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব লিখিত রামকুমার দে ও ভবানী সরকার গুরু মহাশয়ের নাম গ্রামের প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি এবং শেষে গোলক সরকার, মদন সরকার ও মোহন সরকার গুরুমহাশয়দিগকে আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি এবং ইহাদের কোন না কোন পাঠশালায় আমরা সকলেই তালপাতা, কলাপাতা ও কাগজ লেখা শিক্ষা করিয়াছি। এই বিস্তৃত গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পাড়া ইহাদের পাঠশালার কেন্দ্র ছিল। গোলক সরকার গুরু মহাশয়ের পাঠশালা দাশপাড়ায় ৺গৌরচন্দ্র দাশ মহাশয়ের বহির্বাটীতে হইত, মদন সরকার গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ৺রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের বহির্বাটীতে বসিত এবং মোহন সরকার গুরু মহাশয়ের পাঠশালা প্রথমে মুস্তাফীপাড়া ও তৎপরে গণপাড়া ৺চন্দ্রকুমার সেন কবিরাজ মহাশয়ের বহির্বাটীতে হইত। এই তিনটী পাঠশালাই তৎকালীন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বালকগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দিত। শিক্ষা হইতেও গুরু মহাশয়দের শাসন নীতি কঠোর ছিল। অলস অনুপস্থিত বালকদিগকে বাড়ী হইতে ধরিয়া আনা হইত এবং কঠোর দৈহিক শাস্তি প্রদান করা হইত। পাঠশালার বালকগণ গুরু মহাশয়দের যমের মত ভয় করিত। এই সকল গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষা, সততা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অশিষ্টের শাসন ও শিষ্টপ্রিয়তা স্বভাবসিদ্ধ ছিল ও বালকগণের চরিত্র গঠনে অনেক সহায়তা করিত। উপরোক্ত গুরু মহাশয়দিগের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বিশেষ কিছুই ছিল না। ছাত্রদের প্রদত্ত দুই এক আনা মাসিক বেতন কোন কোন পাঠশালায় লওয়া হইত। তদ্ভিন্ন ছাত্রগণ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস ও আহার্য্য সরবরাহ করিত। বার মাসের তের পর্ব্বে গুরু মহাশয়দিগকে ছাত্রদিগের অভিভাবকগণ পয়সাকড়ি, চাউলাদি

জিনিসপত্রের প্রাচুর্য্য এবং সুলভতায় গুরু মহাশয়গণ স্বচ্ছন্দেই থাকিতে পারিতেন। গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বাৎসরিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সহজেই পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিতেন। এই সময়ে মুদ্রিত সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়ক পুস্তক বড় ছিল না সুতরাং গুরু মহাশয়েরা পুস্তকের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন না। আপনাদের মোটামুটি জ্ঞান ভাণ্ডারই শিক্ষার উপাদান ছিল। ইহারা মৌখিক সদুপদেশ ও নীতি শিক্ষাও দিতেন। উপরোক্ত গুরু মহাশয়দের মধ্যে স্বর্গীয় মোহন সরকার গুরু মহাশয়ের প্রতিভা ও প্রভাব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা এ আলোচনা শেষ করিব। এই গ্রামে সার্কেল স্কুল স্থাপন হইলে অনেক দিন উল্লিখিত মোহন সরকার গুরু মহাশয় দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি আমার গৃহ শিক্ষক ছিলেন এবং আমাকে ও আমাদের পাড়ার অন্যান্য বালকদিগকে রাত্রে নিজ বাসঘরে শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষায় তাহার আশ্চর্য্য প্রতিভার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। সার্কেল স্কুলের সঙ্গেই মুদ্রিত সাহিত্য শিশুশিক্ষা, বোধোদয়, কথামালা, চরিতাবলী প্রভৃতি পুস্তকের প্রবর্ত্তন হয়। পাটীগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস পুস্তকেরও প্রচলন হয়। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর পাটীগণিত তখন সার্কেল স্কুলের নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষণীয় ত্রৈরাশিক, বহু রাশিক, সামান্য ভগ্নাংশ, দশমিক, পৌনঃপৌনিক কুশীদ ব্যবহার, চক্রবৃদ্ধি, বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি তখন মধ্য বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য ছিল। উক্ত গুরু মহাশয়ের নিকট এই সকল সম্পূর্ণ নূতন হইলেও তিনি উহার নিয়ম একবার পুস্তক পড়িয়া এবং আমাদের অনুশীলন করিতে দেখিয়া এরূপভাবে শিখিয়া ফেলিতেন যে, ঐ সকল আমূল আমাদের বুঝাইয়া দিতে তাহার একটুও বাধিত না। মুদ্রিত

আয়ত্ব করিয়া শিক্ষা দিতেন। এই গুরু মহাশয়ের নিবাস ছিল গৈলা গ্রামে।

## প্রথম ইংরাজী শিক্ষা—

গ্রামে পাঠশালায় তখন এইরূপ প্রাথমিকশিক্ষা হইত এবং তৎপরে গ্রামের অধিকাংশ যুবক পার্‌সীর মোক্তাবে শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইত। সে সময়ে গ্রামে দূরে থাকুক, দুই একটী বড় সহরে ভিন্ন কোথায়ও ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই এবং ইংরাজী শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠানও ছিল না। সে সময়ে এই গ্রামের কেহ কেহ কলিকাতার গৌরমোহন আড্ডির স্কুল অথবা যশোহর, কৃষ্ণনগর গবর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ এইরূপ কতিপয় ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মুস্তাফী, স্বর্গীয় কাশীচন্দ্র সেন বক্‌সি, স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় অনিন্দকিশোর সেন, স্বর্গীয় তারিণীচরণ সেন বক্‌সি, স্বর্গীয় পার্ব্বতীনাথ সেন, স্বর্গীয় শ্যামানন্দ সেন এবং স্বর্গীয় শ্রীধর সেনের কথা বেশ মনে আছে। ইহা ইউনিভারসিটী সৃষ্টের বহু পূর্ব্বের কথা। ইহার মধ্যে কাশীচন্দ্র সেন বক্‌সি মহাশয় ও আনন্দকিশোর সেন মহাশয় উভয়েই ইংরাজী অধ্যাপনার কার্য্যে কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদের বিশেষ অধিকার ছিল। ৺চন্দ্রনাথ সেন মহাশয় অনেক দিন শিক্ষকতা করিয়াছেন। ৺তারিণীচরণ সেন বক্‌সি মহাশয়কে সরকারী পুলিশ বিভাগে ও ৺অম্বিকাচরণ মুস্তাফী মহাশয়কে সরকারী নিমক বিভাগে কাজ করিতে দেখিয়াছি। ৺পার্ব্বতীনাথ সেন মহাশয়ও কিছু দিন শিক্ষকতা করিয়াছেন। শ্যামানন্দ বাবু ও শ্রীধর বাবু উহাদের কিছু

উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন এবং কিছুকাল কৃষ্ণনগর কলেজে সিনিয়ার পরীক্ষার পাঠ্য অধ্যয়ন করেন। পরে দেওয়ানী আদালতে কার্য্য করিয়া জজের Translatorএর পদে উন্নীত হন। পেনসান লইয়াও তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, তাঁহার ইংরাজী রচনায় তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রাজুয়েটগণকেও তিনি পরাস্ত করিয়াছেন ইহা আমরা জানি। শ্রীধর বাবুও যশোহরে অধ্যয়ন করেন, তৎপূর্ব্বে সেনহাটীতে পারশী পড়িয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষা বেশ ভালই জানিতেন। তিনি অনেক দিন বরিশাল ফৌজদারী আদালতে কার্য্য করিয়াছেন এবং তৎপর ময়মনসিং ও খুলনায় কার্য্য করেন। পেনসান লইয়া, ইউনিয়ন কমিটি ও পঞ্চায়ত কমিটির বিশিষ্ট কর্ম্মী হইয়া গ্রামের অনেক কল্যাণকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বরিশাল মিউনিসিপাল কমিশনার স্বরূপ তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। এখনও বরিশালে তাহার খ্যাতি আছে।

## গ্রামে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথম চেষ্টা—

সেনহাটীতে সার্কেল স্কুল হইবার অনেক পূর্ব্বে একবার একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল এবং মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থী লইয়া প্রথমে ৺শম্ভুচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে ও পরে গণপাড়ার ৺চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে এইরূপ একটী বিদ্যালয়ের আয়োজন হইতে আমরা নিতান্ত বাল্যকালে দেখিয়াছি। এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ও শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় আনন্দকিশোর সেন ও স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ সেন। দুর্গাচরণ বাবু বলিয়াছেন যে, তিনি এই শেষোক্ত স্থানে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন ও প্রচলন তখন গ্রামে নিতান্তই বিরল ছিল সুতরাং এই

## লোনসিংহাটী সার্কেল স্কুল—

১৮৫৮ কি ৫৯ সালে গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগ হইতে এখানে একটী সার্কেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন গ্রাম্য বালকদিগের বর্ত্তমান প্রণালীতে বিবিধ বিষয় শিক্ষার এই প্রথম এবং প্রধান সোপান। এই গ্রামের স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এই সার্কেল স্কুলের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং ১৮৮০-৮১ সন পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে কার্য্য করিয়া পেনসান প্রাপ্ত হন এবং তাহার সঙ্গেই এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ হয়। তখন গ্রামে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় চলিতেছিল।

সার্কেল স্কুলটী স্থাপনাবধি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। দুইটী মাত্র শিক্ষক দ্বারাই এই বিদ্যালয়টী বরাবর পরিচালিত হইয়াছে। সে সময়ের গ্রামের শিক্ষিত বিদেশবাসী যুবকগণ অনেকেই অবসর সময় এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় বিশেষ সাহায্য করিতেন। ঢাকা দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্‌পেক্টর ও ডিপুটী ইনস্‌পেক্টরগণ বৎসর বৎসর স্কুল পরিদর্শন ও উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং ইহার উপর তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই সার্কেল স্কুল হইতে প্রথমবার ১৮৬২ সালে মধ্য বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন—( ১ ) শ্রীযুত দুর্গাচরণ সেন মুন্সী বি, এল, ( ২ ) স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র দাশ ও ( ৩ ) স্বর্গীয় প্যারীমোহন রায়। দুর্গাচরণ বাবু ইংরাজী পড়িবার জন্য মাসিক ৪৲ টাকা করিয়া চারি বৎসর বৃত্তি পান এবং অপর দুই জন দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িবার জন্য ৪৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পান।

সেই সময় হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই এই বিদ্যালয় হইতে মধ্য বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিভাগে ইহা

হইতে পরীক্ষায় কেহ বৃত্তি প্রাপ্ত হয় না। ইনস্পেক্টর আর, এল, মার্টিন সাহেব স্কুল পরিদর্শনকালে তাহা জানিতে পারিয়া নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সেবারের পরীক্ষার্থীদিগকে নিজে পরীক্ষা করিয়া হিন্দুপাড়ার স্বর্গীয় মনমোহন সেন মহাশয়কে বৃত্তি মঞ্জুর করিয়া যান। ঢাকা হইতে নৌকাযোগে এখানে আসিয়া মার্টিন সাহেব একাধিকবার এই স্কুল পরিদর্শন করেন। এই স্কুলের প্রতি সে সময়ে সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইহার পর প্রায় প্রতি বৎসরই এই বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণ বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৮৬৬ সালের মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এই সার্কেল স্কুলটী ঢাকা ডিভিসানে প্রথম স্থান অধিকার করে। সেবার পাঁচটী ছাত্র এই স্কুল হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গীয় মুক্তিদাচরণ সেন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় ইহার অব্যবহিত পরেই মুক্তিদাচরণের মৃত্যু হয়।

সার্কেল স্কুলটীর প্রতি তৎকালীন গ্রামের শিক্ষিত যুবকগণের বিশেষ দৃষ্টি ও যত্ন থাকায় ইহার আশাতীত উন্নতি হইতেছিল। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাশ বি, এ, স্বর্গীয় মোক্ষদাচরণ সেন বক্সী, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সেন মুন্সী ও স্বর্গীয় গুরুদাস সেন মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিবর ও সর্ব্বানন্দ বাবু অবসরকালীন এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার বিশেষ সাহায্য করিতেন। সর্ব্বানন্দ বাবুর অনুরোধে একবার ঢাকার খ্যাতনামা ডেপুটী ইনস্পেক্টর এবং তাঁহারই সহপাঠী বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় বি, এ, এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের প্রত্যেককে এক টাকা ও আট আনা হিসাবে পারিতোষিক দিয়া উৎসাহিত করিয়া যান। যে সকল ডেপুটী

করেন তন্মধ্যে বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়দিগের নাম আমাদের স্মরণ আছে। স্বর্গীয় ডাক্তার মোক্ষদাচরণ সেন তখন কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন। তিনি অবকাশ সময়ে এই বিদ্যালয়ে আসিয়া নিয়মিতভাবে অধ্যাপনার সাহায্য করিতেন। ইহাতে তাহার আন্তরিক যত্ন ছিল। আমরা সে সময়ে তাহার জ্যামিতি শিক্ষায় খুব লাভবান হইয়াছি। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সেন মুন্সী ও গুরুদাস সেন মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে স্কুলের অধ্যাপনা কার্য্যে যোগ দিতেন। মুন্সী মহাশয়ের রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত বস্তু বিচার শিক্ষা আমাদের নিকট বড়ই আমোদপ্রদ ছিল। ইহারা উভয়েই তখন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়াছেন।

সার্কেল স্কুলটীর নিজস্ব ঘর কোন দিন ছিল না। ইহা প্রথম গণপাড়ার ৺চন্দ্রকুমার সেন কবিরাজ মহাশয়ের বহির্বাটীর ঘরে বসে। এই স্থানে সেই সময়ে মোহন সরকার গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ছিল। স্কুলটী পাঠশালার সঙ্গে একত্রিত হয় এবং এই গুরু মহাশয়ই দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়েন। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তথা হইতে এই বিদ্যালয় ৺সর্ব্বানন্দ দাশ মহাশয়ের বহির্বাটীর আটচালা ঘরে ও মণ্ডপ ঘরে স্থানান্তরিত হয় এবং কিছুকাল পরে ৺চন্দ্রকুমার দাশ মহাশয়ের বহির্বাটীর প্রশস্ত আটচালা ঘর ও মণ্ডপ ঘরে বসিতে থাকে। এই স্থানেই বিদ্যালয়টী কয়েক বৎসর অবস্থিত ছিল। ইহার পর গৃহদাহে এই সকল ঘর ভস্মীভূত হওয়ায় বিদ্যালয়টী হিঙ্গুপাড়ায় ৺মহিমাচন্দ্র সেন মহাশয়ের বহির্বাটীতে বসিয়াছিল এবং তথা হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বর্গীয় আনন্দমোহন রায় মহাশয়ের বহির্বাটীতে অবস্থিত

পর ; ঐ পদে ছিলেন যথাক্রমে ৺ গোপীমোহন সেন ও ৺ কেদার-নাথ দে। হেড পণ্ডিত ৺ কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বরাবরই ছিলেন। কেদারনাথ দে গুরু মহাশয় শেষে কিছু দিন সেনহাটী হাই স্কুলেও সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে পাঠশালার শিক্ষা দিয়াছেন।

## খুলনা সহরে ইংরাজী শিক্ষা—

খুলনা যখন যশোহরের একটি মহাকুমারূপে পরিণত হয় তখন কিংবা তাহার কিছু পরেই তথায় একটি হাই স্কুল চলিতে থাকে। আমাদের বয়স যখন দশ, বার বৎসর তখন আমরা একবার ঐ স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহারই শিক্ষা ও পরীক্ষাদি আরম্ভ হইয়াছে। খুলনার সেই হাই স্কুলটী তখন তদোপযোগী শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। তখন এই বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ছিলেন একজন ইউরেসিয়ান সাহেব। সেনহাটী গ্রামের ৺ কাশীচন্দ্র সেন বক্সী, ৺ আনন্দকিশোর সেন ও ৺ চন্দ্রনাথ সেন ইহারা তিন জনই প্রধানতঃ হেড মাষ্টার সাহেবের সহকারী থাকিয়া স্কুলটী পরিচালিত করিতে-ছিলেন। কাশী বাবু দ্বিতীয় শিক্ষক, আনন্দ বাবু তৃতীয় শিক্ষক ও চন্দ্রনাথ বাবু চতুর্থ শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। আমরা দেখিয়াছি স্কুল পরিচালনা সম্বন্ধে সাহেব হেড মাষ্টার তখন কাশী বাবুর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। ইহা সেনহাটীর একটী গৌরবের বিষয়, কারণ সে সময়ে ইংরাজী ভাবাভিজ্ঞ লোক এই সকল জিলায় অতি কম ছিল। তথাপি এক সেনহাটী গ্রাম খুলনা সহরের ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিন জন উপযুক্ত শিক্ষক যোগাইতে পারিয়াছিল। এই হাই স্কুলটী অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই এবং ইহার পর মধ্য ইরাজী স্কুলই বহুদিন চলিয়াছে।

সেনহাটী গ্রামে ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তখনও হয় নাই।

সব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করেন তন্মধ্যে ৺ সর্ব্বানন্দ দাশ বি, এল, ৺ শশীভূষণ সেন মুন্সী, ৺ গুরুদাস সেন, ৺ ডাক্তার মোক্ষদাচরণ সেন এল, এম, এস, ৺ অম্বিকা চরণ সেন বক্সী বি, এল, ও বাবু দুর্গাচরণ সেন বি, এল, এর নাম উল্লেখ যোগ্য।

## মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়—

গ্রামের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সার্কেল স্কুলটী কালক্রমে অবসাদ গ্রস্ত হইলে ১৮৬৭ সালে এখানে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। এই ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক ছিলেন ৺ প্যারীমোহন সেন, পরে বানিয়াখামার নিবাসী ৺ রাইচরণ অধিকারী। ইহার পর অনেক যোগ্য ব্যক্তি হেড মাষ্টারের পদে কার্য্য করেন। ইহাদের মধ্যে খুলনা নিবাসী ৺ রামলাল ঘোষ, বারাকপুর নিবাসী ৺ নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সেনহাটী নিবাসী ৺ অম্বিকাচরণ সেন বক্সি এবং নোয়াপাড়া নিবাসী ৺ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের মধ্যে যাদব বাবুর কার্য্যকাল অধিক দিন ব্যাপী ছিল। স্কুলটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা প্রথমে ৺ আনন্দ মোহন রায় মহাশয়ের বহির্বাটীতেই সার্কেল স্কুলের পাশাপাশি বসিতে থাকে, পরে স্বর্গীয় নীলাম্বর মুস্তাফী মহাশয় নদী তীরে বর্ত্তমান হাই স্কুলের জমিতে একখানা বৃহৎ ঘর করিয়া দেওয়ায় ১৮৬৮ সালের শেষভাগে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টী তথায় স্থানান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয়ের শেষ হেড মাষ্টার ছিলেন হিঙ্গু পাড়ার ৺নিবারণচন্দ্র সেন ও হেড পণ্ডিত ছিলেন ঐ পাড়ারই ৺ তারক চন্দ্র সেন এবং তাহার পরেই মহেশ্বরপাশা নিবাসী ৺ হরিচরণ ঘোষ। এই বিদ্যালয় হইতে অনেক কৃতী ছাত্র মধ্য ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া উচ্চশিক্ষা লাভান্তর কার্য্যক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে স্বর্গীয় প্রিয়নাথ রায় বি, এ,

যশোহর জিলা বোর্ড ; স্বর্গীয় কৃপানাথ মজুমদার বি, এ, ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুল ; স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নাথ সেন এম, এ, বি, এল, হাইকোর্টের উকিল ; রায় কুমুদবন্ধু দাশ বাহাদুর, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রণেতা অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র বি, এ, মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

সার্কেল স্কুল হইতে প্রথম যাহারা মধ্য বাঙ্গালায় উত্তীর্ণ হইয়া নর্ম্মাল স্কুল অথবা মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষা লাভান্তর কর্ম্মক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে এ স্থলে ৺ কৈলাশ চন্দ্র দাশ, ৺ উমেশ চন্দ্র সেন, ৺ মনোমোহন সেন, ৺ তারক চন্দ্র সেন, ৺ বাণীনাথ সেন, ৺ দেবেন্দ্রনাথ সেন, ৺ সারদা চরণ মুখোপাধ্যায় ও ৺ নয়ন চন্দ্র সেন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে ৺ কৈলাশচন্দ্র দাশ, ৺ মনোমোহন সেন, ৺ উমেশ চন্দ্র সেন এবং ৺তারক চন্দ্র সেন মধ্য ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় সকলে হেড পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ৺কৈলাসচন্দ্র দাশ আজীবন অধ্যাপনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি কিছু দিন সেনহাটী মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। ৺মনোমোহন সেন মহাশয়, তাঁহার পিতা খ্যাতনামা কবিরাজ গৌরকিশোর সেন মহাশয়ের মৃত্যুর পর কবিরাজী ব্যবসায়ই করিয়া গিয়াছেন। ৺উমেশচন্দ্র সেন মহাশয় বরাহনগর মধ্য বাঙ্গলা স্কুলের খ্যাতনামা হেড পণ্ডিত ছিলেন এবং সেইখানেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। কৃষি বিদ্যায় তিনি যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন এবং 'কৃষি দর্পণ' নামে একখানি পুস্তিকাও প্রণয়ন করেন। তিনি শাক শব্জী, ফল পুষ্পের বীজের কারবার করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ৺তারকচন্দ্র সেন মহাশয় কিছু দিন সেনহাটীতে হেড

কুমুদবন্ধু সেবার মধ্য ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তারক বাবু ইহার পর বরাহনগর স্কুলেই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ৺বাণীনাথ সেন, ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন, ৺সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৺নয়নচন্দ্র সেন এই চার জনই মেডিক্যাল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ গ্রামের প্রথম ডাক্তার। দেবেন্দ্র বাবু ও সারদা বাবু সরকারী ডাক্তার ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু সরকারী কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রথম বরিশালে এবং পরে খুলনায় স্বাধীন ব্যবসায় করেন। খুলনায় তিনি মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি সেনহাটী হাই স্কুল কমিটির মেম্বরও কিছু দিন ছিলেন। সাধারণ কার্য্যে তাহার বেশ উৎসাহই দেখিয়াছি। সারদা বাবু প্রথমে খুলনা প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া কাকিনার রাজবাড়ীর ডাক্তার হয়েন। বহু দিন সেখানে কার্য্য করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সেনহাটীতে তিনি অনেক দিন পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্যের পদে কাজ করিয়াছিলেন। সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাহার যোগ ছিল। ৺বাণীনাথ সেন বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করেন এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। এই গ্রামে বাণী বাবুই সর্ব্ব প্রথম মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাশ করিয়া সরকারী ডাক্তার হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কর্ম্ম-জীবন অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। অকালেই তিনি পরলোক গমন করেন।

## উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—

সেনহাটীতে একটী হাই স্কুল স্থাপনের চেষ্টা দুইবার ব্যর্থকাম হইবার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে ইংরাজী ১৮৮৭ সালে যখন একটী মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে

উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে সেনহাটী নিবাসী, দৌলতপুর হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায়ের মনে গ্রামে হাই স্কুল স্থাপনের একটা অদম্য ইচ্ছার উদয় হয়। শ্রীনাথ বাবু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। এ জন্য তিনি দৌলতপুর স্কুলের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি তাহার তৎকালীন সমবয়স্ক বন্ধুপ্রবর গ্রামবাসী স্বর্গীয় যতুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনকে সহকর্ম্মী করিয়া ঐ মহৎ কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৮৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে স্বর্গীয় আনন্দ-মোহন রায় মহাশয়ের বহির্বাটীতে কয়েকটী মাত্র ছাত্র লইয়া যখন উহার সূত্রপাত হয় তখন গ্রামে উপস্থিত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, কি খুলনায় যাহারা কার্য্য করিতেন তাঁহাদের অধিকাংশই এই চেষ্টার ব্যর্থতা ভিন্ন স্বার্থকতার কোন আশাই না করিয়া, উহাতে কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে প্রথমবার যখন গ্রামের মাইনর স্কুলটীকে হাই স্কুলে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা হয়, তখন মাইনর স্কুলটীর মাসিক সরকারী সাহায্য ৪০৲ টাকা বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে তৎকালীন কর্ম্মীদের চেষ্টার ফলে পুনরায় স্কুলটী ৩০৲ টাকা মাসিক সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হয় এই সময়ে আর একবার মাইনর স্কুলটীকে হাই স্কুলে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা হয়। ফলে সরকারী সাহায্য পুনরায় উঠিয়া যায়, কিন্তু মাইনর স্কুলটী হাই স্কুলে পরিবর্ত্তিত হয় না। পর পর দুইবার ব্যর্থকাম হইবার ফলে গ্রামের হিতৈষীগণ শ্রীনাথ বাবুর এবারকার চেষ্টায় আদৌ সাড়া দিলেন না। এমন কি কেহ কেহ ঐ চেষ্টায় বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাছে গ্রামের মাইনর স্কুলটী নষ্ট হইয়া যায় এবং গ্রামবাসীর নিন্দাভাজন হইতে হয়

শ্রীনাথ বাবু, ভিন্ন একটী হাই স্কুল স্থাপনে যত্নপর হয়েন। অঙ্কুরে এই সামান্ত চেষ্টা, পরিণামে ফলবতী হইয়া, জেলার যে একটী মহান কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিবে, তাহা সে দিন কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৮০ জন হইল। এইবার স্কুলটী সম্বন্ধে অনেকেই আশান্বিত হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন,—"সময় হইয়াছে এবারকার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।" এই সময়ে আনন্দমোহন রায় মহাশয়ের বাটী হইতে নদীতীরে মধ্য ইংরাজী স্কুল গৃহে বিদ্যালয়টী স্থানান্তরিত করিয়া ঐ স্কুলের সঙ্গে একত্রিত করা হয়। ঐ বৎসরই প্রথম শ্রেণী খুলিয়া, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিকট হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্র উপস্থিত করিবার অনুমতি লওয়া হয়। গ্রাম হইতে কিছু চাঁদা তুলিয়া নূতন স্কুলে একখানা গোলের ঘর এবং একখানা চৌরী খড়ের ঘর তোলা হয়। এই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে স্কুলের তৎকালীন ছাত্ররা নিজেরাই মাথায় করিয়া গ্রামের বিভিন্ন স্থান হইতে বাঁশ, খুটী, খড় প্রভৃতি বহিয়া আনিয়াছিল। মাহিয়ানা দিয়া স্কুলে পড়িব আর কোন ধার ধারি না এরূপ মনোবৃত্তি তাহাদের ছিল না। সমস্ত ছাত্ররাই স্কুলটীকে তাহাদের নিজেদের বলিয়া জানিত এবং ইহার উন্নতির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিত। মাইনর স্কুলটীর সহিত একত্রিত হইবার পূর্ব্বে স্কুলের শিক্ষকগণ সকলেই অবৈতনিক ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও স্কুলটীকে স্থায়ী করিবার জন্য তাহারা আন্তরিকতার সহিতই কার্য্য করিতেন। মাইনর স্কুলের সহিত একত্রিত হইবার পর উহার শিক্ষকগণ এই নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতে থাকেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন গ্রামবাসী স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বসু

করিবার জন্য ভাগলপুর চলিয়া যান। ৺ বিপিনবিহারী সেন তখন কৃতিত্বের সহিত বি, এ পাশ করিয়া হরিনাভি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন। অবিনাশ বাবু চলিয়া যাইবার কিছু পরেই ১৮৮৭ সালে অক্টোবর মাসে তিনি এই স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসেন। খুলনার তৎকালীন প্রধান উকীল স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন বক্সী বি, এল মহোদয় সম্পাদকের কার্য্য ভার গ্রহণ করেন। সেনহাটী ও চন্দনীমহলের শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লইয়া একটী কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হয়। ইহাদের সুদক্ষ পরিচালনায় হাই স্কুলটী অতি অল্পকাল মধ্যেই জেলার একটী প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিল। প্রথম বৎসরেই এই বিদ্যালয় হইতে সেনহাটী-বাসী তৎকালীন বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন ছাত্র শ্রীমান কুমুদবন্ধু দাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গ্রামের গৌরব ও বিদ্যালয়ের সুযশ বিস্তার করিয়াছিলেন। কুমুদবন্ধুর অসামান্য প্রতিভা ও বিপিন বাবুর সুদক্ষ অধ্যাপনা এই কৃতিত্বের সহায়ক হইয়াছিল। স্কুলের প্রথম বর্ষের এই কৃতকার্য্যতা উহার দ্রুত উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন বক্সি বি, এল, তখন খুলনায় বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তিনি স্কুলের সম্পাদক থাকায় স্কুলের অনেক উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল এবং স্কুলের সুদক্ষ পরিচালনার ও কৃতকার্য্যতার যশ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ডাক্তার হরিচরণ সেন এল, এম, এস, সরকারী কার্য্যে বিদেশে থাকিলেও তাঁহার এই বিদ্যালয়ের জন্য অক্লান্ত উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য অম্বিকা বাবু ও বিপিন বাবুর সহায়ক হইয়াছিল। বলিতে গেলে এই তিন প্রতিপত্তিশালী অক্লান্ত কর্ম্মীই স্কুলের দ্রুত উন্নতির মূল ছিলেন। গ্রামের দুর্ভাগ্য বশতঃ অম্বিকা

হইয়া কার্য্যের সুপরিচালনা করেন।

কিছু দিন পর বিপিন বাবু ওকালতী পাশ করিয়া হেডমাষ্টারের পদ পরিত্যাগ করেন এবং খুলনায় ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে বাবু সুরেশচন্দ্র সরকার এম, এ, এই স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসেন। সুরেশ বাবু মাত্র ৫।৬ মাস এখানে ছিলেন। ১৮৯০ সালে স্কুলের সৌভাগ্যক্রমে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বি, এ, এই স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হয়েন। তিনি ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত সেনহাটীতে থাকিয়া স্কুলের কার্য্যের সুপরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। স্কুলের চারিদিককার নারিকেল গাছগুলি তাহার সময়েই রোপিত হয়। স্কুলে তখন বোর্ডিং ছিল। বিদেশ হইতে অনেক ছাত্র আসিয়া এই স্কুলে পড়িত। গোবিন্দ বাবু স্বয়ং সকাল সন্ধ্যায় বোর্ডিংএর ছাত্রদের তত্ত্বাবধান ত করিতেনই অধিকন্তু প্রত্যেক ছেলের বাড়ী বাড়ী গিয়া ছেলেরা কি করে না করে নিজে দেখিয়া আসিতেন এবং ছেলেদের পড়াশুনা সম্বন্ধে প্রত্যেক অভিভাবকের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪০০।৪৫০ জন। স্কুলের জন্য একটী পাকা বাড়ী করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার খুবই ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি একটী ইটের পাঁজা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন এবং গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কিছু চাঁদা তুলিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই সময় লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ত্রিগুণাচরণ সেন, রিপণ কলেজের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া এই স্কুলের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন, এবং স্কুলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টরূপে এই স্কুলের অশেষ উন্নতি সাধন করেন। সেই যুগ সেনহাটী স্কুলের স্বর্ণময় যুগ।

গোবিন্দ বাবুর পর গ্রামবাসী বাবু বিজয়কুমার সেন এম, এ, বি, এল, (বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান) এই বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার

তৈয়ারী হয়। এই পাকা গৃহের ব্যয় সঙ্কুলনার্থে গ্রাম হইতে সমস্ত টাকা তোলা সম্ভব নয় মনে করিয়া, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তৎকালীন শিক্ষক শ্রীযুত শশীভূষণ সেনকে বাহিরে টাকা আদায় করিতে প্রেরণ করেন। শশী বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে বাংলা দেশের বৈদ্য প্রধান বিভিন্ন পল্লী পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় ৬০০০৲ টাকা Donation তোলেন। শশী বাবু সর্ব্ব প্রথমে কলিকাতায় গিয়া সেনহাটী নিবাসী হাই কোর্টের তৎকালীন উকীল স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন বক্সী মহাশয়ের সাহায্যে স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী প্রমুখ কতিপয় প্রধান হাই কোর্টের উকীলের স্বাক্ষর যুক্ত এক বৃহৎ আবেদন পত্র বাহির করেন এবং উহা লইয়া বংলার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। ঐ ৬০০০৲ টাকা এবং গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে আরও ১০০০৲ টাকা উঠাইয়া বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। শুনিয়াছি যে এই পাকা গৃহের ভিত্তি স্থাপনের জন্য টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি গ্রাম হইতে ধার করিয়া আনিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় কাশীভূষণ সেনের কথা মনে পড়ে। এই পাকা গৃহ নির্ম্মাণের সময় যে অমানুষিক পরিশ্রম তিনি করিয়াছিলেন এবং যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন নিজের বাড়ীর কাজেও বোধ হয় কেহ সেরূপ করে না। শুনিয়াছি এই অতিরিক্ত পরিশ্রমেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ফলে দুরন্ত যক্ষা রোগাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অকালেই তাহার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হয়। এই সময়ে বিদ্যালয়ে সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় বিপিনবিহারী সেন। বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার থাকা কালীন এই স্কুলের পরিচালনায় তাহার সর্ব্বতোমুখী চেষ্টার বিরতি ছিল না এবং পরিশেষে ইহার সম্পাদক হইয়া স্কুলের স্থায়ীত্বের জন্য যাহা কিছু

বিজয় বাবুর পদত্যাগের পর বাবু রাজকুমার সেন বি, এ এই স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আসেন। তাহার পরই ১৯০৭ সালে বাবু ত্রিপুরাচরণ সেন বি, এ এই স্কুলের হেড মাষ্টার হয়েন। ত্রিপুরা বাবু পূর্ব্বে ভোলা স্কুলে চাকুরী করিতেন ১৯০৪ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি এই স্কুলে চাকুরী আরম্ভ করেন। তদবধি তিনি সুচারুরূপে স্কুল পরিচালনা করিয়া স্কুলের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও করিতেছেন। ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত স্কুলের পশ্চিমের ভিটায় একখানি লম্বা টিনের ঘর ছিল ; ঐ বৎসর ঐ টিনের ঘরখানি ভাঙ্গিয়া একটী পাকা দালান তৈয়ারী হয়। এই পাকা ঘর নির্ম্মাণের ব্যয় সরকারী সাহায্য এবং স্থানীয় দানের দ্বারাই সঙ্কুলান হয়। এই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে যাহারা দান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল এর ১০০০৲ টাকা ও সেনহাটীর জমীদার স্বর্গীয় যদুনাথ বিশ্বাসের ২৫০৲ টাকা দানই উল্লেখ যোগ্য।

এ পর্য্যন্ত স্কুলটী ছাত্রদত্ত বেতনেই চলিতেছিল। ১৯২৫ সালে স্কুলের ভবিষ্যৎ উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করেন এবং ঐ বৎসর হইতেই ১০০৲ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়। বিপিন বাবুর মৃত্যুর পর স্বর্গীয় প্রিয়নাথ রায় বি, এ, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল, শ্রীযুত সারদাকান্ত দাশ বি, এ, ও শ্রীযুত রাসবিহারী সেন পর পর এই স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। স্কুলের বর্ত্তমান সম্পাদক রায় কুমুদবন্ধু দাশ বি, এ, বাহাদুর।

যে সকল মহাত্মাগণ স্কুলের প্রথম অবস্থায় কমিটীতে থাকিয়া উহার উন্নতি সাধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ

সেন বি, এল ; ডাক্তার হরিচরণ সেন এল, এম, এস ; স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল ; স্বর্গীয় রায় বিপিনবিহারী সেন বি, এল বাহাদুর ; স্বর্গীয় কবিরাজ বরদাচরণ সেন ; স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গানাথ সেন ; স্বর্গীয় শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; স্বর্গীয় তারকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; স্বর্গীয় ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ সেন ; স্বর্গীয় প্রিয়নাথ মিত্র প্রভৃতি। স্কুল স্থাপনাবধি গত ৪৫ বৎসর বহু কৃতি ছাত্র এই স্কুল হইতে বাহির হইয়া বর্ত্তমানে নানা ক্ষেত্রে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এইরূপ ব্যক্তিগণের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে দেওয়া অসম্ভব।

## বালিকা বিদ্যালয় ও স্ত্রী শিক্ষা—

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্ব হইতেই গ্রামে স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা হইয়া আসিতেছিল। সাময়িক শিক্ষিত যুবকগণ গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা দুইবার করিয়াছিলেন, কিন্তু দুইবারই তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ তৎকালীন বৃদ্ধ সম্প্রদায় স্ত্রী শিক্ষার নামে খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন কি মেয়েদের মধ্যেও বিশ্বাস ছিল যে লেখা পড়া শিখিলে মেয়েরা বিধবা হয়। বাড়ীর বর্ষিয়সী গিন্নীরা লেখা পড়ার নাম শুনিলে অগ্নিশর্ম্মা হইতেন। শুনিয়াছি, যে সকল গৃহস্থ বধূরা প্রথম একটু একটু লেখা পড়া আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা রান্না ঘরে লুকাইয়া, পায়খানায় বসিয়া অথবা মাছ ধুইবার আছিলায় "খালই"এর ভিতর বই লুকাইয়া ঘাটে বসিয়া একটু একটু পড়াশুনা করিতেন। রান্না ঘরে বসিয়া পড়িতেছেন এমন সময় বাড়ীর গিন্নীর সাড়া পাইয়া অনেক বধূ উনানের ভিতর বই ফেলিয়া দিয়াছেন এরূপ কথাও আমরা শুনিয়াছি। গ্রামে প্রথম স্ত্রী শিক্ষা প্রচারকল্পে যাহারা বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন ও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে

স্বর্গীয় শ্যামলাল সেন মুন্সী, স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় আনন্দকিশোর সেন, স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাশ, স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র সেন মুন্সী, স্বর্গীয় হরিমোহন দাশ ও স্বর্গীয় শশীভূষন সেন মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে স্বর্গীয় শ্যামলাল সেন মুন্সী মহাশয় স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে "স্ত্রী জাতির বিদ্যা শিক্ষার ঔচিত্যা-নৌচিত্য বিচার বিষক প্রবন্ধ" নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তৎপরে স্বর্গীয় হরিমোহন দাশ মহাশয় স্ত্রী পাঠ্য "নারী কণ্ঠমালা" নামক একখানি পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া এই সকল যুবকেরা বাড়ী বাড়ী গিয়া মেয়েদের একটু একটু লেখাপড়া শিখাইয়া আসিতেন।

তৎকালীন স্ত্রী শিক্ষানুরাগী কর্ম্মিদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও সেই সময়ের মেয়েরা কতদূর লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ তৎকালীন কোন একটী মহিলার একখানি পত্রের নকল, নিম্নে দেওয়া হইল।—

শ্রীশঃ

মহম্মদপুর, ১৫ই ভাদ্র

বহু সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

প্রিয়তমে, তোমার পত্রখানা পাইয়া আমার হৃদয় যেরূপ উল্লাসিত হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পার। আমি তোমার সেই কোমল লিপিখানা আস্তে খুলিলাম, খুলিলাম বটে, আমার হৃদয় সম্পূর্ণ সুখী হইল না। কেন হইল না?—তোমার সেই প্রেমপূর্ণ মুখখানি আমার এ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। অমনি স্বতই দর্শন লালসা প্রবল হইল, তখন সেই পার্থিব বস্তু দেখিতে না পাইয়া বল দেখি বোন্ হৃদয়ের কি দশা হইল?

তোমার অভাগিনী ভগিনীর সুখের সংবাদ শুনিতে কি ইচ্ছা কর ? তবে শোন ভাই ! এখানে আসিয়া ১২ দিন পরে আমার অদৃষ্টে স্বামী সাক্ষাৎ ঘটে। ভাবিয়াছিলাম, কিছু দিনের জন্য দুঃখের অবসান হইল। হায় ! কি অদৃষ্ট, ৫ দিন মাত্র এ অভাগিনীর নয়ন-রঞ্জন করিয়া আবার ৪ দিন হইল, ইন্‌স্পেক্টরের একটিন হইয়া মাগুরা গিয়াছেন। এবার তাহার যাওয়ার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। না গেলে হয় না, গতিকেই যাইতে হইল। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি কার্য্যগতিকে স্থানান্তরে গেলেই নীচ পদস্থ যে হয় তাহারই সেই কার্য্য চালাইতে হয়। পরাধীন ব্যক্তির এই সুখ। টাকাই পৃথিবীর সার হইয়াছে।

আমার ভাগ্য শকুন্তলার ন্যায় হইয়াছে। শকুন্তলা একমাত্র স্বামীর জন্য, প্রিয় ভুমি তপোবন, প্রিয় বয়স্যা আর প্রতিপালক পিতা এই সব সুখের বস্তু একমাত্র দুষ্মন্ত রাজনের জন্য ( কষ্টদায়ক হইলেও ) পতি-পক্ষপাতিনী হইয়া পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু হায় ! তাহার ভাগ্যে কি ফল ফলিল ? আমার ততদূর না হইলেও, অদর্শন ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, এক সপ্তাহের অধিক হইবে না, দেখি আমার পরিণাম কত দূর।

প্রিয়ে, তোমার নিকট আমি অত্যন্ত লজ্জিত আছি। তোমার সদ্ভাব শতকের অনুবাদ আমি আনিয়াছি, অথচ তোমায় সেখানা দেওয়া হয় নাই। নৌকায় রওনা হওয়ার অল্প পুর্ব্বে যাহার পুস্তক সেই লইয়াছে। কি করিব ভাই, তুমি একটা কাজ কর, তাহার নিকট হইতে লইয়া নকল করিয়া লও। আমার পড়ার কি হইল ? কিছুই না। তোমার পড়ার কত দূর ?

বৌঠনকে বলিও, আমি শারীরিক ভাল আছি, মানস জানাইতে চাই না।

স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করে। সে প্রায় কাহাকেও ভুলে নাই। শুভে! কয়েক বাড়ীর কুশল লিখিও, বিশেষ আমার ভাগিনেয় অমৃতকে আসার সময় পীড়িত দেখিয়া আসিয়াছি, সেই জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। আমার মাথার দিব্য, তুমি কাহার দ্বারা সে কেমন আছে জানিয়া লিখিও। আমি স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম। উত্তর পাই কি না সন্দেহ। আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে বলিও, শ্রীশ ভাল আছে।

* * * * *

প্রিয়ে, বিদায়, আমায় মনে কোরো।

তোমার—শান্তিময়ী।

১৮৭৩ সালে ১৫ই ভাদ্র মহম্মদপুর হইতে স্বর্গীয় শান্তিময়ী দেবী এই পত্র স্বর্গীয় মনমোহন সেন মহাশয়ের স্ত্রীর নিকট লেখেন। আমি এই পত্র, লেখিকার পুত্র রায় সাহেব ডাঃ শ্রীশচন্দ্র সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে নানারূপ বাধা-বিঘ্ন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়া কেবল নিজের অদম্য উৎসাহ ও বিদ্যা শিক্ষার স্পৃহার বলে তিনি যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এই পত্রই তাহার নিদর্শন। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই শিক্ষা হইত। রান্নাঘরে, জঙ্গলের মধ্যে, পায়খানায় বসিয়া, ঘাটে বসিয়া এইরূপ নানা উপায়ে এই শিক্ষা হয়। মাত্র ৩।৪ জন মহিলা প্রথম এই কার্য্যে ব্রতী হয়েন কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হয়েন লেখিকা। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের প্রথম শিক্ষিতা মহিলা তিনিই। তাহার বিদ্যা শিক্ষার এই চেষ্টার প্রধান সহায় ছিলেন ৺হরিমোহন দাশ ও ৺শশীভূষণ সেন। ৺হরিমোহন দাশের "নারী কণ্ঠমালা" এই সময়ে লিখিত হয়। ভুমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "আমার কোন কবিতাপ্রিয় ছাত্রীর জন্য এই কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে।" "কবিতাপ্রিয় ছাত্রী"ই এই পত্রের লেখিকা স্বর্গীয়া

বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্ব ব্যর্থতার উদাহরণ কিন্তু পরবর্ত্তী শিক্ষিত যুবকদের নিরুৎসাহী করিল না। তাহারা পূর্ণ উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অনেক বাধা-বিঘ্ন, কটূক্তি, ব্যাঙ্গোক্তি, অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা ১৮৭৮ সালে বর্ত্তমান বালিকা বিদ্যালয়টী স্থাপন করিলেন। যাহাদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে এই বালিকা বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেন, স্বর্গীয় প্রিয়নাথ রায়, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন ও শ্রীযুত সারদাকান্ত দাশের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে খুলনায় ভিন্ন জিলা হয় নাই, ইহা যশোহরের একটী মহাকুমা ছিল। গ্রামের যুবকদের আগ্রহ দেখিয়া খুলনার তৎকালীন সবডিভিসনাল অফিসার, সৈয়দ ওবেদুল্লা খাঁ বাহাদুর এই নব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টীর জন্য মাসিক ৫৲ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করেন। ঐ সরকারী সাহায্য এবং গ্রাম হইতে যে চাঁদা উঠিত তাহাতেই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার কোন প্রকার চলিত। সর্ব্ব প্রথমে স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাশ মহাশয়ের বৈঠকখানায় বিদ্যালয়টী স্থাপিত ছিল। পরে উহা শ্রীযুত সারদাকান্ত দাশ মহাশয়ের বাটীর মণ্ডপে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন বিদ্যালয়ের মেয়েদের কেবল মাত্র নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষাই দেওয়া হইত। এই সময়ে কলিকাতাস্থ "যশোহর-খুলনা সম্মিলনী সভা" এই শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক বিতরণ করিয়া তাহাদের খুব উৎসাহ দিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সম্মিলনীর অস্তিত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। প্রথম হইতেই বিদ্যালয়টীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন ও শ্রীযুত সারদাকান্ত দাশ। তাহাদের যত্নে এবং চেষ্টায় বিদ্যালয়টী দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে থাকে।

স্বর্গীয়া পুত্রবধূ প্রতিভাময়ী দেবীর নামে বিদ্যালয়টী উৎসর্গ করেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। অদ্যাবধি তিনি তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই সময়ে এই বিদ্যালয়টী খুলনা জিলা বোর্ড এবং সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হয়। বিদ্যালয়ের এই উন্নতির জন্য তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রকুমার সেন বি, এল, ও প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত শ্রীনাথ রায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এই সময়ে একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হয়।

কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই, বোধ হয় উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে বিদ্যালয়টীর অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। গত ১৯২৭ সালে স্থানীয় কৃষ্ণচন্দ্র ইনষ্টিটিউটের কয়েকটী শিক্ষিত যুবক স্বেচ্ছায় এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ বৎসর পূজার অব্যবহিত পরে গ্রামের স্ত্রী শিক্ষানুরাগী ভদ্র মহোদয়গণের এক সভায় গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের উপর বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার দেওয়া স্থির হয়। তদনুসারে ঐ যুবকগণ ১৯২৮ সালে এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার লয়েন। যুবকগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়টী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং সমস্ত জিলার মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ স্কুল বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই বিষয়ে নূতন কমিটী খুলনার সুযোগ্য ডিঃ ইন্‌স্‌পেক্টর ডাঃ জে, জি, সেন এম, এ, পি, এইচ, ডি,র সাহায্য পাইয়াছেন যথেষ্ট। সম্প্রতি হরিচরণ বাবুর যোগ্য পুত্র মিঃ এস, কে, সেন বার-এ্যাট-ল এই বিদ্যালয়ের জন্য একখানি পাকা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের নূতন কমিটির চেষ্টায় ইহা এখন মাসিক ৩০৲ টাকা জিলা বোর্ড সাহায্য এবং ৯০৲ টাকা সরকারী সাহায্য পাইতেছে। এই

শচীন্দ্রনাথ দাশের অক্লান্ত চেষ্টা ও আন্তরিক যত্ন প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার যেরূপ আবশ্যক হইয়াছে তাহাতে সেনহাটীর যুবকগণের ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

**নারী-শিল্প বিদ্যামন্দির—**

গ্রামের কুমারী, বিধবা এবং গৃহস্থ বধূদের নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা দিয়া তাহাদের স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে গত ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে বিশেষ করিয়া সেনহাটী মহিলা সমিতির উদ্যোগে এবং চেষ্টায় এই শিল্প মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়টী যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। বিদ্যালয় স্থাপনের কয়েক দিন পরেই খুলনার জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল, বাহাদুর এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুলস্ ডাঃ জে, জি, সেন এম, এ, পি, এইচ, ডি, এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন এবং ইহার কার্য্যাবলী দেখিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া এককালীন ৬০৲ টাকা দান এবং পরে মাসিক ৩০৲ টাকা জিলা বোর্ড সাহায্য মঞ্জুর করেন। বাঙ্গলার শিল্প বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ এ, এন, সেন এম, এ, ইহার কিছু দিন পরে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং তাহার রিপোর্ট অনুসারে সরকারী শিল্প বিভাগ এই বিদ্যালয়টীকে recognise করে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে দুইখানি বড় ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত একজন শিক্ষয়িত্রী বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের কাজ চালাইতেছেন। শুনিয়াছি গ্রামের দুইটী মেয়েকে শিল্প শিক্ষার জন্য স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ খুলনা সরকারী তাঁতের স্কুল ও কলিকাতা সরোজনলিনী নারীশিল্প বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার তাঁতে কাপড়, গামছা, তোয়ালে, সতরঞ্চ এবং কার্পেটের আসন বুনান, জামা ছাটা,

কাটা ও সেলাই, চরকায় সূতা কাটা এবং নানা প্রকার চিকনের কাজ ও সূচি শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য গ্রামের কয়েকটী ভদ্রলোক ও মহিলাদের লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি আশা করি।

## প্রাইমারী বালক স্কুল—

বর্ত্তমানে নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা গ্রামের বিভিন্ন কেন্দ্রে কয়েকটী চলিতেছে বটে কিন্তু তাহা আশানুরূপ সুপরিচালিত নহে; ঐ শ্রেণীর একটী ভাল পাঠশালার বিশেষ অভাব। সেনহাটীর উত্তর প্রান্তে মুচিপাড়ায় অনুন্নত শ্রেণীর বালকদের জন্য একটী পাঠশালা কৃষ্ণচন্দ্র ইনষ্টিটিউটের সভ্যরা চালাইতেছেন। বিদ্যালয়টীর অবস্থা মন্দ নহে।

## ( মধ্য যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ )

সেকালের ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কথা সংক্ষেপে বলা হইল এবং তদুপলক্ষে সেনহাটীর উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইল। অতঃপর উচ্চ বাঙ্গলা ও ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যযুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভান্তর বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সেনহাটী মায়ের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই পর্য্যায় শেষ করিব। এই প্রসঙ্গে সেনহাটীর উচ্চতম গৌরব খ্যাতনামা কবি কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখই সর্ব্ব প্রথমে সমীচিত।

## কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—

বাল্যকালে পাঁঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া, কৃষ্ণচন্দ্র গ্রামের পারসী মোক্তাবে উক্ত ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপর ঢাকা নগরীই তাহার শিক্ষাক্ষেত্র হয়। তথায় তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করেন। কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র

লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬০ সালে ঢাকায় যখন প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়, তখন উহার পরিচালকগণ ঢাকা হইতে একটী সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিবার বন্দোবস্ত করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন। ঢাকা প্রকাশের তিনিই জন্মদাতা। ঢাকা প্রকাশ তখন বাঙ্গলার একটী প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক ছিল। মজুমদার মহাশয় উহার সম্পাদক হইয়া খুব কৃতিত্বের সহিতই উহার সম্পাদন করিতে থাকেন। কথিত আছে, নীলকরদিগের অত্যাচার কাহিনী লেখক স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত "নীল দর্পণ" গ্রন্থের উপাদান প্রধানতঃ ঢাকা প্রকাশ হইতেই সংগ্রহ করেন। তখনকার এই সকল অত্যাচার কাহিনী সাধারণের এবং গভর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিবার সৎসাহস অনেক লেখকেরই ছিল না, কারণ নীলকরদিগকে সকলেই ভয় করিত। মজুমদার মহাশয় ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ ঢাকা-প্রকাশে প্রকাশ করিয়া সেই যুগের একজন নির্ভীক লেখক ও দেশহিতৈষীর পরিচয় প্রদান করেন। তৎকালে "কবিতা-কুসুমাবলী" নামে একখানি মাসিক ঢাকা হইতে বাহির হইত। তাহার সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র মিত্র। কবি ও লেখক হিসাবে মজুমদার মহাশয়, মিত্র মহাশয়ের সহকর্ম্মী বন্ধু ছিলেন। কবিতাকুসুমাবলীতে মজুমদার মহাশয় ও মিত্র মহাশয়ের কবিতা সমভাবেই বাহির হইত। মজুমদার মহাশয়ের লিখিত কবিতাগুলিই শেষে "সদ্ভাবশতক" নামক বিখ্যাত পদ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। ইহার পরেই মস্তিষ্কের পীড়ায় অভিভূত থাকায় আর কোন প্রসিদ্ধ কবিতা বা প্রবন্ধ তাঁহার নিকট হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই অবস্থায়ও তিনি "রাসোর জীবন চরিতে" আপন জীবন কথার আভাষ প্রদান করেন এবং "কৈবল্যতত্ত্ব" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি নিতান্ত

দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় সাধারণের নিকট আদৃত হয় নাই।

জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি অধ্যাপনা কার্য্যেই অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রথমে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন, তখন মস্তিষ্কের পীড়া ছিল না। পরে তিনি খুলনা, নওয়াপাড়া ও দৌলতপুর স্কুলে হেড পণ্ডিতের কার্য্য করেন। শেষে স্বর্গীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া, যশোহর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে হেড পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ঢাকায় কার্য্যকালীন রামশঙ্কর বাবুর নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। যশোহর গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতেই তিনি পেনসান প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবন স্বগ্রাম সেনহাটীতে অতিবাহিত করেন। ঢাকায় পীড়াগ্রস্ত থাকায়, অভাবে পড়িয়া তিনি তাহার বিখ্যাত পদ্য গ্রন্থ "সদ্ভাবশতকের" স্বত্ব স্বর্গীয় নন্দকুমার গুহের নিকট অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়েন। গত ১৩১৩ সালে পৌষ মাসে এই দেশ বিখ্যাত কবি তাহার জন্মভূমি সেনহাটীতে দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার গ্রামবাসী মহিলাগণ তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থে নদীতীরে তাঁহারই জমীতে একটী স্মৃতিস্তম্ভ এবং তাহার গুণমুগ্ধ গ্রামের যুবকগণ "কৃষ্ণচন্দ্র ইনষ্টিটিউট" নামে একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

## স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাশ—

স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাশের পূর্ব্বে এ গ্রাম হইতে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ১৮৬৫ সালে তিনি বি, এ, উপাধি লাভ করেন এবং কথিত আছে ভৈরবনদের তীরে যশোহর-খুলনার যে সকল বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে তাহার মধ্যে ইনিই সর্ব্ব প্রথম গ্রাজুয়েট। ইহা সেনহাটীর একটী কম গৌরবের কথা নহে। শিক্ষা সমাপ্তির পরে ১৮৬৭ সালের অক্টোবর মাসে তিনি লাইসেন্স ট্যাক্সের আসেসরের

গ্রাজুয়েটদিগের সংখ্যা এতদ্দেশে মুষ্টিমেয় ছিল এবং তাহাদের মানসম্ভ্রম স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট যথেষ্ট ছিল। তাই তৎকালীন সুদক্ষ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মন্‌রো সাহেবের দৃষ্টি সর্ব্বানন্দ বাবুর উপর পতিত হয়, এবং তিনি ডাকিয়া লইয়া তাঁহাকে উক্ত এসেসরের পদে নিযুক্ত করেন। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই গ্রামের তৎকালীন প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে সর্ব্বানন্দ বাবুর পরামর্শ এবং সহায়তায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে সেনহাটী গ্রামে চোরের দৌরাত্ম্য বড় বেশী ছিল, সর্ব্বানন্দ বাবুর চেষ্টায় তৎকালীন গ্রামের সর্ব্বজনবিদিত বদ্‌মাইস্‌দিগের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া এক বৎসর কারাগারে আবদ্ধ করতঃ ঐ সকল বদ্‌মাইসের শাসন করেন। তদবধি গ্রামের সিঁদ চুরি অনেক কমিয়া যায়। এই সকল সিঁদ চোরের নাম প্রকাশ করিতে সকলেই ভয় করিতেন এবং নীরবে এই দুরন্ত অত্যাচার সহ্য করিতেন। সর্ব্বানন্দ বাবু এ সম্বন্ধে নির্ভয়ে কার্য্য করিয়া সৎসাহস এবং প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইহার পর ১৮৭১ সালে সর্ব্বানন্দ বাবু বি, এল, পাশ করিয়া কিছু দিন যশোহরে ওকালতী করেন এবং হাই কোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হয়েন। ১৮৭৬ সালে জুন মাসে তিনি মুন্‌সেফের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বাগেরহাট, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া তিনি প্রথম শ্রেণীর মুন্‌সেফে উন্নীত হয়েন এবং ইহার কিছু পরেই ১৮৮৯ সালে ৪৭ বৎসর বয়সের সময় নিতান্ত অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। সর্ব্বাদন্দ বাবুর পক্ষে ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে যৌবনে পাঠ্যাবস্থায় তিনি শিক্ষা প্রসারের এবং পরে গ্রামের বিভিন্ন সংস্কার কার্য্যের প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু গ্রামবাসীর ক্ষোভের কারণই হইয়াছিল।

## স্বর্গীয় গুরুদাস সেন—

স্বর্গীয় গুরুদাস সেন মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া বহুকাল যশোহর ও খুলনায় ওকালতী করিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

## বাবু দুর্গাচরণ সেন মুন্সী—

বাবু দুর্গাচরণ সেন মহোদয় এখনও জীবিত। ছাত্রজীবনে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া, সেনহাটীর গৌরবস্থানীয় হইয়াছেন। সেনহাটী সার্কেল স্কুল হইতে মধ্য বাঙ্গলা ছাত্র-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে প্রবেশ করেন এবং ১৮৬৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার এই Competition সেনহাটীর প্রথম গৌরব। বি, এল, পাশ করিয়া কিছু দিন ওকালতীর পর দুর্গাচরণ বাবু মুন্সেফের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং পরিশেষে সবজজের পদে উন্নীত হইয়া কার্য্য করণান্তর অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কিছু দিন ডিষ্ট্রিক্ট জজের কার্য্যও করিয়াছিলেন। অবসর লইয়া গ্রামে বাস করা এবং তাহার কল্যাণকর কার্য্যে সাহায্য ও সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার খুব ছিল। তিনি বহু দিন স্থানীয় হাই স্কুল এবং ডিস্পেনসারী কমিটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। নদীর ঘাটে তাঁহার স্বর্গীয় মাতা আনন্দময়ী দেবীর স্মৃতি রক্ষাকল্পে একটী বিস্তৃত পাকা চাতালযুক্ত সিঁড়ি করিয়া দিয়া তিনি নদীর ঘাটের অসুবিধা দূর করিয়াছেন। গ্রামের অনেকেই বিশেষতঃ যুবকেরা গ্রীষ্মের আতিশয্যে এই স্থানে বসিয়া সান্ধ্যবায়ু সেবনে যথেষ্ট আরাম বোধ করিয়া থাকেন, ফলতঃ ইহাতে পার্শ্ববর্ত্তী বাজারটীর বিশেষ উন্নতিই হইয়াছে। এইক্ষণ বার্দ্ধক্যের অবসন্নতায় দুর্গাচরণ বাবু [illegible]

## স্বর্গীয় মোক্ষদাচরণ সেন বক্‌সি—

ছাত্রজীবনে স্বর্গীয় ডাক্তার মোক্ষদাচরণ সেন বক্‌সি এল, এম, এস, এই গ্রামের একজন প্রতিভাসম্পন্ন যুবক ছিলেন। তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা কৃতিত্বের সহিত শেষ করতঃ চাঁদনী হাসপাতালের সরকারী ডাক্তারের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং কয়েক বৎসর পরে চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটীতে বদলি হয়েন। ঐ স্থানেই গ্রামের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার মৃত্যু হয়। মোক্ষদা বাবু ছাত্রজীবনে কিরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তৎকালীন স্থানীয় বিদ্যালয়ে কিরূপ যত্ন ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

## স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন বক্‌সি—

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন বক্‌সি বি, এল, মহাশয় বয়সে ছোট হইলেও মোক্ষদা বাবুর হেয়ার স্কুলের সহপাঠী ছিলেন এবং একই বৎসর ঐ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বি, এল, পাশ করিয়া কর্ম্মজীবনে তিনি বিশেষ কৃতিত্বই দেখাইয়া গিয়াছেন। গ্রামে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দ্বিতীয় চেষ্টা তিনিই করেন। তৎকালে গ্রামে যে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় চলিতেছিল ইহাকেই উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। শেষে কিছু দিন তিনি ঐ মধ্য ইংরাজী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ খুব কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করেন। অনেক গ্রাম্য যুবক তাহার সময় এই স্কুল হইতে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। খ্যাতনামা ডাক্তার হরিচরণ সেন এল, এম, এস, তাহার অন্যতম। ইহার পর অম্বিকা বাবু যশোহর ওকালতি করিয়া

খুলনা বারে যোগদান করেন। অচিরেই তিনি খুলনার সর্ব্ব প্রধান উকীল হইয়া কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি খুলনায় থাকিবার সময় এই গ্রামের অনেক উন্নতি তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই সময়ের নব প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান সেনহাটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদকরূপে তিনি স্কুলের কল্যাণকর অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

## স্বর্গীয় প্রিয়নাথ রায়—

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ রায় বি, এ, স্কুল সমূহের সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়ের ছাত্র জীবন উজ্জ্বল। তিনি মধ্য ইংরাজী বৃত্তিলাভ করিয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলে ও পরে যশোহর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত স্কুল হইতেই ১৮৭০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে F. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। এখানকার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি রসায়ন শাস্ত্রে ( Chemistry ) সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া যশস্বী হয়েন। এই সময়ে শিক্ষিত যুবকগণের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বনের একটা সাড়া পড়িয়া যায় এবং সেই হেতুই তাহার সহপাঠী বন্ধুবর বরিশালের খ্যাতনামা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের সহিত তিনি স্বেচ্ছায় কলেজ পরিত্যাগ করেন। অশ্বিনী বাবু তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইহার পর প্রিয়নাথ বাবু খুলনা গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। খুলনা ভিন্ন জিলা হইলে যখন ঐ স্কুল গভর্ণমেণ্ট স্কুলে পরিণত হয় তখন তিনি ঐ পদেই স্থিত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার বাল্যবন্ধু বাবু সারদাকান্ত দাশ দৌলতপুর হাই স্কুলে

স্কুলের শিক্ষকরূপে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং তিনি তাহার বন্ধুবরকে বি, এ, পরীক্ষা দিতে উৎসাহিত করেন। প্রিয়নাথ বাবুও তাহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ১৮৮৮ সালে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হয়েন। ইহার পর অনেক গভর্ণমেণ্ট স্কুলে হেড মাষ্টারের কার্য্য করিয়া তিনি ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের পদ গ্রহণ করেন এবং উহা হইতেই সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টরে পদে উন্নীত হয়েন। এই পদে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া তিনি পেনসান গ্রহণ করেন ও কয়েক বৎসর পরেই পরলোক গমন করেন। যৌবনে খুলনায় কার্য্যকালীন প্রিয়নাথ বাবু স্বগ্রাম সেবা যথেষ্ট করিয়াছেন। সেনহাটীর 'প্রথম জনসাধারণ সভার তিনি বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। গ্রামে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রসারেরও তিনি অগ্রদূত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি সরকারী অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য কিছু দিন করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় হাই স্কুলের সম্পাদকরূপেও কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সেনহাটী ইউনিয়ন কমিটির সদস্য এবং পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্ট-রূপেও তিনি নিজ গ্রামের কার্য্য করিয়াছেন। সকল কার্য্যেই তাহার আন্তরিকতা দেখা গিয়াছে।

## স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেন—

স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেন এম, এ, ১৮৭১ সালে হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় Compete করতঃ প্রথম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন এবং পরবর্ত্তী F A. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া নিজের অসাধারণ প্রতিভার ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং তৎকালীন বিদ্যার্থীগণের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া নিজের ও স্বগ্রাম সেনহাটীর সুযশ ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। ত্রিগুণা বাবু অধ্যাপনা কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে বহু খ্যাতনামা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। সেনহাটী হাই স্কুলেও তিনি কিছু দিন স্কুল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতাই তাহার কাল হইল এবং তাহাতেই তাহাকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইল। ত্রিগুণা বাবু উচ্চ শিক্ষিত দেশ-প্রেমিক ছিলেন। এই গ্রামের তিনিই প্রথম এম, এ। গ্রামে ইউনিয়ন কমিটি স্থাপনের তিনিই অগ্রদূত ও উদ্যোক্তা ছিলেন যদিও তাহার উদ্যোগের ফল তাহার জীবনান্তে পাওয়া গিয়াছিল।

বহু পূর্ব্বে গ্রামে "দেশহিতৈষিণী" নামধেয় একটী সভা ছিল। গ্রামের সামাজিক, নৈতিক এবং শিক্ষার উন্নতিই এই সভার উদ্দেশ্যে ছিল। এই সভার প্রধান কর্ম্মী ছিলেন স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাশ, স্বর্গীয় আনন্দকিশোর সেন, স্বর্গীয় শ্যামলাল সেন মুন্‌সি প্রভৃতি। রাজনৈতিক আন্দোলন ইহার বিষয়ীভূত ছিল না এবং তখন উহার প্রচলন এরূপ গ্রামে কেন বড় বড় সহরেও বড় একটা ছিল না। কিছু দিন পরেই এই সভার অস্তিত্ব লোপ পায়। ইহার অনেক পরে ত্রিগুণা বাবুই প্রথমে এই গ্রামে জনসাধারণ নামধেয় একটী সামাজিক ও রাজনৈতিক সভার প্রবর্ত্তন করেন। তৎকালীন কলিকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত দেশবিখ্যাত স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু ও স্বর্গীয় দেশপ্রেমিক বিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের কার্য্য বিশেষ ভাবেই হইতেছিল। রাজনৈতিক আলোচনাই ইহার প্রধান বিষয় ছিল। ত্রিগুণা বাবু তাহার গ্রামের জনসাধারণ সভাটী ঐ সভার শাখারূপে পরিণত করেন। ত্রিগুণা বাবু কলিকাতাস্থ উক্ত মহাত্মাগণের বিশেষ পরিচিত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন, এই জন্য এই গ্রামেও উহাদের

ত্রিগুণা বাবু এবং গ্রামের কর্ম্মীগণের মধ্যে স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গানাথ সেন সম্পাদক এবং ৺ প্রিয়নাথ রায়, ৺ উমেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত সারদাকান্ত দাশ বিশিষ্ট কর্ম্মী ও সভ্য ছিলেন। কিছু দিন পরে কবিরাজ গৌরকিশোর সেন এই সভার সভাপতি হয়েন। ত্রিগুণা বাবুর দেশহিতৈষিতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেকালে এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার মধ্যে ত্রিগুণা বাবু যুক্ত না ছিলেন।

পাঠ্যাবস্থায় ত্রিগুণা বাবু যেমন অধ্যাবসায়ী পাঠনিবিষ্ট ছিলেন তেমনি শরীর চর্চ্চায়ও বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেন, ফলে তিনি প্রভূত বলশালী হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, একবার কলিকাতায় কোন পর্ব্ব দিনে তিনি কতিপয় মাতাল শ্বেতাঙ্গ দ্বারা রাস্তার উপর আক্রান্ত হইলে, একাই উহাদিগকে অনায়াসে হঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

## ডাক্তার হরিচরণ সেন—

ছাত্র জীবনে হরিচরণ বাবু যেরূপ অধ্যাবসায়ী ও উদ্যমশীল ছিলেন তাহা অল্প ছাত্রের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। ১৮৭২ সালে ঢাকা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, হরিচরণ বাবু মেডিক্যাল কলেজে তখনকার নিয়মানুসারে পাঁচ বৎসর পূর্ণ উদ্যমে অধ্যয়ন করেন এবং কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এল, এম, এস, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। সরকারী কার্য্যে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা স্থানে কার্য্য করিলেও, নিজ গ্রামের কিসে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় সে কথা তিনি কোন দিনও বিস্মৃত হয়েন নাই। কলিকাতায় কার্য্যের সময় তিনি যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভার বিশিষ্ট কর্ম্মী হইয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন

তাঁহার স্বগ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য হিতকর অনুষ্ঠানের মুষ্টিমেয় প্রতীকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন এবং ইহার প্রত্যেক কার্য্যে তাহার অর্থদান প্রথম স্থানীয় ছিল এবং আছে এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। এই বার্দ্ধক্যে বিষয় কার্য্যের অবসরেও তিনি ঐ সম্বন্ধে একটুও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। বহু পূর্ব্বে গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেনহাটী বালিকা স্কুলটী তাঁহারই যত্নে প্রতিপালিত হইয়া এক্ষণে উন্নতির পথে এত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। তিনি ইহার জন্য অকাতরে অর্থ দান করিতেছেন। এবং সম্প্রতি ইহার পাকা বাড়ী অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ করিয়া দিয়া স্কুলটীর স্থায়ীত্বের পথ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পয়োঃপ্রণালী সংস্কারে এবং পানীয় জল সররবাহের জন্য নলকূপ খননে তিনি বিস্তর অর্থ দান করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা কত দূর প্রশংসনীয় তাহা গ্রামবাসিগণই বিচার করিবেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও গ্রামে বাস না করিলেও ইহার হিত চিন্তা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরূক আছে। গ্রামে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলেও তিনি উহার জন্য অনেক যত্ন ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি এই স্কুলের প্রথম অবস্থায় অনেক অর্থ সাহায্য করেন এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী স্বরূপে অনেক সুব্যবস্থা করেন। স্কুলের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে।

## স্বর্গীয় ডাক্তার উমেশচন্দ্র রায়—

বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রতিভায় উমেশচন্দ্রের স্থান তখনকার যুবকগণের কাহারও নীচে ছিল না, তবে প্রতিকূল অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাপ তাহাতে ছিল না। সেনহাটী সার্কেল স্কুল হইতে ১৮৬৬ সালে

অন্যতম ছিলেন। পরে তিনি ১৮৭২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন এবং ডাক্তার হরিচরণ সেনেরই সহপাঠী হয়েন। এই সময়ে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্যে তাঁহার উপযুক্ত প্রতিভার বিশেষ পরিচয়ের কথা আমরা জানি কারণ এই লেখক তখন কলিকাতায় শিক্ষাকার্য্যে একই স্থানে তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। প্রতিকূল অবস্থা যখন উপস্থিত হয় তখন তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান সকল সময় সম্ভব হয় না। উমেশ বাবু এই সময়ে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়েন। অনেক চেষ্টায় জীবন রক্ষা হইলেও নানা কারণে তিনি কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়াও নিজ প্রতিভাবলে চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে বিশেষ যত্নসহকারে তাহার অনুশীলন করেন এবং তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। প্রথমে তিনি খুলনায় ডিস্‌পেন্‌সারী খুলিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎকালে খুলনাবাসী অনেকেই তাহাকে কৃতবিদ্য চিকিৎসক বলিয়া জানিতেন। স্বগ্রামপ্রিয়তা, পরে তাহাকে গ্রামের মধ্যেই চিকিৎসা অবলম্বনে বাধ্য করে। কিন্তু অর্থ ভিন্ন কোন কার্য্যেই সাফল্য লাভ করা যায় না। গ্রামের আয়ে উপযুক্ত ডিস্‌পেন্‌সারী দিতে না পারায় তাঁহাকে নাটোর রাজ বাড়ীতে কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। জমিদারী কার্য্যেও তাহার বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রখরতা দেখিয়া স্বর্গত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় তাহাকে জমিদারীর এক জন কাউনসিলাররূপে গ্রহণ করেন। এই সময়ে উক্ত রাজার বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী মোকদ্দামায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ হইতে হয়, হাই কোর্টে আপিলের সময় উহার সম্পূর্ণ তদ্বিরের ভার উমেশচন্দ্রের উপরেই ন্যস্ত হয় এবং তাহার পরিচালনায় রাজা বাহাদুর নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই নাটোরের

কার্য্যে তাঁহাকে অনেক সময় ব্যস্ত থাকিতে হইত কিন্তু তাই বলিয়া দেশের কোন কাজ করিতেই কোন দিন তাহাকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখি নাই। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। চিকিৎসাকার্য্যেও তিনি তখনকার গ্রাম্য চিকিৎসকগণের প্রধান উপদেষ্টা ও পরিচালক ছিলেন। কলিকাতায় প্রবাসকালে উমেশ বাবু তৎকালস্থ খুলনা-যশোহর সম্মিলনীর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। সেনহাটী জনসাধারণ সভায় তিনিই ছিলেন শেষ কাণ্ডারী।

## স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন বক্সী—

প্রমদা বাবু অম্বিকা বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। তাঁহার ছাত্রজীবনে তিনি হেয়ার স্কুলে একজন প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। উচ্চ বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছু দিন কলেজে অধ্যয়নান্তর কলেজ পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষার্থে বিলাত গমনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। প্রতিকূল অবস্থায় তাহা সংঘটিত হয় নাই। ইহার পর তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তৎকালে বালকদিগের পাঠপোযোগী কোন মাসিক বা সপ্তাহিক পত্র না থাকায় তিনি "সখা" নামক একখানি মাসিকের সম্পাদন করিয়া উক্ত অভাব মোচন করেন এবং ইহা ভালরূপে চালাইয়া সুধী সমাজে আদৃত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার বক্তৃতা শক্তি পরিস্ফুট হয় এবং তিনি একজন সুবক্তারূপে সর্ব্ব স্থানে পরিচিত হন। প্রমদাচরণ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হেয়ার স্কুলের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং তাহা হইতেই তাঁহার চরিত্রে সেই মহা-মণিষীর উচ্চ ভাবের ছায়াপাত করে।

## স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন বক্সী—

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন বক্সী এম, এ, বি, এল, সেনহাটীর অন্যতম

সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। যখন বাল্যকালে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন তখন আমরা জানি, একবার কালিয়া নিবাসী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সেন এম, এ, বি, এল, মহাশয় (যিনি তৎকালীন বিশ্ব বিদ্যালয়ের অল্প সংখ্যক কৃতবিদ্য উচ্চতম উপাধিধারীর অন্যতম ছিলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় বরিশাল জিলা স্কুল হইতে Compete করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করিয়া বরিশালে Black Bird বলিয়া অভিহিত হইতেন) এখানকার পাঠশালা পরিদর্শনান্তর বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন— "এই বালক যেরূপ প্রতিভা সম্পন্ন, তাহাতে বাঁচিয়া থাকিলে, কালে দেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" বলা বাহুল্য এই মনিষীর ভবিষ্যতবাণী সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র কিছুদিন হরিনাভি হাইস্কুলে হেড্-মাষ্টারের পদে কার্য্য করেন এবং সেই সময়েই কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি মহাশয় ঐ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় compete করিয়া উচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্ম্ম জীবনের বিশিষ্ট স্বার্থকতার পরিচায়ক। অতঃপর তিনি বি, এল পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, প্রথমতঃ আলিপুর বারে ও পরে হাইকোর্টে ব্যবহারজীবি হইয়া মফঃস্বলে এবং কলিকাতা মহা নগরীতে একজন উচ্চশ্রেণীর বক্তা ও আইন ব্যবসায়ীর সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেশপ্রেমিকতা ও স্বগ্রামপ্রিয়তা তাহার মধ্যে যথেষ্ট ছিল এবং তাহা তাহার কার্য্যে ও ব্যবহারে অনেক সময় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কিছুদিন সেনহাটী হাইস্কুলের সম্পাদক থাকিয়া অনেক কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

**স্বর্গীয় রায় বিপিনবিহারী সেন বক্সী বাহাদুর—**

সেনহাটীবাসিগণ গ্রামের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঋণী। তাঁহার অক্লান্ত উদ্যম ও উৎসাহে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষায়তন, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, এবং সংস্কৃত পানীয় জল প্রভৃতির সমাবেশ হইয়া গ্রামের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। বিপীন বাবুর কৃত গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভরূপে সেনহাটী গ্রামে দাঁড়াইয়া তাহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাল্যে শিক্ষায় এবং যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বি, এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া তিনি স্বগ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দায়ীত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করতঃ তৎকালীন অভাব অভিযোগের দূরীকরণ কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকেন এবং সকল দিকেই তাহার এই প্রচেষ্টা অভাবনীয়রূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই স্কুলের হেড মাষ্টার স্বরূপ তিনি প্রথম বর্ষেই শ্রীমান কুমুদবন্ধু দাশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ করিয়া নিজের অধ্যাপনার কৃতিত্ব এবং স্কুলের সুযশ নিম্ন বঙ্গে বিস্তার করেন। অবশ্য এই সাফল্যে কুমুদবন্ধুর অসামান্য প্রতিভা তাঁহার সহায়ক হইয়াছিল। স্কুলটী স্থায়ীরূপে দাঁড় করাইয়া বি, এল, পরীক্ষায় নিজে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতঃ তিনি খুলনা বারে যোগদান করেন এবং আইন ব্যবসায়েও অল্প দিনের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এই সময়েও তিনি সেনহাটী হাই স্কুলের সহকারী ও পরে সম্পাদকরূপে বিদ্যালয়ের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। আজীবনই তিনি এই বিদ্যালয়ের মঙ্গল চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। খুলনা লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও গভর্ণমেণ্ট প্লীডার স্বরূপেও তিনি

## বাবু অন্নদাচরণ সেন—

বাবু অন্নদাচরণ সেন বি, এ, অবসর প্রাপ্ত রেভিনিউ বোর্ডের রেজিষ্ট্রার। অন্নদা বাবু এই সরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে নিম্নপদ হইতে নিজ প্রতিভাবলে উপরোক্ত উচ্চ পদে উন্নীত হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন ও সেনহাটীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

## রায় কুমুদবন্ধু দাশ বাহাদুর—

রায় কুমুদবন্ধু দাশ বি, এ, এম, আর, এ, এস, বাহাদুর অবসর-প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। কুমুদ বাবুর শিক্ষাকালীন মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় ডিভিসানে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করা ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষার সময়েও ঐরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এফ, এ, পরীক্ষায়ও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং গণিতে ডফ্ স্কলারসিপ ও ইতিহাসে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। বি, এ, পরীক্ষার সময় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যদিও তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই তথাপি ইংরাজী এবং গণিত এই দুই বিষয়ে (Double Honours) অনার সহ পাশ করিয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজের একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তার পর সরকারী প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার হয়েন। উক্ত পদে বহু দিন সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিবার পর কলিকাতার Additional Presidency Magistrate এবং কিছু দিন করোণার (Coroner) ও অস্থায়ী Chief Presidency Magistrate রূপে কার্য্য করেন এবং পরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন।

সচরাচর দেখা যায় না। কুমুদ বাবু বর্ত্তমানে স্বগ্রামের শিক্ষা কার্য্যের দায়ীত্বপূর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে উহার উন্নতির চেষ্টাপরায়ণ হইয়াছেন। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আগামী বৎসর হইতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথমস্থানীয়কে এক বৎসরের জন্য মাসিক ৫৲ টাকার একটী বৃত্তি এবং বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্য ইংরাজীতে উত্তীর্ণ প্রথম বালিকাকে একটী রৌপ্যপদক দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। গ্রামের স্বাস্থ্য এবং সামাজিক রীতি নীতির দিকেও তাহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয় এবং তাহার স্বদেশপ্রীতির পরিচায়ক।

## অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশ—

অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশ এম, এ, বাল্যকাল হইতেই একজন প্রতিভাবান ছাত্র। তিনি প্রবেশিকা হইতে এম, এ, পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষায় কোন দিন অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। পরন্তু উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। কর্ম্মজীবনে প্রথমে তিনি মাদারীপুর হাই স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে বিশেষ খ্যাতি ও সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য শিক্ষা বিভাগ তাহাকে অভিযুক্ত করিলে, তিনি সৎ সাহস ও স্বাধীনচেতার পরিচয় প্রদান করিয়া মাদারীপুর স্কুল পরিত্যাগ করেন। কালীপ্রসন্ন বাবু বর্ত্তমানে যাদবপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। তাহার প্রণীত বালকগণের পাঠোপযোগী "চণ্ডী" এবং পৌরাণিক গল্পগুলি সুললিত ও উপদেশপূর্ণ। তাহার প্রণীত বহু উচ্চ ভাবাপন্ন উপন্যাস সকল সুধী সমাজে সমাদৃত; বিশেষতঃ তাহার গবেষণাপূর্ণ "হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ

এবং সাহিত্য ক্ষেত্রের অমূল্য সম্পদ। কালীপ্রসন্ন বাবু এক্ষণে একজন প্রবীন সাহিত্যিক রূপে বাঙ্গলায় সুপরিচিত হইয়াছেন এবং তাহার স্বগ্রাম সেনহাটীর বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি একজন সুবক্তা, মিষ্টভাষী, বহু সভা সমিতিতে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত ও গবেষণা পূর্ণ অভিভাষণ দানে শ্রোতৃগণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। চরিত্র তাহার নির্ম্মল এবং মনুষ্যত্ব তাহার ভিতর যথেষ্ট। তিনি অনেক দুস্থ ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য দান করিয়া থাকেন। সেনহাটী স্কুলের একটি দুস্থ ও কৃতকার্য্য ছাত্রকে তিনি বরাবর একটি বৃত্তি দিয়া আসিতেছেন।

## বাবু বিজয় কুমার সেন—

বাবু বিজয় কুমার সেন এম, এ, বি, এল (ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান) সেনহাটী হাই স্কুল হইতেই দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভ করতঃ বহুদিন সেনহাটী হাই স্কুলের প্রথম দ্বিতীয় ও পরে প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত ও কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া তিনি খুলনা বারে যোগদান করেন। কয়েক বৎসর পরেই তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। বর্ত্তমানে তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রীর পদে কার্য্য করিতেছেন।

## স্বর্গীয় যশোদানন্দ সেন—

স্বর্গীয় যশোদানন্দ সেন এম, এ, স্বর্গীয় উকীল গুরুদাস সেন মহাশয়ের পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়া তিনি কিছু দিন মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। পরে রেঙ্গুন গবর্ণমেণ্ট হিসাব বিভাগে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছু দিন কার্য্য

অবশেষে কলিকাতা কর্পোরেসানের সহকারী সেক্রেটারী হইয়া কার্য্যে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কর্পোরেসানে কার্য্য করিবার সময়েই তাহার অকাল মৃত্যু হয়।

## রায় সাহেব ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র সেন—

ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র সেন এল, এম, এস, সেনহাটী স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় F. A. পড়েন এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। তথা হইতে এল, এম, এস, উপাধি লাভ করিয়া যুক্ত প্রদেশের সাজাহানপুর জিলার সহকারী হেল্‌থ্‌ অফিসারের পদ গ্রহণ করেন এবং পরে হেল্‌থ্‌ অফিসারের পদে উন্নীত হয়েন। কিছু দিন ঐ পদে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া তিনি সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করতঃ স্বাধীন চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যুক্ত প্রদেশের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অনেক দিন স্থানীয় মিউনিসিপালিটির সভাপতি থাকিয়া জেলার অনেক কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছেন এবং তাহারই পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীশ বাবুর স্বদেশপ্রিয়তার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ছাত্র অবস্থা হইতেই দেশের ভাল করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। তাহার সময়কার দেশের প্রত্যেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সহিতই তিনি ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কার্য্যানুরোধে তাহাকে বহু দূর বিদেশে থাকিতে হইতেছে কিন্তু তাহার স্বগ্রাম সেনহাটীতে এমন কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠান নাই যাহাতে তাহার অর্থ সাহায্য না হইতেছে।

## স্বর্গীয় হরষিত ঘোষ—

একজন ছিলেন। বি, এ, পাশ করিয়া তিনি কিছু দিন কলিকাতায় এবং পরে কিছু দিন সেনহাটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে বি, এল, পাশ করিয়া তিনি খুলনায় ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং ঐ ব্যবসায়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ অর্জ্জন করেন। তিনি কিছু দিন সেনহাটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

## স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সেন বক্সী—

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সেন বক্সী বি, এল, বগুড়ার একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা এবং ধার্ম্মিক। দরিদ্র নারায়ণের সেবাই তাহার চরিত্রের বিশিষ্টতা। আজীবন তিনি এই সাধনাই করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে তিনি উপযুক্ত পিতা স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র সেন বক্সী মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন।

## বাবু সতীশচন্দ্র রায়—

বাবু সতীশচন্দ্র রায় বি, এল, দিনাজপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। তিনি সেনহাটী হাই স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তিনি দেশের স্বাধীনতাকামী। সুবক্তা এবং দেশ-হিতৈষী বলিয়া তাহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

## বাবু রাসবিহারী সেন—

রাসবিহারী বাবু খুলনার একজন খ্যাতনামা মোক্তার। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তিনি সুশিক্ষিত ও সুবক্তা। ইংরাজী ভাষায় তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। খুলনার লোকাল বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সদস্য রূপেও তাহার খ্যাতি আছে। স্বগ্রামেও তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক এবং হাই স্কুলের সম্পাদকরূপে অনেক কল্যাণকর কার্য্য

কনফারেন্সের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

## বাবু সুরেন্দ্রকুমার সেন—

বাবু সুরেন্দ্র কুমার সেন বি, এল স্বর্গীয় আনন্দকিশোর সেন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র। সেনহাটী হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। বি, এ উপাধি লাভ করিয়া বহুদিন শিক্ষা বিভাগে সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে বি, এল উত্তীর্ণ হইয়া খুলনা বারে যোগদান করিয়াছেন। আইন ব্যবসায়েও তাহার প্রতিষ্ঠা আছে। গ্রামের সাধারণ শিক্ষাকার্য্যেও তাহার বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছে। সেনহাটী প্রতিভাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে তিনিই প্রথম ঐ বিদ্যালয়টিকে উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় করেন। সেনহাটী হাই স্কুলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতেও তাহার বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি অনেক দিন ঐ স্কুলের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

## বাবু ত্রিপুরাচরণ সেন—

বাবু ত্রিপুরাচরণ সেন বি, এ, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন বক্‌সী বি, এল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র। খুলনা জিলা স্কুলে এবং কলিকাতায় ইহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইলেই তিনি স্কুল শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হয়েন এবং বরিশাল জিলার ভোলা হাই স্কুলে কিছুদিন কার্য্য করিয়া সেনহাটী হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর পরেই তিনি হেড্ মাষ্টারের পদে উন্নীত হইয়া এ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া আছেন এবং কর্ম্মকুশলতা এবং সুপরিচালিত অধ্যাপনা গুণে একজন বিশিষ্ট কৃতকার্য্য হেড্ মাষ্টারের যশ অর্জ্জন

পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ভাইস চ্যান্সেলার স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে ও সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষক সম্মিলনী হইয়াছিল তাহাতে ত্রিপুরা বাবুর শিক্ষা সংস্কার পদ্ধতির গবেষণাপূর্ণ বিবৃতি সভাপতি মহাশয়ের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ঐ বিবৃতি তাহার ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষা সংস্কারের প্রশংসালাভ করিয়াছিল।

## বাবু শ্যামাশঙ্কর দাশ—

বাবু শ্যামাশঙ্কর দাশ বি, এল পাশ করিয়া কিছুদিন সেনহাটী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে ঢাকা বারে যোগদান করেন। ঐ স্থানে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া তিনি সহকারী সরকারী উকিল হয়েন। পরে ঢাকায় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় শ্রীযুত অমূল্যধন আঢ্যের legal adviser হয়েন। যশোহর খুলনা সম্মেলনের সম্পাদকরূপে তিনি দেশের শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

## মিঃ এস, কে, সেন—

মিঃ এস, কে, সেন বি, এ (Cantab.) ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল, ডাক্তার হরিচরণ বাবুর তৃতীয় পুত্র। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন এবং তাহার সদ্ব্যয় করিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ করিতেছেন। এস, কে, সেন কেবল বিখ্যাত ব্যবহারজীবির গৌরবে গৌরবান্বিত নহেন, তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। বি, এ, তে ইতিহাসে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। গ্রামের হিতসাধনের জন্য অর্থব্যয় করিতে তিনি কোনদিনই কুণ্ঠিত নহেন। প্রতিভাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের পাকাগৃহ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

# সাধারণ প্রতিষ্ঠান।

## নিমুরায়ের বাজার—

বর্ত্তমান শতাব্দীর বহু পূর্ব্ব হইতেই সেনহাটী গ্রামের দক্ষিণ সীমায় ভৈরব নদের তীরে গ্রামের সংলগ্ন একটী প্রশস্ত দৈনিক বাজার বহতা আছে। এই বাজারের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গঙ্গা প্রসাদ রায় — যিনি নিমু রায় নামে পরিচিত — তৎকালীন অরবিন্দ বংশীয় একজন ধনী বৈদ্য গৃহস্থ। বৃটীশ শাসনের প্রারম্ভে রায় মহাশয় নাটোর রাজ ষ্টেটের একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী থাকিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া ও তাহার সদ্ব্যয় করিয়া স্বগ্রাম সেনহাটীতে ও কর্ম্মস্থানে বিশেষ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন এবং গ্রামের প্রধান লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার কোন বংশধর নাই। নিমু রায়ের বাজারটী পূর্ব্বে দুই বেলা বসিত। তখন খাদ্য জিনিসাদির প্রাচুর্য্য ও সুলভতা এমন ছিল যে এক্ষণে তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। পান গুপারি প্রভৃতি সামান্য জিনিস গুলি কিনিতে কোন গৃহস্থেরই পয়সার আবশ্যক হইত না; কড়ির বিনিময়েই পাওয়া যাইত। অপর্য্যাপ্ত মাছ দুধ তরিতরকারি দুই চার পয়সাই বড় বড় গৃহস্থের চলিয়া যাইত। এ কথার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য আমি স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয়ের জমা খরচের খাতা হইতে একটি দিনের হিসাব উঠাইয়া দিলাম।

৬ই বৈশাখ শুক্রবার—

| জমা — | খরচ — |
|---|---|
| তহবিল — | ৴২৷৹ দুগ্ধ—৴১৫ |
| ১৩৮৶৴১০ | মৎস্য—৴১০ |
| | ৴১ গুড়—৻৫ |
| | রম্ভা—৻৫ |
| | ১টা দিয়াশলাই—৻১০ |
| | খুলনা যাতায়তের নৌকা ভাড়া—।৴০ |
| | পথ খরচ—৻১৫ |

এখন সেরূপ মাছ, দুধ মেলে না, দরও আট দশ গুণেরও উপর। দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, গুড়, চিনি, ডাল, কলাই অতি সুলভ ছিল। দুই সের ভাড়ের এক ভাড় দুধ চার-পাঁচ পয়সায় পাওয়া যাইত ইহা আমরাও বাল্যকালে দেখিয়াছি। তখন দুধ সের দরে বিক্রয় হইত না। টাকায় ঘৃত /২ হইতে /১৷৷০ বিক্রয় হইতে আমরা দেখিয়াছি। গুড়, চিনি, ডাল, কলাইয়ের দর এখন যে অন্ততঃ চার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চাউলের মণ ১৲—১৷০, সময় সময় তাহারও কম হইতে দেখা যাইত। প্রথম প্রথম নাকি বাজারে চাউলের দোকানের আবশ্যক ছিল না, বাড়ী বাড়ী ধান্য বিক্রয় হইত। গরু অথবা বলদের পিঠে করিয়া বস্তা ভরা ধান্য আনা হইত এবং বাড়ী বাড়ী অতি সুলভ দরে, নগদ মূল্যে অথবা বাকীতে ধান্য কিনিতে পাওয়া যাইত। এক টাকার ধানেই ছোটখাট গৃহস্থের মাস অনায়াসে চলিয়া যাইত। ১৮৭৮ সালের পৌষ মাসে আমি ২/ মণ মোটা চাউল ১৸০ আনা দিয়া খরিদ করিয়াছিলাম বলিয়া বেশ মনে আছে। গ্রামের সেই সুখের দিনের কথা এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। মাসিক ২২৲।২৫৲ টাকা আয়ে এখন অনেক গৃহস্থের দুইবেলা অন্ন সংস্থান হয় না। তখন ঐরূপ আয়ে বড় বড় গৃহস্থের অন্নাচ্ছাদন কেন বার মাসের তের পর্ব্বেরও কাজ চলিয়া যাইত।

এই সময়ে বাজারে স্থায়ী দোকানদারের সংখ্যা কম থাকিলেও, দোকানগুলি জিনিসপত্রে ভরপূর থাকিত। ফলতঃ এখন বাজারের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও বাজারটী পূর্ব্বের মত সমৃদ্ধ নাই। বাজার সংলগ্ন পশ্চিম দিকে বিস্তৃত চিনির কারখানা ছিল। এ বাজারে অনেক চিনি উৎপন্ন হইত। বহুকাল হইল উহা লোপ পাইয়াছে। এই চিনির কারবার করিতেন, তখনকার প্রধান দোকানদার ৺পিতাম্বর

পর্ব্বে মহা সমারোহে যাত্রাভিনয় ইত্যাদি হইত। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। যাত্রা শুনিতে তিনি ভাল বাসিতেন। আমরা তাঁহাকে সকলের পিছনে বসিয়া যাত্রা শুনিতে দেখিয়াছি। গান শুনাই তাহার উদ্দেশ্য থাকিত, কিছু দেখিতে চাহিতেন না।

## সেনহাটী পোষ্ট অফিস—

আমরা বাল্যকালে এ গ্রামে কোন পোষ্ট অফিস দেখি নাই অর্থাৎ ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এবং তাহার কিছু পরেও এখানে পোষ্ট অফিস ছিল না। তখন সময় মত এ গ্রামে ডাক বিলি হইবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। খুলনা-যশোহর জিলার একটী মহাকুমা মাত্র ছিল। খুলনার পোষ্ট অফিস হইতেই এই গ্রামে সপ্তাহে এক দিন মাত্র ডাক বিলি হইত। এই জন্য চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়ার খুবই অসুবিধা ছিল। ডাকে চিঠি দিতে হইলে খুলনায় পাঠাইতে হইত। আমরা অতি বাল্যকালে দেখিয়াছি ধন্বন্তরী পাড়ার স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র সেন মহাশয় খুলনার উকীল ছিলেন। তিনি সেনহাটী হইতে প্রত্যহ খুলনায় গিয়া কাছারী করিতেন। যে সকল চিঠি ডাকে পাঠাইতে হইবে সেগুলি সকাল বেলা হইতে তাঁহার বাটীতে জমা হইত। তাঁহার উত্তরের পোতার ঘরের সম্মুখের বেড়ায় এই সকল চিঠি গোজা থাকিত এবং তিনি সকাল বেলায় উহা খুলনায় লইয়া ডাকে দিতেন।

১৮৬৭ সালে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সেন মুনসী মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় তখনকার ডিভিসান্যাল ইনেসপেক্‌টিং পোষ্ট মাষ্টার দেশ বিখ্যাত সাহিত্যিক রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই গ্রামে একটী Experimental ডাকঘর মঞ্জুর করেন। বলা বাহুল্য, এখনকার মত তখনও উহা স্থায়ী করিবার জন্য স্থানীয় যবকগণকেই আবশ্যক অনাবশ্যক

মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি তাঁহারা ঐ সময়ে এইরূপ অনেক চিঠি জোগাড় করিয়া দিতেন। ফলে পোষ্ট অফিসটী অচিরেই স্থায়ী হইয়া জেলার একটী প্রধান সব-অফিসে পরিণত হইয়াছে। এই ডাকঘর প্রথমে বাজারের সংলগ্ন কারখানা বাড়ীর একখানা ঘরে হইত। পরে ইহা ৺আনন্দমোহন রায় মহাশয়ের বাহির্বাটীর এক ঘরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তথা হইতেই বর্ত্তমান স্থানে অবস্থিত হয়। হিন্দু পাড়ার স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র সেন মহাশয় ঐ স্থানটী পোষ্ট অফিসের জন্য দান করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথম যখন পোষ্ট অফিস খোলা হয়, তখন পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন সেখ ইব্রাহিম নামক জনৈক মুসলমান যুবক।

## ইউনিয়ান কমিটি—

ইদানিং যে সকল প্রতিষ্ঠান গ্রামে সাধারণ কার্য্য করিয়াছে বা করিতেছে, তাহার মধ্যে অধুনালুপ্ত ইউনিয়ান কমিটিই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ১৯২০ সাল হইতে এই ইউনিয়ান কমিটি, ইউনিয়ান বোর্ডে পরিণত হইয়াছে। ইউনিয়ান কমিটি প্রায় ২৫।২৬ বৎসর ধরিয়া গ্রামের রাস্তা, ঘাট, ড্রেন ও স্বাস্থ্যোন্নতির কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া স্থানীয় অনেক উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছে। এই ইউনিয়ান কমিটি প্রথমে সেনহাটী, চন্দনীমহল, খালিস্পুর ও মাহেশ্বরপাশা এই কয়টী গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। এবং এই সকল গ্রামের বিশিষ্ট কর্ম্মীগণই ইহার সদস্যরূপে মনোনীত হয়েন। তিন বৎসর অন্তর কমিটি পুর্ণগঠিত হইতে থাকে। কয়েক বৎসর পরে খালিস্পুর ও মহেশ্বরপাশায় ভিন্ন ইউনিয়ান কমিটী হওয়ায় সেনহাটী ইউনিয়ান কমিটি সেনহাটী ও চন্দনীমহল লইয়াই কাজ করিতে থাকে। ১৮৯৫ সালে ১৬ই ডিসেম্বর

ইউনিয়ান কমিটির আয় জিলা বোর্ডের সাহায্য ভিন্ন প্রথমে আর কিছুই ছিল না। পরে যে সকল গৃহস্থ এক টাকা কিম্বা তাহার বেশী চৌকিদারী ট্যাক্স দিতেন তাহাদের নিকট হইতে তদৰ্দ্ধ পরিমাণ টাকা সেনিটেসান ট্যাক্সরূপে আদায় হইত। এই আয়ের দ্বারা কমিটি গ্রামের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার ফল বর্ত্তমানেও বিদ্যমান আছে। ফলতঃ ইউনিয়ান কমিটি রাস্তা, ঘাট ও ড্রেন সম্বন্ধে গ্রামের যে উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর স্বায়ত্ত শাসন সংস্কার ফলে ইউনিয়ান বোর্ড স্থাপিত হইলে সেইরূপ কোন কার্য্য হইতে পারিতেছে না। ইহার প্রধান কারণ পূর্ব্বের ন্যায় জিলা বোর্ড সাহায্যের অভাব। গ্রামবাসীদের উপর ট্যাক্স তুলিয়াই এখন প্রায় সমস্ত ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ব্যয়ের উপযোগী ট্যাক্স আদায় গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব বলিয়া, চৌকিদারী ব্যয় ভিন্ন রাস্তা, ঘাট প্রভৃতির উন্নতিকল্পে উপযুক্ত ব্যয় করা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে এ কথাও অবাস্তব নহে যে ইউনিয়ান কমিটিতে যেরূপ উপযুক্ত কর্ম্মী মনোনীত হইতেন, বর্ত্তমান ইউনিয়ান বোর্ডে নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তনে সেরূপ কর্ম্মী নির্ব্বাচিত প্রায়ই হয় না। ইউনিয়ান কমিটিতে বহু দিন যাহারা সদস্যরূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—স্বর্গীয় শ্রীধর সেন প্রথম চেয়ারম্যান। ইনি অক্লান্ত যত্নে ও পরিশ্রমে গ্রামের রাস্তা, ড্রেণ প্রভৃতির অনেক উন্নতি সাধন করেন। শ্রীযুত সারদাকান্ত দাশ— দ্বিতীয় চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ান কমিটির শেষ পর্য্যন্ত ইনি ঐ পদে কার্য্য করেন। ইহার সময়েও অনেক উন্নতি সাধিত হয়। প্রথম রিজার্ভ ট্যাঙ্কের ঘাটলা, রাস্তার পার্শ্বের ড্রেণ সংস্কার, জল নিকাসের অন্যান্য ড্রেণ, কালভার্ট প্রভৃতি নির্ম্মাণ এই সময়েই হইয়াছিল।

(চন্দনীমহল) স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বর্গীয় সারদাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণও কমিটির বিশিষ্ট কর্ম্মী হইয়া সকল কার্য্যেই সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

গ্রাম্য ইউনিয়ান কমিটির কার্য্যকালীন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পানীয় জলের যে ব্যবস্থা খুলনা জিলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের সাহায্যে সম্পাদিত হয়, তাহার বিষয় ইউনিয়ান কমিটির কার্য্যপ্রসঙ্গে এই বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য মনে হয়।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে উপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহের জন্য, জিলা বোর্ড বর্ত্তমান গ্রামের মধ্যস্থ প্রথম রিজার্ভ ট্যাঙ্ক খনন করিয়া দেন। দুইটী বহু পুরাতন ভরাট পুকুর একত্রিত করিয়া এই পুকুর হয়। এই পুকুর কাটিবার সময় পুকুর দুইটীর জমি এবং পাড়ের জমি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক acquire করিতে হয়। সে ব্যয় সে সময়ে স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন বক্সী বি, এল, মহোদয় ও স্বর্গীয় বিপিনবিহারী সেন বক্সী বি, এল, মহোদয় প্রমুখ কয়েকজন সম্পন্ন ব্যক্তিকেই বহন করিতে হয়। অন্যান্য ব্যয় জিলা বোর্ড বহন করেন। এই পুকুরের জন্য উপরোক্ত নেতাগণকে অনেক বাধা বিঘ্ন প্রতিরোধ করিতে হয়। এই পুকুরটীর জন্য গ্রামবাসিগণ তৎকালীন জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খুলনার জনপ্রিয় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বনামখ্যাত বি, দে, মহোদয় এবং গ্রামের উল্লিখিত নেতাগণের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। প্রথম প্রথম পুকুরের মধ্যে কলসী ডুবাইয়া জল লইতে দেওয়া হইত না। পুকুরটীর উত্তর পশ্চিম কোণে যে ভগ্ন ইঁদারাটী দেখা যায়, পুকুর ও ঐ ইঁদারাটীর সঙ্গে পাইপ দিয়া যোগ করা ছিল। জিলা বোর্ডের একজন বেতনভোগী লোক প্রতি দিন Pump করিয়া পুকুর হইতে জল লইয়া ঐ ইঁদারা ভর্ত্তি করিয়া রাখিত। ইঁদারাটী reservoir

চৌবাচ্চা প্রভৃতির ভিতর হইতে লোকে যেমন কল খুলিয়া জল লয় তেমনি ঐ কল খুলিয়া লোকে জল লইত। পুকুরটীর নাম কলের পুকুর হইবার কারণ উহাই।

ইহার পর কাটানীপাড়ায় Grant-in-aid নিয়মে স্বর্গীয় রাসবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাটীর সংলগ্ন পশ্চিম দিকের পুকুরটীর সংস্কার হয়। এই পুরাতন পুকুরটী হাজী পুকুর বলিয়া পূর্ব্বে খ্যাত ছিল। পুকুরটী ধাপ ও হাজীবনে আচ্ছন্ন থাকার দরুণই বোধ হয় ঐ নাম হইয়া থাকিবে। ইহার ব্যয়ের ⅔ অংশ জিলা বোর্ড ও ⅓ অংশ রাসবিহারী বাবু দেন। ঐ পুকুরটী ইউনিয়ান কমিটির তত্ত্বাবধানে ছিল। রাসবিহারী বাবু এই পুকুরটীর উন্নতির জন্য অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইল খুলনা জিলা বোর্ডের সাহায্যে দক্ষিণপাড়ায় আর একটী নূতন পুকুর হইয়াছে। ইহার ব্যয় ৪৫০০৲ টাকার মধ্যে জিলা বোর্ড দেন ৩০০০৲ টাকা, সেনহাটী ইউনিয়ান কমিটি ৭৫০৲ টাকা এবং রায় বাহাদুর কুমুদবন্ধু দাশ অবশিষ্ট ৭৫০৲ টাকা। যেখানে এই পুকুরটী হইয়াছে, ঐ স্থানে একটী পুরাতন পুকুর ছিল। শুনা যায় যে রাজা রাজবল্লভ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে স্বর্গীয় কন্দর্প রায়ের বাটীতে দুইটী মন্দির তৈয়ারী ও একটী দিঘী কাটিয়া দেন। এবং স্বীয় পুত্র-বধূর নামানুসারে ঐ দিঘীর নাম রাখেন "কমলা দিঘী"। এই পুরাতন পুকুরটীই নাকি ঐ "কমলা দিঘী"। যাহা হউক কালক্রমে ঐ পুকুরটী প্রায় ভরাট হইয়া জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় বড়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে ঐ পুকুর হইয়া স্থানটী স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে।

## গ্রাম্য পঞ্চায়েত ও শান্তিরক্ষা—

পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হয় নাই। চৌকিদারেরা রাত্রে পাহারা দিত এবং সরকারী পুলিসের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া গ্রামের কার্য্য করিত। চৌকিদারগণ গ্রামবাসীদিগের নিকট বার্ষিক সামান্য বৃত্তি প্রত্যেক ঘর হইতে অবস্থা বিশেষে চার আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া লইত। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পর্ব্বে চাউল, সিধা ইত্যাদি পাইত। ইহাতেই সেই সুদিনে তাহাদের চলিয়া যাইত। কিন্তু এই সকল চৌকিদার প্রায়ই সৎপ্রকৃতির হইত না। চুরি নিবারণ দূরে থাকুক, তাহারা অনেকেই চোরের সহায়তা করিত। এ কারণে সে সময়ে চোরের বড়ই অত্যাচার ছিল। চৌকিদারী আইন এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সৃষ্টি তখনও হয় নাই। চৌকিদারী আইনে পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে চৌকিদারদের উপর এবং তাহাদের কার্য্যাদির উপর এই পঞ্চায়েতগণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। গ্রামে প্রথম পঞ্চায়েত ছিলেন স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গানাথ সেন, পরে স্বর্গীয় কবিরাজ নবীনচন্দ্র মজুমদার। ইহাদের সহিত একজন কলেক্টিং পঞ্চায়েত থাকিয়া ট্যাক্স আদায় করিতেন এবং সে জন্য কিছু কমিসান তিনি পাইতেন। এই ট্যাক্স হইতেই চৌকিদারদের বেতন মাসিক ৩৲। ৪৲ টাকা হিসাবে দেওয়া হইত।

চৌকিদারী আইন সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলে গ্রামে রীতিমত পঞ্চায়েত কমিটি ও প্রেসিডেন্ট পদের প্রবর্ত্তন হয়। তখন পঞ্চায়েত কমিটির উপর চৌকিদার পরিচালনা ও গ্রাম্য শান্তিরক্ষার দায়ীত্বপূর্ণ ভার প্রদত্ত হয় এবং গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই এই ভার গ্রহণ করিতে হয়। তখনকার চৌকিদারী বিভাগের প্রধান সরকারী কর্ত্তা স্যাভেজ সাহেব, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অহমেদ সাহেব সহ এই গ্রামে আসিয়া, গ্রামবাসীদের এক বৃহৎ সভায় উপস্থিত হয়েন এবং নূতন

বিষয় গ্রামবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিয়া, উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এই পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করিবার জন্য তৎপর হইতে অনুরোধ করেন। সেও আজ প্রায় ৩০ বৎসরের কথা। গ্রামবাসিগণ তখন একটী বৃহৎ সভার আয়োজন করিয়া ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইলে সভায় বিভিন্ন মত হওয়ায় ইহার কোন মীমাংসাই হয় না। এই সভার সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়। তিনি এই বিষয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচরীভূত করিয়া উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক তালিকা তাহার নিকট প্রেরণ করেন এবং কমিটি গঠনের জন্য তাহাকে অনুরোধ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ঐ কমিটি গঠিত হয়:— স্বর্গীয় সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—প্রেসিডেন্ট, স্বর্গীয় শ্রীধর সেন, স্বর্গীয় শশীভূষণ সেন, শ্রীযুত সারদাকান্ত দাশ ও শ্রীযুত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী—কলেক্টিং পঞ্চায়েত। এই সকল পঞ্চায়েত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত এক একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহাতে তাহারা গ্রামের প্রধান লোক ( Head man ) বলিয়া উল্লিখিত হয়েন। ৺সারদাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বৎসর প্রেসিডেন্টের কার্য্য করেন, পরে যথাক্রমে বাবু পার্ব্বতীকান্ত দাশ, ৺প্রিয়নাথ রায় বি, এ, চন্দনীমহলের বাবু হিরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্ব্বশেষে বাবু সারদা-কান্ত দাশ বি, এ, প্রেসিডেন্টের কার্য্য করেন। ইউনিয়ান কমিটি ইহার পূর্ব্ব হইতেই গ্রামের রাস্তা, ঘাট, ড্রেণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত ইউনিয়ান ও পঞ্চায়েত কমিটি বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। পঞ্চায়েত কমিটির কার্য্য ছিল চৌকিদার পরিচালনা, গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, চৌকিদারী ট্যাক্স নির্দ্ধারণ ও আদায়, চৌকিদারদের বেতন দেওয়া এবং সরকারী পুলিসের সাহায্য, আদালতের পরওয়ানাদি চৌকিদারদিগের দ্বারা

এক্ষণেও আছে। তাহার দ্বারাই প্রেসিডেন্ট চৌকিদারদের কার্য্য পরিচালনা করাইতেন।

## ইউনিয়ান বোর্ড—

১৯২০ সালে বঙ্গীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন ও শাসন সংস্কার আইন প্রবর্ত্তন হইলে, ইউনিয়ান কমিটির ও পঞ্চায়েত কমিটির বিভিন্ন কার্য্য ইউনিয়ান বোর্ডের উপর অর্পিত হয় এবং ঐ কমিটি দুইটী উঠিয়া যায়। তদবধি ইউনিয়ান বোর্ডই গ্রামের উক্ত কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করিতেছে। এই বোর্ডের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বর্গীয় ডাঃ হিরালাল সেন। পরে প্রেসিডেন্ট হয়েন শ্রীযুত রাসবিহারী সেন বক্সী ও শ্রীযুত শশধর চক্রবর্ত্তী। এই বোর্ডের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট বাবু ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ বি. এল,।

## দাতব্য চিকিৎসালয়—

অতি পূর্ব্ব হইতেই সেনহাটীতে বহু বিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকায় গ্রামে যে কোন চিকিৎসা আবশ্যক হউক না কেন, অস্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন কোন অভাব অসুবিধা অনুভূত হয় নাই এবং চিকিৎসা ও ঔষধাদির অল্প ব্যয় দরিদ্র গ্রামবাসিগণ অনায়াসে বহন করিতে পারিতেন। ক্রমে এই সুবিধা ও সুযোগ উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে অন্তর্হিত হইলে গ্রামবাসিগণ এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারের পক্ষপাতী হইতে থাকেন এবং দৌলতপুরের সরকারী ডাক্তার ও গ্রামের দুই একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার গ্রামে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ডাক্তার অমৃতলাল সেন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমৃত বাবু কোন চিকিৎসা বিদ্যালয়ে শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় ডাঃ হিরালাল সেন মহাশয়ের

চিকিৎসা কার্য্যে বিশেষ কৃতকার্য্যতা ও দক্ষতা লাভ করিয়া সেনহাটীর বাজারে একটি ডিসপেনসারী স্থাপন করেন। তিনি নিজ গ্রামে এবং নিকটস্থ গ্রাম সমূহে অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত ও কৃতকার্য্য হইয়া সুযশ লাভ করেন। তিনি নিজের প্রতিভা বলে অনেক কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসায় আশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি গ্রামের বিশেষ একজন সামাজিক এবং দশক্রিয়ান্বিত গৃহস্থ ও পরোপকারী ছিলেন। গ্রামের দুর্ভাগ্যবশতঃ নিতান্ত অসময়েই দুরন্ত বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি কাল কবলে পতিত হয়েন। তাঁহার মত সুচিকিৎসকের অভাব গ্রামে পূরণ হইবার আশা কম।

ডাক্তার অমৃতলালের প্রাদুর্ভাবের সময়েই ১৯০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর এই গ্রামে জিলা বোর্ডের একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী সেনের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। এই চিকিৎসালয় স্থাপনেও নির্ভিক ক্ষমতাশালী কর্ম্মী বিপিন বাবুকে অনেক বাধা বিঘ্ন, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোৎসাহ হয়েন নাই। তদবধি চিকিৎসালয়টী বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে। গ্রামের দরিদ্রদিগের ইহাই চিকিৎসার একমাত্র অবলম্বন। সেনহাটী বক্সী পরিবার ( রায় বাহাদুর বিপিন-বিহারী প্রভৃতি ) এই চিকিৎসালয়ের স্থাপন কার্য্যে বহু যত্ন এবং ইহার পাকা দালানের জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন, সেই জন্যই চিকিৎসালয়টী 'কাশীচন্দ্র গিরিশচন্দ্র' ( বিপিন বাবুর পিতা ও পিতৃব্য ) চিকিৎসালয় নামে অভিহিত হইতেছে। চিকিৎসালয়টীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গ্রাম হইতে কিছু চাঁদা সংগ্রহ হয়, তদ্ভিন্ন

**জনসাধারণ সভা—**

এই গ্রামের সর্ব্ব পুরাতন সাধারণ দেশহিতকর প্রহিষ্ঠান বোধ হয় "দেশহিতৈষিণী সভা" গ্রামের সামাজিক, নৈতিক এবং শিক্ষার উন্নতিই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক আন্দোলন ইহার বিষয়ভূত ছিল না। কিছু দিন পরেই এই সভার অস্তিত্ব লোপ পায়। ইহার পরেই ১৮৮৪ সালে স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেন মহাশয় সেনহাটী জনসাধারণ সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিগুণা বাবুর প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই ইহার কার্য্যাবলীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সভা স্থাপনের পর কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের অধীনে কার্য্য করিতে থাকে। সেনহাটীর অধিবাসীবর্গকে জানপদ কর্ত্তব্য ( civic-right ) শিক্ষা দিবার জন্যই এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিগুণা বাবুর তত্ত্বাবধানে কয়েক বৎসর কার্য্য করিবার পর এই সভা মৃতপ্রায় অবস্থায় থাকে পরে স্বর্গীয় শ্রীধর সেন মহাশয় ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া কিছুকাল কোন রকমে কাজ চালান। সর্ব্বশেষে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার একমাত্র কাণ্ডারী হইয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। আযৌবন মৃত্যু পর্য্যন্ত উমেশচন্দ্র এই সভার উন্নতির জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে লোকমত গঠন করিবার জন্য সেনহাটীতে একটীও জনসাধারণ প্রতিষ্ঠান নাই। শুনিয়াছিলাম কিছু দিন পূর্ব্বে করদাতাদের সভা (Rate payers' Association ) নামে একটি সাধারণ সভা গড়িয়া উঠিয়া ছিল কিন্তু তাহার কোন কার্য্য দেখি নাই এবং বর্ত্তমানে তাহার কোন অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না।

**লাইব্রারী আন্দোলন—**

শিক্ষিত কতিপয় যুবক, বিভিন্ন গ্রন্থকারদের নিকট হইতে বিনা মূল্যে বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়া গ্রামে একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ কর্ম্মী ছিলেন স্বর্গীয় মধুসূধন রায়, স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেন, ডাক্তার হরিচরণ সেন, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র রায় ও স্বর্গীয় পার্ব্বতীনাথ দাশ প্রভৃতি। তাঁহারা এই উপলক্ষে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর কাঠালপাড়ার বাড়ীতে গিয়াও পুস্তক সংগ্রহ করিতে ক্রুটি করেন নাই। এই সময়ে তাহাদের উদ্যমে বঙ্কিম বাবু এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "যেখানে ভিক্ষালব্ধ পুস্তক দ্বারা পুস্তকালয় করিতে হয়, সেখানে পুস্তকালয় না হওয়াই উচিত, কারণ সে স্থানের লোক পুস্তকালয়ের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে না। বুঝিলে ভিক্ষা করিতে হইবে কেন? স্থানীয় সমবেত চেষ্টায় যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে।" শেষ পর্য্যন্ত বঙ্কিম বাবু, সেনহাটি তাহার বিশেষ পরিচিত স্থান বলিয়া; কয়েক খানা পুস্তক দিয়া প্রার্থী যুবকগণের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকালয়টী শ্রীযুত সারদা কান্ত দাশের তত্ত্বাবধানে অনেক দিন তাহাদের বাড়ীর একটি ঘরে অবস্থিত ছিল। গ্রামের ও নিকটস্থ স্থানের পাঠার্থী ছাত্র ও অন্য ব্যক্তিগণ এই পুস্তকালয়ে বসিয়া অথবা বাটিতে গিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন। কিছু দিন ইহার কার্য্য সুন্দরই চলিয়াছিল কিন্তু গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান গুলির অবস্থা এই যে প্রথমে যেরূপ যত্ন ও চেষ্টায় উহার সুপরিচালনা হয় তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। এই প্রতিষ্ঠানটীরও সেই দশা হইয়াছিল।

কিছু দিন পর্য্যন্ত পুস্তকালয়টীর উন্নতির চেষ্টা কিছুই হয় নাই। প্রায় দশ বার বৎসর পরে সেনহাটীর তৎকালীন কর্ম্মী উৎসাহী যুবক-গণ সেনহাটীতে বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা

সেন, রায় সাহেব ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র সেন, শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন বক্সী, শ্রীযুত শ্যামাশঙ্কর দাশ প্রভৃতি। বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রধান কাজ হইল পুস্তকালয়টীর সংস্কারসাধন করা। সেনহাটী পাবলিক লাইব্রারী নাম দিয়া তাহারা পুস্তকালয়টীর উন্নতি ও সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই পুস্তকালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন খুলনার তৎকালীন জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট বি, দে। এই পুস্তকালয়টী ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথম স্থাপিত হয় এবং ইহার বেতনভোগী লাইব্রারীয়ান ছিলেন স্বর্গীয় প্যারীলাল দাশ মহাশয়। এই সকল যুবকগণও নানা উপায়ে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকালয়টীকে সুন্দর ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই পুস্তকালয়টীর সুপরিচালনার গুণে বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও তাহার কর্ম্মীগণ গ্রামের সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম পুস্তাকালয়ের মত কিছু দিন পরে উহারও পুস্তকাদির বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। তখন উহা স্বর্গীয় শ্যামলাল সেন মুন্সী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাহার বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেইখানেই ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়। শেষে যে সামান্য কয়েকখানি পুস্তক অবশিষ্ট ছিল তাহা এবং একটী আলমারী কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউট লাইব্রারীতে দান করা হয়।

## কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউট—

গত ১৯১১ সালে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে "সমাজপতি লাইব্রারী" নামে একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। দুই বৎসর এই লাইব্রারীটী বেশ ভাল ভাবেই চলিয়াছিল কিন্তু কিছু দিন পরে উহার কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মধ্যে মতের ও পন্থার অমিল হওয়ায় একদল শিক্ষিত যুবক ঐ লাইব্রারী হইতে বাহির হইয়া আইসেন এবং

স্মৃতি রক্ষার্থ "কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউট" নাম দিয়া একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। একটী সাধারণ পুস্তকালয়কে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের যুবকদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন এবং পল্লীহিতকর কার্য্য সাধ্য মত সম্পাদন করাই এই সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য। এই ইন্‌ষ্টিটিউট সর্ব্ব প্রথমে গ্রামে আবালবৃদ্ধবনিতাগণের পঠনোপযোগী একটী বৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করিতে, বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রন্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সমাবেশ করিতে, এবং প্রসিদ্ধ দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজগুলি গ্রামের আপামর সাধারণের পাঠের জন্য সমাবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইন্‌ষ্টিটিউট প্রথমে এই কার্য্য খুব উৎসাহ ও কৃতকার্য্যতার সহিত করিয়াছিল। ইহার সদস্যগণ সকলেই নব্য শিক্ষিত এবং চরিত্রবান গ্রাম্য যুবক কিন্তু বর্ত্তমান সময়োপযোগী সংস্কারকামী বলিয়া সনাতনী ভাবাপন্ন কতিপয় ব্যক্তির চক্ষুশূল হইয়াছিল। ৺শারদীয় পূজার অব্যবহিত পরেই এই সমিতি একটী শারদীয় সম্মেলনে গ্রামের সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণে সমবেত করিয়া একটী বার্ষিক রিপোর্টে সমিতির কার্য্যাবলী ও গ্রামের স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন এবং গ্রামের বিদেশবাসী শিক্ষিত ও পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের উদ্দেশ্যে ও কার্য্যাবলী প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানে গ্রামের স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার এবং অন্তঃপুর মহিলাগণের শিক্ষা ও গৃহ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য এই ইন্‌ষ্টিটিউটের চেষ্টা এবং সাহায্য প্রশংসনীয়। এই সমিতি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যও সর্ব্বদা অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। স্থানীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ইহার সভ্যদের চেষ্টায় স্থাপিত এবং পরিচালিত হইয়া গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক বহু কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। গ্রামের বালিকা

জন্য ইহাদের কোন প্রকার চেষ্টারই ত্রুটি হইতেছে না। স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। বর্ত্তমানে ইন্‌ষ্টিটিউট নিজেদের সমিতির ও পুস্তকালয়ের জন্য ৺ কালী বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একটী সুন্দর পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। এই বাড়ী যে জমীতে প্রস্তুত হইয়াছে ঐ জমী শ্রীযুত বিজয়কুমার রায় এম, এ, বিনা মূল্যে ইন্‌ষ্টিটিউটকে দান করিয়া কেবল ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণের নয়, সমস্ত গ্রামবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

## সুপ্রভাত সমিতি—

কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউট ভিন্ন আরও কয়েকটী পুস্তকালয় ও সমিতি গ্রামে বর্ত্তমান আছে। গণপাড়ায় কবিরাজ হরবিত সেন মহাশয়ের বাটীর সংলগ্ন জমীতে ঐ পাড়া ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পাড়ার স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা সুপ্রভাত সমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ছাত্রদের উপযোগী নানা প্রকার গ্রন্থপূর্ণ একটী পুস্তাগার এই সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সমিতির সভ্যগণ সমিতির নিজস্ব উদ্যানে নানা প্রকার শাকশব্জী উৎপন্ন করিয়া উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা সমিতির উন্নতিসাধন করেন।

## বীরেন্দ্র পাঠাগার—

কয়েক বৎসর হইল ৺ বীরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, কবিরাজের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য তাহার গুণমুগ্ধ বালকেরা তাহারই গৃহ প্রাঙ্গণে একটী ছোট পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। পুস্তকালয়টীর অবস্থা ভাল বলিয়াই মনে হয়।

## মহিলা সমিতি—

অবস্থার মধ্যেও সেনহাটী মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। সেই সময়ে তাহাদের এই দুঃসাহসিকতা প্রশংসার্হ। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে এই সমিতি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শাখা শ্রেণীভুক্ত হয়। তদবধি সমিতি গ্রামের নারীমঙ্গল কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং বিভিন্ন নারী হিতকর কার্য্যের জন্য প্রতি বৎসরই সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি কর্তৃক পুরস্কৃত হইতেছেন। এই মহিলা সমিতি সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় নদীর তীরে কবি কৃষ্ণচন্দ্রের একটী স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কলিকাতা কেন্দ্র সমিতির উদ্যোগে এবং সাহায্যে এই মহিলা সমিতিতে একটী ধাত্রী শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। গ্রামের কয়েকজন মহিলা এই শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। রায় সাহেব ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র সেন এল, এম, এস, বিনা পারিশ্রমিকে এই মহিলাদের শিক্ষাদান করিয়া মহিলা সমিতির এবং সমস্ত গ্রামের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মহিলা সমিতির সর্ব্ব প্রধান কার্য্য নারী-শিল্প বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা। এই বিদ্যামন্দিরের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শিল্প মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের জন্য মহিলা সমিতির সহঃ সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম প্রশংসার যোগ্য। নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যেও এই সমিতির উৎসাহ দেখা যায়। সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীমতী কিরণকুমারী সেন।

## কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক—

গত ১৯২১ সালে সেনহাটীতে এই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি ব্যাঙ্কটী সুচারুভাবে কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। সমিতি স্থাপনের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত

পরিশ্রম করিয়া ব্যাঙ্কটীর উন্নতিসাধন করিয়াছেন তাহাতে তিনি সকলেরই প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের মূলধন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা এবং সেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ১২০ জন।

## এণ্টিম্যালেরিয়াল সমিতি—

এই গ্রামে কয়েক বৎসর হইতেই একটী এণ্টিম্যালেরিয়া সমিতি বিদ্যমান থাকিয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার কিছু কিছু কার্য্য করিতেছে। এই সমিতি প্রধানতঃ কুইনাইন বিতরণ, জঙ্গল পরিষ্কার এবং পুকুরের জল সংস্কৃত করিয়া থাকে।

## খেলাধুলা—

বহু পূর্ব্ব হইতেই গ্রামের বালকেরা হাডুডু, লুকোচুরি প্রভৃতি গ্রাম্য খেলাই খেলিত। এখনকার মত ফুটবল, ক্রীকেট প্রভৃতি খেলা তখন গ্রামের ছেলেরা জানিত না। গ্রামে প্রথম ক্রীকেট খেলা প্রবর্ত্তন করেন স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন বক্সী, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন বক্সী, শ্রীযুত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুত ভুবনমোহন রায় প্রভৃতি গ্রামের তৎকালীন যুবকবৃন্দ। ইহারা তখন কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় ইহারা বিলাতী ব্যাটবল লইয়া আসিতেন। বাঘোলের মাঠ ছিল ইহাদের খেলিবার জায়গা। আস্তে আস্তে ক্রীকেট খেলা গ্রামে প্রচলিত হইয়া যায় এবং অনেকগুলি ক্রীকেট খেলার দল গড়িয়া উঠে। ইহারা কাঠের দেশে তৈয়ারী ব্যাট ও বেত বাধা বল দিয়াই খেলা করিত। ফুটবল খেলা তখনও গ্রামে প্রচলিত হয় নাই। ক্রীকেট খেলা প্রবর্ত্তিত হইবার কয়েক বৎসর পরে ১৮৯২ সালে সেনহাটীতে প্রথম ফুটবল খেলা প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীযুত কালিপ্রসন্ন দাশ, শ্রীযুত কুমুদবন্ধু দাশ, স্বর্গীয় কালীভূষণ

সেন প্রভৃতি গ্রামের তৎকালীন যুবকগণ কলিকাতা হইতে প্রথম ফুটবল আনিয়া এই গ্রামে ঐ খেলা প্রচলন করেন। বর্ত্তমানে গ্রামে ক্রীকেট খেলার খুব বেশী চলন না থাকিলেও, অনেকগুলি ফুটবল খেলিবার দল গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

## আমোদ-প্রমোদ—

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সেনহাটীতে সঙ্গীত চর্চ্চা বিলক্ষণই ছিল। বৈঠকী গান বাজনার প্রধান কেন্দ্র ছিল গণপাড়ার ৺ নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ী। স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় নড়াইলে উকীল ছিলেন। নবীন সেন মহাশয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ৺চন্দ্রনাথ সেন, ৺মতিলাল সেন, ৺গণেশচন্দ্র সেন, ইহারা সকলেই সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইহাদের বাড়ীতে পূজার পর এবং অন্যান্য অবসর সময়ে গান বাজনার আঁখড়া প্রায়ই সন্ধ্যার পর হইত। সেন মহাশয়দের একটী যাত্রার দলও কিছু দিন ছিল। বাল্যকালে আমরা ইহাদের যাত্রাভিনয় উপভোগ করিয়াছি। সেন মহাশয়েরা ভিন্ন এই দলের নায়ক ছিলেন ৺বরদাচরণ ভট্টাচার্য্য, ৺রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। এই যাত্রার দল ভাঙ্গিয়া গেলেও উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে ৺গোপী মোহন সেন কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে বৈঠকী গান বাজনা করিতে দেখিয়াছি। উক্ত কবিরাজ মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজ বাদক ছিলেন।

গ্রামে থিয়েটারের দল কিন্তু তখনও হয় নাই। কলিকাতায় যখন ন্যাসেনাল থিয়েটার খোলা হয় প্রায় সেই সময়েই স্বর্গীয় শশীভূষণ সেন, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন বক্সী, স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায়, স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র সেন মুন্সী প্রভৃতির চেষ্টায় সেনহাটীতেও একটী সখের থিয়েটার দল খোলা হয়। তাহারা তখন তৎকালীন প্রসিদ্ধ নাটক "শরৎ

সরোজিনী," "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" প্রভৃতি অভিনয় করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের মত দৃশ্যপট বা সাজসজ্জা তখন ছিল না। সতরঞ্চ বা পর্দ্দা টানাইয়া উহারা অভিনয় করিতেন। কিছু দিন পর্য্যন্ত দলটী বেশ ভাল ভাবেই চলিয়াছিল। তাহার পর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হইবার ফলে দুই ভাগ হইয়া যায়। এক দলের নেতা ছিলেন হিঙ্গুপাড়ার ৺নিবারণচন্দ্র সেন, ৺যোগেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি, আর এক দলের নেতা ছিলেন শ্রীযুত অন্নদাচরণ সেন, ৺বঙ্কিমচন্দ্র সেন বক্সী, ৺অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি। ইহার পর কিছু দিন পর্য্যন্ত থিয়েটার বড় একটা হয় নাই। সেনহাটীতে হাই স্কুল স্থাপনের পর, স্কুলের জন্মতিথি উৎসবের সময় স্কুলের ছেলেরা থিয়েটার করিত। একবার এইরূপ এক উৎসবে উপস্থিত হইয়া খুলনার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট বি, দে, মহোদয় ছেলেদের অভিনয় দেখিয়া তাহাদের খুব প্রশংসা করিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৯২ সালে হাটবাড়িয়ার জমিদারের সখের থিয়েটারের দল উঠিয়া যাওয়ায় সেই দৃশ্যপট ও পোষাকগুলি বিক্রয় হইয়া যায়। তখন কলিকাতার ১১নং মধুসূদন গুপ্তের লেনের মেসে সেনহাটীর শ্রীযুত কালিপ্রসন্ন দাশ, শ্রীযুত কুমুদবন্ধু দাশ, ৺কাশীভূষণ সেন, শ্রীযুত শ্যামা শঙ্কর দাশ, শ্রীযুত রাসবিহারী সেন, ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র সেন প্রভৃতি যুবকেরা একত্রে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। উহারা হাটবাড়িয়া থিয়েটারের ঐ দৃশ্যপট ও পোষাক কিনিয়া মহা সমারোহে গ্রামে "রাজরাণী" অভিনয় করে। সেনহাটীতে দৃশ্যপট ও পোষাক পরিয়া থিয়েটার এই প্রথম। তারপর আস্তে আস্তে গ্রামে অনেকগুলি থিয়েটার দল গড়িয়া উঠে। এখনও অনেকগুলির অস্তিত্ব আছে।

## গ্রামের জমিদার ও জমিদারী কাছারি—

দেবালয় ঐ ষ্টেট কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের নিষ্কর বাড়ীগুলিও ঐ ষ্টেট প্রদত্ত। পরে সেনহাটীর জমিদারী রামনগর ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত হয়। শুনা যায় যৌতুক স্বরূপই উহা হস্তান্তরিত হয়। রামনগর ষ্টেটের জমিদার ঘোষ চৌধুরী মহাশয়েরা নদীয়া জেলার জগদানন্দপুর নিবাসী পরমধার্ম্মিক বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। স্বর্গীয় রাধামোহন ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের কথা আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি। আমরা পাঠশালায় কলাপাতার লেপা ছাড়িয়া যখন মোটা কাগজ লিখিতে আরম্ভ করি, তখন গুরু মহাশয় প্রথমেই "মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঘোষ চৌধুরী জমিদার মহাশয় বরাবরেষু" এই পাঠে দরখাস্ত, পত্রাদি লিখিতে শিক্ষা দিতেন, ইহা বেশ মনে আছে। উক্ত ঘোষ চৌধুরী মহাশয়েরা পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণব ছিলেন। নিকটস্থ অন্যান্য জমিদারগণের ন্যায় ইহারা প্রজার প্রতি কোন দিনই অত্যাচারী ছিলেন না এবং তাঁহাদের বংশধরগণও সেইরূপ ছিলেন। গ্রামে একটী জমিদারী কাছারি বরাবরই ছিল। আমরা বাল্যকালে স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের একখণ্ড জমিতে কাছারি বাড়ী দেখিয়াছি। পরে ঐ কাছারি নদী তীরে বর্ত্তমান বাজারের পশ্চিম দিকে উঠিয়া যায়। এই কাছারিতে একজন নায়েব দুই তিন জন মুহুরী এবং দশ বার জন পেয়াদা থাকিয়া আদায় তহশিল আদি কার্য্য করিত। পরে জমিদারীর হেড অফিস মানসায় স্থানান্তরিত হয় এবং একজন ম্যানেজার উহার উপরিতন কর্ম্মচারী হয়েন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সেনহাটীর জমিদারীর ছয় আনা অংশ দশানীর খ্যাতনাম্মা জমিদার স্বর্গীয় যদুনাথ বিশ্বাস মহাশয় খরিদ করেন এবং পরে আরও কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়া জমিদারীর প্রধান অংশীদার হয়েন। দুইটী পৃথক কাছারিতে তহশীলাদি চলিতে থাকে। বৎসরাধিক

হইয়াছে এবং একজন ম্যানেজার ( Common Manager ) কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

## বিভিন্ন স্থানে যাতায়তের ব্যবস্থা—

এই গ্রাম হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাওয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এখানে আসিবার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতে নৌকা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। সুতরাং একটী পান্‌সীঘাট আমরা বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। বহু পান্‌সী নৌকা এই ঘাটে থাকিত। সেনহাটীবাসিগণ অনেকেই বহু পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে চাকুরী করিতেন। বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতে নৌকা পথে চার পাঁচ দিন লাগিত কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও উত্তর বঙ্গের বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি স্থানে নৌকাযোগে যাইতে এক মাস কি ততোধিক সময় লাগিত। সেনহাটীর অনেক ভদ্রলোক ঐ সকল জিলায় চাকুরী করিতেন। নৌকাযোগে ঐ সকল দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াতে যে কি কষ্ট হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা হইলেও এই সকল ভদ্র-লোক প্রতি বৎসরই ৺শারদীয় পূজার সময় অন্ততঃ একবার বাড়ী আসিতেন। গ্রামে তখন একান্নবর্ত্তী বৃহৎ বৃহৎ পরিবার ছিল। পরিবারের দুই একজন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি বিদেশে চাকুরী করিতেন। আর সকলেই বাড়ী থাকিতেন।

কলিকাতা হইতে খুলনা রেল লাইন হওয়া অবধি, এ সকল স্থানে রেলে যাতায়াতের খুব সুবিধা হইয়াছে। সেনহাটী হইতে দৌলতপুর রেল ষ্টেসন এক মাইলের বেশী দূর নহে। সুতরাং সেনহাটীবাসিগণের রেলযাত্রী হওয়া সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য। তদ্ভিন্ন এই গ্রামে স্বর্গীয়

বৎসর চলিতেছে। এখান হইতে একটী ষ্টীমার কালিয়া হইয়া লোহাগাড়া এবং রূপগঞ্জ পর্য্যন্ত যায় এবং অপর একটী ষ্টীমার নড়াইল হইয়া মাগুরা পর্য্যন্ত যায়। যে সকল স্থানে রেলওয়ে নাই এই ষ্টীমার-যোগে সেই সকল স্থানে যাইবারও সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পান্‌সী ঘাটও বিদ্যমান আছে। যাতায়ত সম্বন্ধে এখন আর কোন অসুবিধাই নাই।

## দেব সেবা ও দৈব কর্ম্ম—

দেব সেবা ও দৈব কর্ম্ম হিসাবে সেনহাটীকে তীর্থস্থানীয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। দৈনিক গৃহ দেবতা সেবা ও স্থায়ী দেবালয়গুলির অর্চ্চনা এ গ্রামে পূর্ব্বাপর যেরূপ হইতেছে সেরূপ অন্য কোন হিন্দু পল্লীতে হয় বলিয়া জানি না। এখানে দৈনিক শতাধিক শালগ্রাম শিলা ও সেইরূপ শিব পূজা হইয়া থাকে। স্থায়ী দেবালয়-গুলিতেও নিত্য পূজা ও পর্ব্বে অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বারোয়ারী ও গাছতলায় পূজা প্রায়ই হয়। বর্ত্তমানে পূর্ব্বের মত ধর্ম্মপ্রাণ লোক গ্রামে বিরল হইলেও পূর্ব্ব আচারিত দেব সেবা অর্চ্চনাদি ব্রাহ্মণ বৈদ্যের মধ্যে হওয়ার বাধা হইতেছে না। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বাটীতে নিত্য শালগ্রাম শিলা ও শিব পূজা হইয়া থাকে। যাঁহারা বাটীতে থাকেন না, বিদেশেই পরিবার সহ বাস করেন তাঁহাদের বাটীতেও শালগ্রাম ও শিব পূজার ব্যবস্থা আছে।

এই স্থানে সেনহাটীর স্থায়ী দেবালয় ও গাছতলাগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

## কালী বাড়ী—

এই দেবালয়ে ৺কালীতারামাতা ও মহাদেবের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গলা ১২৬৩ সালে অরবিন্দ বংশীয় স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র দাশ মহাশয় এই কালীবাটীর জন্য একটী ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তদবধি কালী মূর্ত্তি উহাতেই অবস্থিত আছে। এই কালীবাড়ীর সেবাইত গোপাল পাড়ার চক্রবর্ত্তী বংশীয় ব্রাহ্মণগণ এখনও রীতিমত কালীমাতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এই জন্য চাঁচড়া ষ্টেটের প্রদত্ত নিষ্কর জমী তাহারা এখনও ভোগ করিতেছেন। বাঙ্গলা ১৩০৭ সালে যাটঘর নিবাসিনী স্বর্গীয়া স্বর্ণময়ী গুপ্তা কালীবাটীর জন্য একখানি টিনের চৌচালা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। সেনহাটীতে কন্যার বিবাহ দিবার পর কুলীন মর্য্যাদা স্বরূপ তিনি ঐ ঘরখানি তৈয়ারী করিয়া দেন।

## মনসা বাটী—

এই দেবালয়টী বহুদিন হইতে গ্রামের মধ্যে ৺কালীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত আছে। ৺কালীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী ও পিতৃব্য স্বর্গীয় রামহরি চক্রবর্ত্তী কি তাহাদের উর্দ্ধতন কোন পূর্ব্ব পুরুষ এই দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই দেবালয়টী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে কিন্তু সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয়। খুব সম্ভবতঃ নিজেদের বংশ গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা নিজ বাটীতে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা নিজেরাই ইহার সেবায়ত। এই দেবালয়ে মৃন্ময়ী মনসার মূর্ত্তি আছে।

## সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ী—

এই দেবালয়টি গুপ্ত কালী বাড়ী নামেই খ্যাত ছিল। কোন সময়ে ঐ দেবালয়টী স্থাপিত হয় তাহা জানা যায় না। দুইটী

ইহা গ্রামের তৎকালীন সম্পন্ন গৃহস্থ গুপ্ত মহাশয়দের প্রতিষ্ঠিত। গুপ্ত বংশের শেষ পুরুষ গোলক গুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। কিন্তু দেবালয়টীর পরিচালনার ভার স্বর্গীয় আনন্দ-চন্দ্র মুখার্জ্জীর উপর পড়ে। তিনিই উহার সেবায়িত ছিলেন এবং এই দেবালয় সংলগ্ন জমিতে তাহার বসতবাড়ী এতদুদ্দেশ্যেই নিষ্কর করিয়া দেওয়া হয়। এই দেবালয়ে প্রস্তরময়ী কালী প্রতিমার সহিত একটী বিষ্ণু মূর্ত্তি ও একটী শিবলিঙ্গ আছে। মূর্ত্তিগুলি সবই ভগ্ন অবস্থায় আছে এবং বহু দিন পূজা অর্চ্চনার ফলে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই মূর্ত্তি যে গৃহে অবস্থিত ঐ গৃহের মৃন্ময় প্রাচীর শ্রীযুত হরিচরণ সেন মহাশয় এবং কপাট শ্রীযুত গিরীন্দ্রমোহন সেন নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

## বিজয়াতলা—

এই গাছ তলায় ৺বিজয়াচণ্ডীর নিত্য পূজা হয় এবং শনি মঙ্গলবার গ্রামের মহিলাগণ এখানে পূজা দিয়া থাকেন। শীতকালে শনি মঙ্গল-বার এখানে মহিলাদের পূজার খুব ভীড় হয়। এই গাছতলাটী গ্রামের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই গাছতলাটী সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনিয়াছি। প্রসিদ্ধ সাধক ঠাকুর সর্ব্বানন্দ দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়া যখন সেনহাটীতে বাস করিতেছিলেন তখন এই স্থানে বসিয়াই তিনি সাধনা করিতেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই গাছ-তলায় যে কোন সময় একটী ইষ্টকালয় ছিল বর্ত্তমান ভগ্ন ইষ্টকালয়ের স্তূপই তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়। সেবাইতদের দেবী স্বপ্নে আদেশ দেন যে, "আমাকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না" তাই সেই ইষ্টকালয়টী চূর্ণ হইয়া যায়—গাছের ডালপালা শিকড়ে উহা ভগ্ন হইয়া

ইষ্টকখণ্ড বাঁধিয়া রাখিয়া আইসে এবং সিদ্ধ হইলে উহা খুলিয়া দেয়। এই রীতি এখনও প্রচলিত আছে।

## ঠাকুর ঝি মা তলা—

এখানে ভদ্রকালী বা রণযক্ষিণীর পূজা হয়। এই গাছতলাটীও বহু পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত। কথিত আছে যে সর্ব্ববিদ্যা বংশীয় ব্রাহ্মণগণ যখন দেবনগরে (বর্ত্তমান দেয়াড়া) বাস করিতেছিলেন তখন ঐ বংশের সাধক রাঘবেন্দ্র কবিশেখর এই গাছতলায় বসিয়া সাধনা করিতেন। সাধনার সুবিধার জন্য তিনি দেবনগর হইতে এই গাছতলার নিকটে নিজ বাসগৃহ উঠাইয়া আনেন। তাহাতে নাকি স্বপ্নে আদেশ হয় যে "আমি নির্জ্জনতা চাই সংসারের গণ্ডগোল আমার ভাল লাগে না।" সাধক রাঘবেন্দ্র তখনই বাসগৃহ ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া যান। গ্রামে বিবাহ, পৈতা, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি কোন শুভ কর্ম্ম হইলে সেই বাড়ীর মেয়েরা ঠাকুর ঝি মা তলায় পূজা দিয়া থাকেন। এই স্থানে মনস্কাম সিদ্ধ হইলে মহিলারা বিভিন্ন রংএর মশারী দিয়া পূজা দিয়া থাকেন।

## শিব বাটী—

এই দেবালয়টী গ্রামের সর্ব্ব আধুনিক। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক নদীয়া জিলার উলার জঙ্গল হইতে একটি উচ্চ কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ আনিয়া গ্রামের নদীতীরে ডাক্তারখানার নিকটে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখানে নিত্য পূজা হয় এবং শিবরাত্রে খুব সমারোহে উৎসব হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন অনেক বাড়ীতে শিবলিঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে এবং নিত্য পূজা হইয়া থাকে। এই নিত্য শালগ্রামশিলা পূজা চট্টগ্রাম

চলিতেছে। স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র সেন মহাশয়ই এই ব্রাহ্মণদিগকে গ্রামে প্রথম আনিয়া নিজ বাটীতেই থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিত্য বহু শালগ্রাম পূজার সুব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

## সেনহাটীতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাব—

যে সময়ে কলিকাতা মহানগরী, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে পুণ্যশ্লোক রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসার হইতেছিল এবং স্বর্গীয় খ্যাতনামা ধর্ম্ম সংস্কারক দেশ বিখ্যাত বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে উহার প্রভাব বিস্তার হইতেছিল, সেই সময়ে সেনহাটী নিবাসী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ রায় মহাশয় এবং তাঁহার তৎকালীন সমবয়স্ক বন্ধুপ্রবর বরিশাল জেলার স্বনাম ধন্য মহাপুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এই ধর্ম্মের সারবত্তায় প্রণোদিত হইয়া পড়াশুনা পরিত্যাগ করেন এবং ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন ও উহার অনুশীলনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। উভয়ে একত্রে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মে মাতোয়ারা হয়েন। প্রিয়নাথ বাবুর ঐ প্রভাবই শেষে এই সু-সভ্য পল্লীতে যুবক ও ছাত্রগণের মধ্যে বিস্তৃত হয় এবং উহারই ফলে শিক্ষিত যুবক ও ছাত্রগণের একটি ব্রাহ্ম সমাজ এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক দিন ঐ সমাজের সুপরিচালনা হইয়াছিল। উহার সাপ্তাহিক উপাসনাদি কার্য্য কখনও রায় মহাশয়ের বাটীতে, কখনও স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে সম্পন্ন হইত। গ্রামের তৎকালীন খ্যাতনামা যুবক স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেন ও ডাক্তার হরিচরণ সেন প্রভৃতির উপরও ঐ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল। গ্রামে উপস্থিত থাকার সময়ে তাঁহারাও আন্তরিক ভাবে ঐ সমাজে

সারদাকান্ত দাশ ও স্কুলের কতিপয় ছাত্র ইহার বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। আচার্য্যের কার্য্য মনোমোহন সেন মহাশয় উপস্থিত থাকিলে তিনিই করিতেন। সচরাচর প্রিয়নাথ বাবুর দ্বারাই উহা সুসম্পন্ন হইত। সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন স্বর্গীয় হরষিত ঘোষাল এবং তাহারই কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত নটবর ঘোষাল। ইহারা উভয়েই সুগায়ক ছিলেন। কলিকাতা হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারকগণও কেহ কেহ প্রচার কার্য্যে এ গ্রামে উপস্থিত হইতেন এবং সমবেত যুবক ও ছাত্রগণকে বক্তৃতা ও উপদেশ দানে উৎসাহিত করিয়া যাইতেন। এই প্রচারকগণের মধ্যে ৺দীননাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নাম আমার স্মরণ আছে। মিত্র মহাশয় ত্রিগুণা বাবুর সহপাঠী ছিলেন এবং তাহারই অনুরোধে এ গ্রামে প্রচার কার্য্যে আসিয়াছিলেন। যে সভায় মিত্র মহাশয় বক্তৃতা করেন ঐ সভা স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গানাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরেই সমাজটীর অস্তিত্ব লোপ হয়। তাহা হইলেও ধর্ম্মের প্রভাব উল্লিখিত অনেক ব্যক্তির উপরই বর্ত্তমান ছিল। প্রিয়নাথ বাবুর বিষয় কার্য্যে স্থানান্তরিত হওয়া সমাজটীর অবসানের কারণ ছিল।

পরবর্ত্তীকালে স্বর্গীয় প্রমদা চরণ সেনই বোধ হয় গ্রামের সর্ব্বপ্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তিনি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করেন এবং ধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। এই সময়েই শ্রীযুত মন্মথমোহন দাশ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া ঐ সমাজে আন্তরিক ভাবে যোগদান করেন। তিনি শেষে ঐ ধর্ম্মে বিধিমত দীক্ষিত হইয়া বরিশালে বিষয় কর্ম্মে স্থিত হয়েন এবং বরিশালবাসী দীক্ষিত ব্রাহ্মগণের মধ্যে স্থান লাভ করেন। মন্মথ বাবু বর্ত্তমানে বরিশালে ব্রাহ্মদিগের নেতৃস্থানীয়। স্বর্গীয় ললিত

অশ্বিনী কুমার দত্তের প্রভাবের সময় নিষ্ঠা ও সততায় তাহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। অশ্বিনী বাবুর "ভক্তিযোগ" নামক সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতাটি পুস্তকাগারে প্রকাশ হইবার মূলে তিনিই ছিলেন।

—:-:—

# প্রাচীন সেনহাটী

## সেনহাটীর প্রাচীনত্ব—

সেনহাটীতে প্রথম কোন সময়ে লোকে বসতি করিতে আরম্ভ করে, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বৈদ্যগণের আগমনের পূর্ব্বে এখানে কোন বসতি ছিল কিনা তাহাও সঠিক জানা যায় না। কতকগুলি জনশ্রুতি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে বৈদ্যগণের পূর্ব্বেও এখানে লোকে বসতি স্থাপন করিয়াছিল ইহা মানিয়া লইতে হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কাটানী ব্রাহ্মণগণই এই গ্রামের আদিম বাসিন্দা এবং জঙ্গল কাটিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদের ঐরূপ নাম হইয়াছে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন বৈদ্যগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যে গ্রামের নাম সেনহাটী হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বৈদ্যগণ কোন সময়ে সেনহাটীতে আগমন করেন তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কবিরাম কৃত "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন

নির্ম্মাণ করেন এবং এই অঞ্চলে "সেনহট্ট" নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে এই সেনহট্টই বর্ত্তমান সেনহাটী গ্রাম। কিন্তু ইহা যে সত্য তাহার কোন প্রমাণ নাই।

সেনহাটীর অরবিন্দ বংশ গৌরব প্রসিদ্ধ কুলজি রচয়িতা রামকান্ত দাশ কবি কণ্ঠহার "পঞ্চসপ্ত তিথৌ শকে" ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে "সদ্বৈদ্যকুল পঞ্জিকা" প্রণয়ন করেন। কবি কণ্ঠহার চায়ূদাশ বংশীয়। ঐ বংশীয় নৃসিংহ দাশ হিঙ্গু সেনের সম সাময়িক। হিঙ্গু সেনই প্রথম সেনহাটীতে আগমন করেন। কবি কণ্ঠহার নৃসিংহ দাশ হইতে দশম পুরুষ। দশম পুরুষে মোট ৩৫০ বৎসর ধরিলে হিঙ্গুর সময় ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং ইহা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বৈদ্যগণ সেনহাটীতে প্রথম আগমন করেন এবং ঐ সময় হইতেই এই গ্রামের নাম সেনহাটী হয়।

## রাজবল্লভের কীর্ত্তি—

সেনহাটীতে ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ রাজবল্লভ কৃত একটী ঝিকটী বাড়ী ও একটী দোলমঞ্চ এখনও বিদ্যমান। তৎকালীন স্থাপত্যের আদর্শানুসারে রাজবল্লভ যে সকল কারুকার্য্যময় সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার কোন নিদর্শনই নাই। তাই সামান্য হইলেও মহারাজ রাজবল্লভের কীর্ত্তির শেষ চিহ্ন বলিয়া এই অর্দ্ধ ভগ্ন মন্দির দুইটীর যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

কোন উপলক্ষে এবং কি সূত্রে রাজবল্লভ সেনহাটী গ্রামে এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস নিম্নে লিখিত হইল।

রাজা রাজবল্লভ বৈদ্য সম্প্রদায়ের উজ্জ্বলতম গৌরবপাত্র ও

বলভদ্র বংশ সম্ভূত ছিলেন। ঢাকার নবাবের দেওয়ান ও দক্ষিণ হস্ত থাকিয়া তিনি প্রভূত ধন ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। সর্ব্বোচ্চ কুলীন সেনহাটীর বৈদ্যগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তিনি এই সেনহাটী গ্রামে তাঁহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া শুভাগমন করেন। এই সময়ে সেনহাটীতে অরবিন্দ বংশে কন্দর্প রায় নামে একজন বৈদ্য কুলীন বাস করিতেন। ইঁহার কমলা নাম্নী একটী সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা ছিল। ঐ কন্যার সহিত নিজের পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধের জন্য রাজবল্লভ উক্ত রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হয়েন। কথিত আছে যে রায় মহাশয় তখন খড় দিয়া চাল ছাইতে ছিলেন। রাজবল্লভকে দেখিয়া তিনি নীচে নামিয়া আইসেন এবং অন্য আসনের অভাবে তিনি খড়ের আটী ও চাটাই পাতিয়া দিয়াই তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। কথা প্রসঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিলে রায় মহাশয় অকুলীনে কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হইলেন না। তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার মানসে রাজবল্লভ প্রভূত ধন সম্পত্তি তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন এবং বিস্তর জোত জমা এবং পাকা বাড়ী করিয়া দিতে চাহিলেন কিন্তু এমনি ছিল তার কুল গৌরব যে কন্দর্প রায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি সগর্ব্বে বলিলেন — "আমি দরিদ্র হইলেও আপনার সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া করিয়া আমার কুল মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারি না। আমার ধনে স্পৃহা নাই। যত দিন আমার বাগানে ডুমুর ও অন্যান্য আহার্য্য ফল আছে তত দিন আমার বেশ চলিয়া যাইবে।" এই উত্তরে রাজবল্লভ ক্ষুব্ধ হইয়া চলিয়া যান। কন্দর্পরায়কে বাধ্য করিবার জন্য তিনি সেনহাটীর তৎকালীন ভূস্বামী চাঁচড়ার রাজা শ্রীকণ্ঠকে বাকী খাজনার অছিলায় ঢাকায় তলব করেন। রাজা শ্রীকণ্ঠ ঢাকায় উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে আটক করেন এবং তাঁহাকে জানান যে যদি শ্রীকণ্ঠ

পারেন তবেই তিনি মুক্ত হইতে পারিবেন। অর্থের প্রলোভন যাহা করিতে পারে নাই রাজভক্তি সহজেই তাহা সম্পাদন করিল। কেবল মাত্র রাজার মুক্তির জন্য কন্দর্প রায় এই বিবাহে সম্মত হইলেন। ইহার পর রাজবল্লভের পুত্র গঙ্গাদাসের সহিত কন্দর্প রায়ের কন্যা কমলার বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহ উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের প্রথানুযায়ী কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদর্শনের জন্য রাজবল্লভ বৈবাহিক কন্দর্প রায়ের বাটীতে পূর্ব্বোক্ত মঠাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

যে কন্যা এই গ্রাম হইতে যাইয়া রাজবল্লভের পুত্রবধূ হয়েন তাহার পিতৃকুল মর্য্যাদা জ্ঞান সম্বন্ধে একটী গল্প শুনা যায়। এই গল্পটী কাল্পনিক কি সত্য তাহা বলিতে পারি না। রাজ পুত্রবধূ হইয়া যখন তিনি স্বামী গৃহে প্রথম গমন করেন তখন একদিন তাহার স্বামী তাহাকে বলিয়াছিলেন —"তোমার পিতা এমন দরিদ্র যে আমার দেশ মান্য রাজা পিতাকে চাটাইএ বসিতে দিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি রাজোচিত অট্টালিকায় আছ এবং রাজ পরিবারের বধূ হইয়াছ ইহা তোমার কম সৌভাগ্যের কথা নহে।" উত্তরে রাজবধূ বলিয়াছিলেন "আমার পিতা যদি তোমার পিতার মনিব নবার ঘরে আমার বিবাহ দিতেন তাহা হইলে আমি ইহা অপেক্ষাও অনেক সুখী হইতে পারিতাম।" এই শ্লেষাত্মক উত্তর রাজবধূর পিতৃকুল মর্য্যাদার উপযুক্তই হইয়াছিল।

এই সময়ে রাজবল্লভ তাঁহার এক কন্যার বিবাহ এই গ্রামে অরবিন্দ বংশীয় ৺ চন্দ্রচূড় দাশ মহাশয়ের প্রথম পুত্র ৺ গোবিন্দরাম দাশ মহাশয়ের সহিত এবং তাহার পুত্র কৃষ্ণদাশের বিবাহ ঐ বংশীয় বলরাম রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত দিয়াছিলেন। বলরাম দাশ মহাশয়ের বাটীতে রাজবল্লভ প্রদত্ত একটী মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে এবং গোবিন্দরাম দাশ মহাশয়ের বাটীতেও মন্দিরাদি

ভগ্নাবশেষও স্তূপীকৃত ইষ্টকাদি আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি এবং এক্ষণেও স্থানে স্থানে আছে। আমরা বংশের প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে এই বিবাহের পর রাজা রাজবল্লভের কন্যার সহিত বহু দাসদাসী দাশ মহাশয়ের গৃহে আসিয়াছিল কিন্তু রাজকন্যা দরিদ্র স্বামী-গৃহে আসিয়া গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম নিজ হস্তেই করিতে ভালবাসিতেন দাসদাসীদের করিতে দিতেন না।

## সরকার ঝি—

গ্রামের এই অতি পুরাতন দিঘীটী কোন সময়ে এবং কাহার দ্বারা খনন করা হয় সে কথা ঠিক মত জানা যায় না। এই দিঘী সম্বন্ধে অনেকগুলি কিম্বদন্তী আছে। বৈদ্যেরা সেনহাটী আসিবার বহু পূর্ব্বে কোন এক মুসলমান কর্ত্তৃক এই খাঞ্জালী দিঘীটী খনন করা হইয়াছিল। এই সময়ে এই গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু বাস করিত। ঐ লোকটী নবাবের সরকার ছিল। কেহ কেহ বলেন, ঐ লোকটির নাম ছিল রাজরাম সরকার। যাহা হউক, সরকার মহাশয়ের একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা ছিল। এই সুন্দরী কন্যাটীর কথা নবাবের কর্ণগোচর হইলে নবাব নিজের পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কয়েক জন কর্ম্মচারীকে ঐ কন্যাটীকে আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই পাপিষ্ঠদের হাত হইতে নিজের সতীত্ব ও বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সরকার মহাশয়ের যুবতী কন্যা এই পুকুরের জলে ডুবিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। সেই সময় হইতেই পুকুরটী 'সরকার ঝি' নামে অভিহিত। দিঘীটী যে কোন মুসলমান খনন করিয়াছিল ইহা এক প্রকার নিশ্চিত, কারণ দিঘীটীর দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে। এই দিঘীটীর উত্তর পাড়ে একটী ভগ্ন ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটলার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু এই সরকার মহাশয় কে ছিলেন বা গ্রামের কোন অংশে তাহার বাড়ী ছিল তাহা বর্ত্তমানে কিছু জানা যায় না।

এই পুকুর সম্বন্ধে বাল্যকালে প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারাও শুনিয়াছেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে এই পুকুরে দেবতার বিশেষ প্রভাব ছিল এবং ধন দৌলত ছিল। গ্রামে কোন ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে প্রার্থনা করিলেই এই পুকুর হইতে মূল্যবান বাসনাদি পাওয়া যাইত এবং কার্য্যান্তে ফিরাইয়া দিতে হইত। একবার কে একজন নাকি ঐরূপ বাসনপত্র ফিরাইয়া দিবার সময় একখানি বাসন লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেই সময় হইতে আর ঐরূপ বাসন পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বকালে এই পুকুরটী দুই হাত আড়াই হাত পুরু ধাপে আবৃত ছিল এবং এই ধাপের উপর অনেক আগাছা জন্মিত। শুনা যায় যে ঐ ধাপ এত পুরু ছিল যে গরু বাছুর অক্লেশে উহার উপর দিয়া চরিয়া বেড়াইত। এই পুকুরের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী বৃহৎ ধাপ প্রতি বৎসর পৌষ মাসের পূর্ণিমার দিন ডুবিয়া যাইত এবং মাঘ মাসে পূর্ণিমার দিন পুনরায় ভাসিয়া উঠিত। তৎকালীন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মন্‌রো সাহেব গ্রামের জমিদারগণকে এই পুকুর পরিষ্কার করিবার আদেশ প্রদান করেন কিন্তু বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া একটু পরিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হয়েন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকের চেষ্টায় উহা ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত হয়।

## শিবানন্দ দিঘী—

সরকার ঝির ন্যায় শিবানন্দ দিঘীও গ্রামের একটী অতি পুরাতন দিঘী এবং স্মরণাতীতকাল হইতে গ্রামে বিদ্যমান আছে। শিবানন্দ দিঘী কোন সময়ে এবং কাহার দ্বারা খনিত হয় তাহার ঠিক তথ্য অবগত হওয়া যায় না। ইহার সম্বন্ধেও অনেক আশ্চর্য্য কিম্বদন্তীও জনশ্রুতি আছে। শিবানন্দ নামক এক প্রবীণ সাধক নাকি এক রাত্রে

দৈববলে ইহা খনন করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই শিবানন্দ, ঠাকুর সর্ব্বানন্দের পুত্র। ইহার উচ্চ পাড় চারি দিকে এখনও বিদ্যমান থাকিয়া পুকুরের প্রশস্ততা ও গভীরতা প্রকাশ করিতেছে। পুকুরে এক্ষণে অল্প জল আছে কিন্তু উহা খুব পরিষ্কার এবং সব সময়েই জল থাকে। ইহার পশ্চিম উত্তর কোণে "সুতি" বলিয়া বিলের মধ্যে একটী স্থান আছে উহাতেও বার মাসই জল থাকে। কলসী ডুবে না কিন্তু জল খুব পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর।

## নাককাটির খাল—

পূর্ব্বোক্ত সুতির একদিকে নাককাটির খাল নামে একটি খাল ছিল। উহার নাককাটি নাম সম্বন্ধে একটি গল্প শুনা যায়। উহাতে নাকি ধন দৌলত অনেক ছিল এবং অভাবগ্রস্ত লোক সময় সময় প্রার্থনা করিয়া ধন প্রাপ্ত হইত। এক দরিদ্রা বৃদ্ধা নাকি এক সময় ধন প্রার্থনা করায় তিন কোষ ধন লইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লোভবশতঃ উহার বেশী লইতে উদ্যত হইলে উহার নাক কাটিয়া ধন-রাশী বাহির হইয়া যায়। যে রাস্তা দিয়া ঐ ধনরাশীপূর্ণ কলসীগুলী বাহির হইয়া যায় তাহাই একটি খাল হইয়া যায়। এই সকল জনশ্রুতির কোন ঐতিহসিক মূল্য না থাকিলেও গ্রামের ইতিহাসে উল্লেখ যোগ্য।

## সমাজপতির জাঙ্গাল—

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ধন্বন্তরী সেনের পুত্র হিঙ্গু সেন প্রথম সেনহাটীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। হিঙ্গু সেন সমাজপতি ছিলেন। তিনি যে স্থানে অসিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করেন উহাকেই সমাজ পতির জাঙ্গাল বলা হয়। এক্ষণে উহা নদীর তীর হইতে হিঙ্গু পাড়ার ভিতর আসিবার রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। রাস্তাটীর

প্রশস্ততাই উহা যে এক সময় নীচু জমীর মধ্যস্থ বসত ভীটা ছিল তাহা প্রমান করিয়া দেয়।

## সাধক—

সেনহাটীর সুদূর অতীতের একজন বিখ্যাত সিদ্ধ পুরুষের কথা আমরা বাল্যে প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি। এই সিদ্ধ পুরুষ অরবিন্দ বংশীয় নরহরি দাশ কবীন্দ্র বিশ্বাস। এই পুরুষোত্তম একজন বিশিষ্ট তন্ত্রজ্ঞানী সংস্কৃত পণ্ডিত ও শাক্ত সাধক ছিলেন। পূণ্যশ্লোক সিদ্ধ মহাপুরুষ দেশ পূজ্য সর্ব্বানন্দ ঠাকুর এই বৈদ্যকুল চুড়ামণীর জ্ঞান ও সাধনার পরিচয় পাইয়া ইহাকে স্বেচ্ছায় নিজ সিদ্ধ ইষ্ট মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্রেই এই মহাত্মা ৺কামাখ্যায় সিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে সিদ্ধিলাভান্তর আসাম হইতে সেনহাটী প্রত্যাগমন কালে তিনি কয়েকটি দেববিগ্রহাদি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। উহা এক্ষনেও বর্ত্তমান আছে।

কবীন্দ্র বিশ্বাস ও মূর্ত্তি আনয়ন সম্বন্ধে নানা প্রকার কিম্বদন্তী আছে। কথিত আছে যে এক মহানবমীর দিন প্রত্যূষে দেবী দূর্গা বালিকার মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা দেন। দেবীর নির্দ্দেশ অনুসারেই তিনি কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগ হইতে লক্ষ্মী ও বাসুদেব বিগ্রহ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ও কালিকা পুরাণ পুথি লইয়া দেবীর মায়া বলে স্বর্ণ নৌকারোহণে এক রাত্রের মধ্যেই কামাখ্যা হইতে সেনহাটীতে আগমন করেন। নিজ ঘাটে আসিয়া তিনি একটি কদলি বৃক্ষের সহিত নৌকাখানি বাঁধিয়া প্রথমে বাসুদেব বিগ্রহ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ও কালিকা পুরাণ পুথি লইয়া গৃহে গমন করেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখেন যে লক্ষ্মীমূর্ত্তি, স্বর্ণ নৌকা, যে কদলি বৃক্ষে তিনি

কদলি বৃক্ষটি ছিল তাহা চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হইয়াছে। ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে ফিরিয়া তিনি বাসুদেব বিগ্রহের পূজা করিতে লাগিলেন।

কবীন্দ্র বিশ্বাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র বিশ্বনাথ কবিরাজের সময় চাঁচড়ার তৎকালীন রাজা শ্রীকণ্ঠ সেনহাটীতে আগমন করিয়া এই বাসুদেব ঠাকুরের বাসের জন্য একটি ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহার নিয়মিত পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২৩৲ বিঘা জমী দান করেন। সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়ায় স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়া উহার সেবা ও পূজার বন্দোবস্ত করেন। বর্ত্তমানেও ঐ মূর্ত্তি কবির গৃহে পূজিত হইতেছে। বাসুদেব মূর্ত্তিটী কষ্টি পাথরের বলিয়া বোধ হয়। ইহা উচ্চতায় প্রায় দুই ফিট হইবে। প্রস্তর মূর্ত্তিটি আসামী শিল্প পরিচায়ক বৌদ্ধ মূর্ত্তির ন্যায়। কালিকা পুরাণ পুঁথিখানি আসামী অক্ষরে লাল কালীতে হস্তলিখিত। ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহা বর্ত্তমানে স্বর্গীয় আনন্দ মোহন রায় মহাশয়ের বাটীতে পূজিত হইয়া থাকে। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খটী পূর্ব্বে ৺কৃষ্ণকান্ত রায় মহাশয়ের বাটীতে ছিল এক্ষণে সেখানে নাই।

কবীন্দ্র বিশ্বাসের ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিনীও স্বামী প্রদত্ত মন্ত্রে সেনহাটীতে সিদ্ধা হয়েন। তিনি যে বেলতলায় সাধনা করিতেন তাহার চিহ্ন ৺কৃষ্ণকান্ত রায় মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে অমাদের উর্দ্ধতন পুরুষেরা দেখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। কবীন্দ্র বিশ্বাস প্রসঙ্গে আরও কথিত আছে যে তিনি কামাখ্যায় সাধনার জন্য যাইবার সময় হিঙ্গুবংশীয় তাহারই সাধক জামাতাকে সঙ্গে লইয়া যান এবং তিনিও কামাখ্যায় সিদ্ধ হয়েন। এই জামাতাও সেনহাটীতে প্রত্যাগমন কালীন

এখনও স্বর্গীয় কবিরাজ গৌরকিশোর সেন মহাশয়ের বাটীতে রক্ষিত আছে এবং পূজিত হইতেছে।

## কবি—

কবি হিসাবে সেনহাটীতে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মের এক শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বেও কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। অরবিন্দ বংশীয় স্বর্গীয় পণ্ডিত হরিহর দাশ কবিচন্দ্র সেনহাটীর প্রথম পাঁচালীকারক। তাঁহার প্রণীত সত্যনারায়ণের পাঁচালী তাঁহার কবিত্বের চমৎকার নিদর্শন। যে বাঙ্গলায় এই পাঁচালি লিখিত তাহা সেই সময়ের চলিত বাঙ্গলা ভাষার উচ্চ ও আদর্শ স্থানীয় বলা যাইতে পারে। নমুনা স্বরূপ আমরা নিম্নে ঐ পাঁচালির একটী অংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহার ছন্দ যেমন সরল ও সুন্দর বর্ণনাভঙ্গীও তেমনি চিত্তাকর্ষক।

"চলিল তরণী তরল শরণী
ক্ষেপনী লাখে লাখে।
বাজায়ে পনব মুরদ দুন্দুভ
দামামা ঝাকে ঝাকে॥
বিবিধ বসনে কম্পিত পতাকা
ঝলকে ঝলকে জ্যোতি।
শারদ চন্দ্রিমা বেড়িয়া যেমন
স্ফুরিত তারকা ভাতি॥
অনেক বাজনে কম্পিত ধরণী
সদাগর করে গতি।
বাদ্যের শবদে সমুদ্র উথলে

নাবিকগণেতে ক্ষেপনী ক্ষেপিতে
দেখিতে চমকে আঁখি।
উভয় পক্ষ মেলিয়া যেমন
গগনে উড়িছে পাখী॥
সলিল উর্ম্মিল ললিত তরঙ্গ
ভ্রম হয় যেন ভানু।
জলদে উদিত উদয় যেমন
বাসব বিজয় ধনু॥"

## সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতা—

প্রাচীন যুগে সেনহাটীর গৃহকর্ত্তাদের সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতার বহু গল্প আমরা প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি। সেনহাটীর নবদ্বীপ বিজয় প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিনোদরাম কবিরত্নাকরের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। টোলের সাহায্য বাবদ রাজা কৃষ্ণরাম কবিরত্নাকরকে অল্প করে কয়েকটী গাতি জমি দিয়াছিলেন একথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক দিন কবিরত্নাকর সমস্ত দিন অধ্যাপনার পর ইষ্টদেবের আরাধনায় বসিয়াছেন এমন সময় জমিদারের কাছারির পেয়াদা খাজনার তাগিদে আসিল। এইরূপে ইষ্টদেবের আরাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় কবিরত্নাকর অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ না করিয়া তিনি জল স্পর্শ করিবেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ মানিক বক্সির বাটীতে গিয়া তাহার গাতি জমীগুলি লইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে অনুরোধ করিলেন। মানিক প্রথমে সম্মত হইলেন না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কবিরত্নাকর সেই সময়ে সেই স্থানে বসিয়াই বিনা পণে মানিককে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে

বাড়ী ফিরিয়া তবে অন্নজল গ্রহণ করিলেন। এমনই ছিল তাঁহার নিস্পৃহতা ও ভগবদ্ভক্তি।

রাজা রাজবল্লভের পতনের পর তৎকালীন নবাব মীর কাসিমের লোক তাঁহার ধন সম্পত্তি যেখানে যাহা ছিল লুটতরাজ করিতে থাকে। ঐ লুণ্ঠনকারীগণ ঐ উপলক্ষে এই গ্রামে আসিয়া গোবিন্দরাম দাশ মহাশয়ের বাটী লুট করিয়া মূল্যবান বাসন ও আসবাবাদি লইয়া যায়। উহারা একটী মূল্যবান বাসন ফেলিয়া যায় ও বাটীর নিজস্ব কোন সামান্য জিনিস লইয়া যায়। তৎকালীন গৃহকর্ত্তা দেখেন রাজবল্লভ প্রদত্ত মূল্যবান একটী জিনিস লয় নাই এবং একটী পৈতৃক সামান্য জিনিস লইয়া গিয়াছে। তিনি তথনই অনুসন্ধান করিয়া ঐ লুণ্ঠন-কারীগণের নিকট গমন করেন এবং ঐ মূল্যবান জিনিসটী লইয়া তাঁহার পৈতৃক সামান্য জিনিসটী ফিরাইয়া পাইবার দাবী করেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ইহা গৃহকর্ত্তার প্রশংসনীয় সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগের পরিচায়ক।

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই গ্রামে রামকান্ত ন্যায়বাগীশ নামে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভদ্র পল্লী বলিয়া নিজ বাস কোটালি-পাড়া হইতে এই সেনহাটী গ্রামে বাস করিতে থাকেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় টোলে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বায়ুরোগ থাকায় একটী লোককে "দা" দিয়া সাংঘাতিকরূপে আহত করেন। লোকটী বাঁচিয়া যায় কিন্তু এই উপলক্ষে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হয়। ন্যায়বাগীশ মহাশয় সাক্ষীরূপে আদালতে উপস্থিত হইয়া বলেন, "গোবিন্দের ত্রুটি কিছুই ছিল না, দা'খানি ভোতা বলিয়া লোকটী বাঁচিয়া গিয়াছে।" একমাত্র পুত্রের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় এইরূপ প্রমাণ আজকাল কয়জন লোক

পরিচায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

## সংস্কৃত পাণ্ডিত্য—

সংস্কৃত পাণ্ডিত্যে সেনহাটী এক সময়ে সমগ্র বঙ্গ দেশের গৌরব-স্থল ছিল। আমরা নিম্নে স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাশ বি, এল, মহোদয় লিখিত "A general history of Senhati" নামক report হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিয়া দিবে যে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় সেনহাটী কত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

"Sanskrit which has been pronounced by Sir W. Jones to be of more wonderful structure, more perfect than Greek more copious than Latin and more exquisite than either, was cultivated here at Senhati with remarkable assiduity and admirable success. There was scarcely a family one hundred years ago among the Brahmins and the Baidyas which could not send forth dozens of Sanskrit Pandits. The very title which they acquired indicate that they were men of vast erudition. The old inhabitants were not only learned but at the same time too simple and poor and void of lust for wealth and we are grieved to find how much degenerated their present descendants have been in the scale of civilization, when we see that the former zamindar of this village—the Rajas of Chanchra—took a pride in being the landlord of Senhati. It is said that once Raja Krishna Chandra of Nadia wanted to exchange his Nadia with Senhati which the Raja of Chanchra refused. However exaggerated the traditions and legends of

Senhati may be, it must be confessed, that in the culture of Sanskrit lore Senhati held, in days or yore, a fair competition with Nadia the celebrated cradle of Sanskrit learning."

সর্ব্বানন্দ বাবু যখন যশোহরে থাকিতেন, তখন যশোহরের তৎকালীন জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেবের অনুরোধে তিনি উপরোক্ত report খানি লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে উপহার দেন।

পাণ্ডিত্যে কবিরত্নভূষণ শিবনাথ সেন ও বিনোদরাম কবিরত্নাকর কিরূপে নবদ্বীপের পণ্ডিতদের জয় করিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নিম্নে সেনহাটীর নবদ্বীপ বিজয়ের আর একটী কাহিনী বর্ণনা করিলাম।

সেনহাটী অরবিন্দ বংশে রামেশ্বর কবিমনি মুনসী নামে এক অদ্বিতীয় সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। চাঁচড়ার তৎকালীন রাজা শ্রীকণ্ঠের সভাপণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান। রাজা শ্রীকণ্ঠ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তিনি এক সময়ে নবদ্বীপের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত রামেশ্বরের চেহারা অতি কুৎসিৎ ছিল। রাজ সভায় প্রবেশ করিবামাত্র, রাজা, তিনি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উগ্র কণ্ঠে রাজার প্রশ্নের জবাব দিয়াছিলেন। স্থূলকায় রাজগুরু ইহাতে রামেশ্বরকে উপহাস করায় রামেশ্বর তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত শ্লোকটী মুখে মুখে রচনা করিয়া রাজগুরুকে স্থূলকায় নির্ব্বোধ বলিয়া অভিহিত করেন।

"হস্তী স্থূলতনুঃ সচাঙ্কুশবশঃ কিংহস্তিতুল্যোঙ্কুশঃ।
বজ্রেনাপি হতাঃ পতন্তি গিরয়ঃ কিং বজ্রতুল্য গিরিঃ॥
দীপঃ প্রজ্জ্বলিত স্তমোঽপি নিহতং কিং দীপতুল্যং তমঃ।

"হস্তী স্থূল হইলেও অঙ্কুশের বশ হয়, বজ্রের আঘাতে প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, একটী দীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেই অন্ধকার লোপপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং অঙ্কুশ, বজ্র বা দীপের সহিত হস্তি, পর্ব্বত বা অন্ধকারের তুলনা হইতে পারে না। সেইরূপ নির্ব্বুদ্ধি স্থূলকায় ব্যক্তি কোন ক্রমেই বুদ্ধিমানের সমকক্ষ হইতে পারে না।" রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে কেহ তাহার গুরুকে অপমান করিবে সেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। রাজা তৎক্ষণাৎ রামেশ্বরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজগুরুর অনুগ্রহে রামেশ্বর সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। পরে তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাহাকে দ্বার-পণ্ডিত নিযুক্ত করেন।

পণ্ডিত রামেশ্বরের মৃত্যু সম্বন্ধেও একটী অদ্ভুত কাহিনী আছে। একদা এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আসিয়া একে একে ঐ সভাস্থ সমস্ত বঙ্গ বিখ্যাত পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্থ করিলেন। সর্ব্ব শেষে পণ্ডিত রামেশ্বরের সহিত তাঁহার তর্ক আরম্ভ হইল। সাত দিন পর্য্যন্ত তর্কের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামেশ্বরের নিকট পরাজিত হইলেন। ক্রোধে অন্ধ ব্রাহ্মণ অপমানিত হইয়া রামেশ্বরকে শাপ দিলেন যে "অদ্য দিবা অবসানের পূর্ব্বেই তোমার মৃত্যু হইবে।" তাহার এই শাপ সত্য হইল। বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বর প্রাণত্যাগ করিলেন।

## লোক শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা—

সেনহাটীর ন্যায় সুসভ্য হিন্দু পল্লীতে হিন্দুর করণীয় আচার ব্যবহার ও কার্য্যাদির কোন উপকরণ বা উপাদানের অভাব একাল সেকালে দৃষ্ট হয় নাই। অতীতে এ গ্রামে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির কথকথার খুব প্রচলন ছিল এবং অধিকাংশ স্থলেই ভদ্র

প্রাচীনা ও প্রৌঢ়া হিন্দু মহিলাগণই এই সকল কথকথার শ্রোত্রী হইতেন। এইরূপে গ্রন্থাদি না পড়িয়াও তাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত এবং হিন্দু পুরাণাদি সকলের প্রধান প্রধান উপাখ্যান আয়ত্ব করিতেন এবং গল্প ও উপাখ্যান ভাগে গৃহের বালক বালিকাদিগকে তাহা শিক্ষা দিতেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন সেকালে না থাকিলেও অনেক হিন্দু মহিলা তখন রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া পরিবারস্থ আর আর সকলকে শুনাইতেন, ইহা আমরা বাল্যকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেকালের কথকথা মহিলাগণের জ্ঞান লাভের একটি প্রশস্ত সোপান ছিল। কথক আনিতে বিদেশে যাইতে হইত না। আমরা বাল্যকালে গোয়ালপাড়ার স্বর্গীয় কেবলরাম শিরোমণি এবং চন্দনীমহলের স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ শিরোমণি মহাশয়কে এই গ্রামে কথকথা করিতে দেখিয়াছি। আধুনিক সময়ও কাজরী বংশের ৺শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দক্ষতার সহিত দেশ বিদেশে কথকথা করিতে দেখিয়াছি। এক্ষণেও সিদ্ধান্ত বংশীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথকথা করিয়া থাকেন।

গৃহশিল্পের চিত্রকলা এই গ্রামে সেকালের ভদ্র পুরমহিলাগণের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। বিবাহাদি কার্য্যে পিড়ী, কুলা, সরা চিত্র, বিবাহ স্থানে আলিপনা খুব নিপুনতার সহিত অভিজ্ঞারা সম্পন্ন করিতেন। কেহ কেহ পটচিত্রও সুন্দর মত করিতেন। এই সকল চিত্র গৃহস্থালিতে খুব আদৃত হইত সুতরাং এ সকল কার্য্যে উৎসাহের অভাব ছিল না। পুরমহিলাগণের সূচি শিল্পেরও বিশিষ্টতা ছিল। সেকালের মহিলাগণের কাঁথা সেলাই ও আসনাদি সেলাইয়ে বিশেষ নিপুনতা ছিল। পুরমহিলাগণ রন্ধন কার্য্যেও সুপটু ও উৎসাহিতা ছিলেন। তখন গ্রামে ক্রিয়া-কর্ম্মে ও প্রীতিভোজনে বড় নিমন্ত্রণের আয়োজন প্রায়ই হইত এবং ঐ সকল ভোজনের আহার্য্য নানাবিধ

দ্রব্য মহিলাগণ অতি যত্ন ও উৎসাহ সহকারে প্রস্তুত ও পরিবেশন করিতেন।

## সেনহাটীতে প্রাধান্য—

সেনহাটীতে চিরদিনই ভিন্ন স্থানীয় জমীদারগণের অধীন। তাই বলিয়া এখানে যে কোন খারিজা তালুকের মালিক কোন দিন ছিলেন না তাহা বলা যায় না। সেকালে এই গ্রামে কতিপয় তালুকদারের কথা আমরা জানি। সক্তরিগণ বংশীয় ৺ রামহরি সেন ও ৺চন্দ্রকুমার সেন কবিরাজ এবং অরবিন্দ বংশীয় ৺চন্দ্রকুমার দাশ ও ৺নবকুমার দাশ ইহারা কয়েকজনই অল্পবিস্তর তালুকদার ছিলেন। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ও যশোহর জিলাতেই এই সকল তালুক ছিল। তালুকের আয়েই ইহারা গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন।

কোন গ্রাম সেই গ্রামবাসী জমীদারদের এলাকাভুক্ত হইলে চিরকালই গ্রামে সেই জমীদারদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সেনহাটী গ্রামের অবস্থা সেরূপ না হওয়ায় এখানকার প্রাধান্য বড় বড় চাকুরিয়া ও জমাজমীর মালিকদিগের মধ্যেই, এক হইতে অন্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

আমরা যতদূর জানি ও শুনিয়াছি তাহাতে বহু পূর্ব্বে গ্রামে নিমু রায়েরই প্রাধান্য ছিল। তিনি যেমন বড় চাকুরী করিতেন তেমনি গ্রামে অনেক জমাজমীও করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার বংশের এখন কেহই নাই। কেবলমাত্র সেনহাটীর বাজার নিমু রায়ের অতীত গৌরবের সাক্ষ্যরূপে এখনও নিমু রায়ের বাজার নামে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার পর সেনহাটীর চাটুর্য্যে মহাশয়দিগের তৎপরে মৌস্তাফি ও শেষে মুন্সী মহাশয়দিগের প্রাধান্য ও প্রভাবের কথা শুনা যায়। ইহারা গ্রামের মধ্যে বহু জমাজমী ও প্রজাপত্তন করিয়াই এই প্রাধান্য

ও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সকলেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ইহাদের গাতি জমাজমী প্রায় সকলই হস্তান্তরিত হইয়াছে। ইহাদের জীর্ণ বিরাট অট্টালিকাগুলিই এক্ষণে ইহাদের পূর্ব্ব গৌরবের একমাত্র নিদর্শন। চাটুর্য্যে মহাশয়দের প্রতিষ্ঠিত হাট গ্রামে এখনও বর্ত্তমান আছে। প্রতি সোমবার ও শুক্রবারে ঐ হাট বসিয়া থাকে।

---

# সম্ভ্রান্ত বংশাবলী।

## সিদ্ধান্ত বংশ—

ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনানী ছিলেন সুন্দর মল্ল। সিদ্ধান্ত বংশীয় ব্রাহ্মণগণ এই সুন্দর মল্লের সন্তান। সুন্দর মল্লের পুত্র বিষ্ণুচরণ সিদ্ধান্ত প্রতাপের পতনের পর স্বগ্রাম কাটাদিয়া হইতে সেনহাটী আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। বিষ্ণুচরণের সিদ্ধান্ত উপাধি হইতেই এই বংশের নাম সিদ্ধান্ত বংশ হইয়াছে। বিষ্ণুচরণের পৌত্র রূপনারায়ণ তর্কালঙ্কার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। রূপনারায়ণের পৌত্র কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম নবাব দরবারের প্রসিদ্ধ উকিল রামচন্দ্র রায়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন। কথিত আছে যে, এক সময় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাকী খাজনার দায়ে নবাব কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়েন। তখন গুরু কৃষ্ণদেবের অনুরোধে রামচন্দ্র চেষ্টা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। মুক্তি লাভান্তর কৃষ্ণচন্দ্র

নিষ্কর জমী দান করেন। কৃষ্ণদেবের সময় মুকুন্দপুরের রাজবংশীয় জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে যে শিব মন্দির নির্ম্মিত ও পুষ্করিণী খনিত হয় উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। কৃষ্ণদেবের পুত্র বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন তর্ক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে যে, পূর্ব্ব লিখিত শিব মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় নদীয়া ও অন্যান্য স্থানের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ কৃষ্ণদেবের বাটীতে সমবেত হইয়াছিলেন। রৌদ্র তাপে তাহাদের কষ্ট হইতেছে বলিয়া কৃষ্ণদেব যখন দুঃখ প্রকাশ করেন তখন পণ্ডিতেরা এক বাক্যে বলিয়াছিলেন, রৌদ্র তাপ অপেক্ষা বিশ্ব-নাথের নিকট তর্কে পরাজয়ই তাহাদের অধিক কষ্ট দিয়াছে। এই বংশে অনেক শিক্ষিত পণ্ডিতের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামধন তর্কালঙ্কার, রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার এবং রামহরি তর্কভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। এই বংশের স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের টোলই বোধ হয় গ্রামের শেষ উল্লেখযোগ্য টোল। সিদ্ধান্ত বংশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সকলেই গুরু ব্যবসায়ী এবং শিষ্য প্রদত্ত বৃত্তিই তাহাদের ভরণ পোষণ ও ক্রিয়া কর্ম্মের প্রধান অবলম্বন ছিল। এই বংশের প্রাচীন ব্রাহ্মণ সামাজিক স্বর্গীয় মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমরা দেখিয়াছি এবং জানি। ইনি বুদ্ধি বিবেচনায় সৎ পরামর্শে এবং গ্রাম্য গৃহ বিবাদ নিষ্পত্তিতে খুব বিচক্ষণ ছিলেন। পূর্ব্ব লিখিত পণ্ডিত-প্রবর স্বর্গীয় হরিনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই সিদ্ধান্ত বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন। হরিনাথ বর্দ্ধমানরাজের বিজয় চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এই বংশের ইংরাজী শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী শ্রীযুত আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, টি, মহাশয় বর্ত্তমানে রাজসাহী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। তিনি সেকালের স্বর্গগত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র।

## কাঁজরী ভট্টাচার্য্য বংশ—

কাঁজরী বংশের সুদূর অতীতের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের বিষয় এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। কাটানী ব্রাহ্মণগণের পরই বোধ হয় ইহারা সেনহাটীতে বসতি স্থাপন করেন। কুমুদ ন্যায়ভূষণ নামে পণ্ডিত নিজ বাস সারোল হইতে সেনহাটীতে বসতি স্থাপন করেন। তিনিই এই গ্রামে কাঁজরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশে বহু পূর্ব্বে বহু পণ্ডিত ও সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পণ্ডিত রামদেব বাচস্পতী, রামগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, গোপবল্লভ বিদ্যালঙ্কার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির নাম প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি। ইঁহারা যেমন পণ্ডিত তেমনি ব্রাহ্মণ্য তেজে উদ্ভাসিত ছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আচার, ব্যবহার, নিষ্ঠা, শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ-স্থানীয় ছিল।

বর্ত্তমানে তাঁহাদের বংশধরগণের অবস্থার নিতান্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভারত ভট্টাচার্য্য, রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে আমরা বাল্যে ও যৌবনে দেখিয়াছি। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার, নিষ্ঠা ও সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের সংস্পৃষ্ট কুলীন বংশীয় স্বর্গীয় মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও পিতাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগকেও আমরা বাল্যে, বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। ইঁহারা সকলেই সেকালের সেনহাটীর ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন।

স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় গুরু ব্যবসায়ী একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন এবং দেশ বিদেশের অনেক ধনী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের গুরু ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত বৃত্তিতে উন্নত অবস্থায় জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। ইঁহার বাটীতে দোল-দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি

ক্রিয়াকর্ম্ম বেশ একটু সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি। ঈশান ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর ভগ্ন দালান মাত্র পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

স্বর্গীয় কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য ও পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণকে আমরা দেখিয়াছি। তাঁহারা অতিশয় নিষ্ঠাবান নিত্য কর্ম্মশীল, ও ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারাও গুরু ব্যবসায়ী ও পৌরহিত্য করিতেন। মার্কণ্ডের চণ্ডী পাঠে তাঁহারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহাদের সুললিত আবৃত্তি বড়ই শ্রুতিমধুর ছিল।

স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও গুরু ব্যবসায়ী সদাচার সম্পন্ন নিত্য কর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। রায় গ্রামের ঘোষ জমীদারগণই ইহাদের শিষ্য। ইহাদের বাটীতে দুর্গোৎসব প্রভৃতি দশ ক্রিয়া কর্ম্ম রীতিমত সম্পন্ন হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ভারতচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য বি, এ, সেনহাটী ব্রাহ্মণ সমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট। তিনি যশোহর, নোয়াখালী প্রভৃতি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে কিছু দিন মালদহে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের পদে সরকারী কার্য্য করিয়াছেন। বিষ্ণু বাবু নিত্য পূজা সন্ধ্যারত, নিষ্ঠাবান হিন্দুত্বের পরিচয় তাঁহার জীবনে দিয়া অল্পকাল হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

কাঁজরী পাড়ার কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বর্গত মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারই পুত্র ৺তারকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে এ বিবরণীতে বেশ কিছু বলিবার আছে। তারক বাবু আমাদের সঙ্গেই বাল্যকালে সার্কেল স্কুলে মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য পড়িয়াছেন। পরে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বগুড়া গিয়া তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং খুলনা আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। খুলনা তখন

সবডিভিসান ছিল। অল্পকাল মধ্যেই তিনি খুলনার প্রসিদ্ধ উকিল হইয়া উঠেন। ভিন্ন জেলা হইবার পরও খুলনায় আইন ব্যবসায় তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি বরাবরই ছিল এবং উকীল মহলে তিনি বিশেষ সম্মান-ভাজন ছিলেন। এ সময়ে তিনি হিন্দু শাস্ত্রানুশীলনে এবং জ্যোতিষে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। খুলনা ধর্মসভার তিনি খ্যাতনামা বক্তা ও পরিচালক ছিলেন। তারক বাবু সেনহাটীর হাই স্কুল কমিটীরও একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী বক্তা এক্ষণে কমই দেখা যায়।

সেনহাটীর গৌরবস্থল পুর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু ও পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর কাব্যসাংখ্যতীর্থ উভয়েই এই গৌরবান্বিত কাঞ্জরি বংশোদ্ভব ছিলেন।

## কাটানী বংশ—

কেহ কেহ অনুমান করেন যে কাটানী ব্রাহ্মণগণই গ্রামের আদীম বাসিন্দা। এবং জঙ্গল কাটিয়া এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন বলিয়া তাহাদের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে কাটোয়া হইতে তাহারা এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহার কোনটী যে সত্য তাহা এখন নির্ণয় করা দুরূহ। এই কাটানী ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় যে, মহারাজ আদিশূরের অনুরোধে কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আসিবার পূর্ব্বে যে সাত শত ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাস করিতেন, ইহারা তাহাদেরই সন্তান। কাটানী বংশের সেকালের স্বর্গীয় পিতাম্বর চক্রবর্ত্তী ও বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা উভয়েই বিশেষ বিত্তশালী ছিলেন এবং হিন্দুর করণীয় অনেক ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কাটানীপাড়ায় কুটুম্বিতা

সূত্রে কয়েক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ বহুকাল হইতে ঐ পাড়ায় বাস করিতেছেন।

## সর্ব্ব বিদ্যা বংশ—

সর্ব্ব বিদ্যা বংশের ব্রাহ্মণগণ কুল মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ না হইলেও গুরুকুল শিরোমণি পুণ্যশ্লোক সিদ্ধ পুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের সুসন্তান বলিয়া বাঙ্গলা দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধি ব্রাহ্মণ্য তেজ মর্যাদায় ও গুরু ব্যবসায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই সিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধ পুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর পুণ্য ক্ষেত্র মেহার ( নোয়াখালী ) বাসী ছিলেন এবং তথায়ই সিদ্ধি লাভ করিয়া সেনহাটীর তৎকালীন সাধক-প্রবর অরবিন্দকুল শিরোমণি নরহরি দাশ কবীন্দ্র বিশ্বাস মহোদয়কে দীক্ষা দানান্তর এই গ্রামেই দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানগণ এই গ্রামের পশ্চিম সীমাস্থ দেবনগর গ্রামে বাস করিতেছিলেন। ঠাকুর রাঘবেন্দ্র কবি-শেখর প্রথম দেবনগর হইতে সেনহাটীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমানে ঘাটভোগ, বেন্দা ও সাবাজপুরে বাস করিতেছেন। বাল্যকালে আমরা এই বংশের স্বর্গীয় কালীনাথ ঠাকুর, জগচ্চন্দ্র ঠাকুর, দেবনাথ ঠাকুর, বংশীধর ঠাকুর, সৃষ্টিধর ঠাকুর, শরৎচন্দ্র ঠাকুর, গৌরচাঁদ ঠাকুর, মদনমোহন ঠাকুর মহাশয়দিগকে দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে মাত্র দেবনাথ ঠাকুর ও সৃষ্টিধর ঠাকুর মহাশয়ের বংশধরগণ এই গ্রামবাসী আছেন আর আর ঘরের বংশধর নাই। সেনহাটী সর্ব্ব বিদ্যা বংশের সংসৃষ্ট ও আনীত কয়েক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ এক্ষণেও সেই পাড়ায় বাস করিতেছেন। ইহাদের এক ঘর গাঙ্গুলী, এক ঘর মুখুযো এবং তিন ঘর বাড়ুযো। গাঙ্গুলী বংশের রায় সাহেব অক্ষয়কুমার গাঙ্গুলী বহু দিন পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের

কার্য্য করিয়া যশ উপার্জ্জন করিয়া বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগ্রামে বাস করিতেছেন।

## বিদ্যাবাগীশ বংশ—

বিদ্যাবাগীশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রামদেব বিদ্যাবাগীশ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। এই বংশের আধুনিক ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচয় এই বিবরণীতে উল্লেখ-যোগ্য। নেপাল বাবু স্কুল পাঠ্য শেষ করিয়া সরকারী পুলিস বিভাগে প্রবেশ করেন এবং প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতায় অল্পকাল মধ্যে পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হয়েন। উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও সরকারী যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। অবসর গ্রহণের পর গ্রামের ইউনিয়ন কমিটির সদস্য স্বরূপেও গ্রামের কল্যাণকর কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

## হড় শাণ্ডিল্য বংশ—

সেনহাটীর হড় বংশে স্বর্গীয় নীলকমল হড় মহাশয় বৈদ্যকুল-পঞ্জিকার বিশেষজ্ঞ বলিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের জমীদার ও উচ্চ পদস্থ বহু বৈদ্যগণের নিকট সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। তিনি সুবক্তা ও উচিতবাদী ছিলেন।

শাণ্ডিল্য বংশের পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা সার্কেল স্কুল প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই গ্রামে স্কুল প্রবর্ত্তিত শিক্ষার তিনিই প্রথম গুরু। এই বংশের শ্রীযুত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আণ্ডার গ্রাজুয়েট হইলেও বিজ্ঞতায় এবং অভিজ্ঞতায় অনেক গ্রাজুয়েটের উপরে। তিনি বহু বৎসর সেনহাটী হাই স্কুলের একজন সহকারী শিক্ষকের কার্য্য দক্ষতা সহকারে করিয়াছেন। বৈষয়িক

অবস্থার উন্নতির জন্যই তিনি সেনহাটী স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেছেন। ইন্দু বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, অনেক দিন হইতে স্কুল শিক্ষকতার কার্য্য করিতেছেন। হড় শাণ্ডিল্য পাড়ার নিকটস্থ ৺মনসা বাড়ীর স্বর্গীয় কালীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচয় এই বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য। উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সময়ে একজন বিশিষ্ট দশ ক্রিয়া কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাড়ীর দুর্গোৎসব ও অন্যান্য ক্রিয়া কর্ম্ম বেশ সমারোহের সহিতই সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীযুত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী বহু দিন গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিতের কার্য্য ও পরে কলেক্টীং পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্যরূপে গ্রামের কল্যাণকর অনেক কার্য্য বিশেষ তৎপরতার সহিত করিয়াছেন।

## ধন্বন্তরী বংশ—

ধন্বন্তরী সেনের পৌত্র হিঙ্গু সেন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেনহাটীতে আসিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ধন্বন্তরী গোত্রে কৃষ্টরাম সেন নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তিনি কবিকণ্ঠমণি উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি চাঁচড়ার রাজা নীলকণ্ঠের ও পরে শ্রীকণ্ঠের মুন্সী ও দ্বার পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন। কথিত আছে যে, এক সময়ে রাজা শ্রীকণ্ঠ বাকী খাজনার দায়ে ঢাকার নবাব কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়েন এবং মুন্সী কৃষ্টরাম সেনের চেষ্টায় রাজা রাজবল্লভের সহায়তায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই মুক্তির পুরস্কার স্বরূপ রাজা শ্রীকণ্ঠ তাঁহার মুন্সীকে সেনহাটী গ্রামে ১৩০৴ বিঘা নিষ্কর জমী দান করেন এবং অপরকেও এই গ্রামে

তাঁহার ইচ্ছা মত লাখরাজ জমী দিবার অধিকার প্রদান করেন। এই কৃষ্টরাম সেনই সেনহাটী মুন্সী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। ধন্বন্তরী বংশে প্রাচীনকালে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেবলরাম কবিরত্ন, রামকৃষ্ণ কবিরাজ, শিবদেব সেন কবিরত্ন ও রঘুদেব কবিকর্ণভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ কবিরাজ মামুদপুরে রাজা সীতারাম রায়ের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। শিবদেব সেন কবিরত্ন ও রঘুদেব কবিকণ্ঠভূষণ যথাক্রমে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কাব্যকৌমুদী" ও "কাব্যামৃতে"র গ্রন্থকার ছিলেন। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কাহারো কিছু পরিচয় এ স্থানে উল্লেখ আবশ্যক মনে করি।

ধন্বন্তরী বিদ্যাধর বংশীয় স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র সেন জমীদার সরকারে চাকুরীতে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেন মহাশয় পারসী ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন, তদ্ভিন্ন তিনি একজন ভাল জ্যোতিষি ছিলেন। স্থপতি বিদ্যায় ও সূত্রধরের কার্য্যেও তাহার অভিজ্ঞতা ছিল। তাহার বাটীর ইষ্টকালয়ের সূত্রধরের কার্য্য তিনি নিজ হস্তে করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি। কথিত আছে, যে সূত্রধর তাঁহার বাটীর দালানে কার্য্য করিয়াছিল সে কেবল তাহারই সহকারী থাকিয়া, তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করে এবং সেই শিক্ষায় সে গ্রামে একজন প্রসিদ্ধ সূত্রধর হইয়াছিল। এই সূত্রধর চৈতন্য বাড়ইকে আমরা দেখিয়াছি ও তাহার মুখেই এই কথা শুনিয়াছি।- সেন মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র ৺উমেশচন্দ্র সেন পুলিস চাকুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথেষ্ট সুখ্যাতির সঙ্গে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। উমেশ বাবু পুলিস ইন্‌সপেক্টর হইয়াছিলেন এবং অস্থায়ী ভাবে পুলিস সাহেবের কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি সরকারী কার্য্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়া তাহাতেই অকালে

জীবনপাত করিয়াছেন।

ধন্বন্তরী বিকর্ত্তন বংশীয় স্বর্গীয় গৌরমোহন সেন মহাশয় ভূকৈলাসের রাজ ষ্টেটের বরিশালের সদর মোক্তার থাকিয়া অনেক ধনোপার্জ্জন করেন এবং কিছু দিন খুব সমারোহের সহিত বাটীতে দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। ৺শারদীয় পূজায় নাকি সে সময়ে একমাত্র তাঁহার বাড়ীতেই যাত্রাভিনয় হইত।

বিকর্ত্তন বংশীয় স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মুন্সী মহাশয়ের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি উচ্চ সরকারী কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বগ্রামে, বিশেষতঃ কর্ম্মস্থল বরিশালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। মুন্সী পরিবারের সমৃদ্ধির মূলে তিনিই ছিলেন। উক্ত মুন্সী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺শ্যামলাল সেন মুন্সী মহাশয়ও বরিশালে জজের মহাপেজ ছিলেন। তিনি গ্রামের একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। শ্যামলাল বাবু গ্রামের একজন পুরাতন সাহিত্যিক। পেনসান লইয়া তিনি সাহিত্য আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। বৈদ্যের বংশাবলী ও জাতি বিচার সম্বন্ধেও তিনি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রসারেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

এই বংশের ৺গুরুচরণ সেন বক্সী মহাশয় তাঁহার সময়ের গ্রামের একজন প্রধান লোক ছিলেন। তিনি কীর্ত্তিপাশার জমীদার স্বর্গীয় বাবু প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। যথেষ্ট ধনোপার্জ্জণ করিয়া তিনি বাড়ীর ৺দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কর্ম্ম ভাল ভাবেই করিয়া গিয়াছেন। ৺পূজায় তিন দিন তিনি বহু দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারে পরিতুষ্ট করিতেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা ৺উমাচরণ সেন বক্সী মহাশয় ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং লাক্ষৌ বড় চাকুরী করিতেন। সেই স্থানেই তিনি

অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

এই বংশের স্বর্গীয় তারিণীচরণ সেন বক্‌সী মহাশয়কে আমরা শৈশব হইতে সরকারী পুলিশ বিভাগে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখিয়াছি। তিনি গ্রামের সেকালে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অন্যতম। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর স্বরূপে তাহার কার্য্যের প্রশংসার কথাও শুনিয়াছি। তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতা আদর্শস্থানীয় ছিল। গ্রামে তখন তাঁহার মত বড় বড় চাকুরিয়া আর কেহই ছিলনা, বাড়ীতে ভৃত্যাদির অভাবও কোন দিন ছিলনা কিন্তু বাড়ী আসিলে বাজার হইতে খাদ্য জিনিসাদি নিজ মাথায় বহন করিয়া আনিতে তিনি কোন দিনই সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি পেনসান গ্রহণান্তর যখন গ্রামে আসিয়া বসিলেন তখন বৈদ্যের মধ্যে ভীষণ দলাদলি চলিতেছিল। গ্রামের তৎকালীন প্রাচীনগণই ইহার মূলে ছিলেন। এক সময়ে গ্রামে তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগে, তরুণদিগকে উৎসাহিত করিয়া তিনি এই দলাদলির মূল উচ্ছেদ করতঃ গ্রামে শান্তি স্থাপন করেন।

সেনহাটীর অন্যতম গৌরব স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেন বক্‌সী মহাশয় স্বনামধন্য খ্যাতনামা পুরুষ। তিনি প্রথমে জমিদারী কার্য্যে পরে মোক্তারী এবং শেষে ওকালতি করিয়া কার্য্যক্ষেত্র বগুড়া জেলায় ও সেনহাটীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহার যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। গ্রামের প্রত্যেক কল্যাণকর কার্য্যে ও প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি জলকষ্টের সময় গ্রামের বিভিন্ন স্থানে কূপ খনন করিয়া দিয়াছেন। শবদাহনকারীদিগের সুবিধার জন্য তিনি শ্মশান-ঘাটে একটা ছোট পাকাঘর করিয়া দিয়াছেন। শীতকালে গরীব দুঃখীদের শীতবস্ত্র দিবার ব্যবস্থার জন্য তিনি উপযুক্ত অর্থ খুলনা

হইতে এখনও প্রতি বৎসর দরিদ্রদিগকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হইয়া থাকে।

বিকর্ত্তন বংশের স্বর্গীয় দুর্গানাথ সেন মহাশয়ের নাম গ্রামের পূর্ব্বতন খ্যাতনামা কবিরাজগণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, খ্যাতি ও কৃতকার্য্যতা যথেষ্ট ছিল। গ্রামের সামাজিক হিসাবেও তিনি একজন সহৃদয় উদার নৈতিক ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামের কল্যাণকর হিতানুষ্ঠানগুলির সেই সময়ের কর্ম্মীদিগের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রণী ও বিশিষ্ট নেতা। জনসাধারণ সভা, পঞ্চায়েত সভা, স্কুল কমিটী প্রভৃতিতে তাঁহার স্থান ছিল উচ্চ এবং সকল কার্য্যেই তাঁহার আন্তরিকতা ও তৎপরতা প্রশংসনীয় ছিল।

## মৌদগুল্য বংশ—

এই বংশের আদিপুরুষ চায়ুদাশের পৌত্র নৃসিংহদাশের সেনহাটীতে বসতি স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। নৃসিংহ-দাশ সেনহাটী গ্রামস্থ মৌদগুল্য গোত্রীয় বৈদ্যগণের আদিপুরুষ। এই বংশে দামোদর দাশ কবিগুণাকর, নরহরি দাশ কবীন্দ্র বিশ্বাস, রমানাথ দাশ কবিসার্ব্বভৌম, যদুনাথ দাশ তলাপাত্র, বাণীনাথ দাশ কবিশেখর, কাশীনাথ দাশ কবিকণ্ঠভূষণ, কমলানাথ দাশ কবিডিমডিম, মথুরানাথ দাশ কবিকর্ণপুর, রামচন্দ্র দাশ কবিশিরোমণি, অভিরাম দাশ কবিভারতীভূষণ, রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহার, হরিহর দাশ কবিচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশের সাধকপ্রবর নরহরি দাশ কবীন্দ্র বিশ্বাস, পণ্ডিত রামেশ্বর কবিমণি-মুন্সী, [illegible] দাশ কবিকণ্ঠহার, পাচালীকারক হরিহর দাশ

মৌদগুল্য অরবিন্দ বংশের স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র দাশ মহাশয় সেকালে ঢাকার একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বগ্রাম সেনহাটীর বাটীতে দশ ক্রিয়াকর্ম্ম ভাল ভাবেই সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ৺কালী বাড়ীর দালান তিনিই নিজ ব্যয়ে তৈয়ারী করিয়া দেন। বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাস করিবেন। বিষয়কর্ম্মে অবসর লইয়া তিনি পূজার সময় বাড়ী আসেন কিন্তু পূজার কিছু দিন পরেই হঠাৎ পরলোক গমন করেন।

অরবিন্দ বংশীয় স্বর্গীয় কিশোরচন্দ্র রায় মহাশয় সেকালের একজন বিশেষ সম্মানিত সামাজিক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাহার সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় আনন্দমোহন রায় মহাশয় ঢাকার নবাবের জমিদারীর একজন বিশিষ্ট নায়েবের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন ও বাড়ীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই সঞ্চিত ধন ও বিত্তাদিতে বাড়ীর ক্রিয়া কর্ম্ম পূর্ব্বমত এখনও চলিয়া অসিতেছে। বর্ত্তমানে তাহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত ভুবনমোহন রায় বাড়ীর কর্ত্তা। ভুবন বাবু বহু দিন কলিকাতায় ৺প্রমোদাচরণ সেন বক্সী মহাশয় প্রতিষ্ঠিত "সখা সাথী" মাসিকের সম্পাদন করিয়া উক্ত নগরীতে বিশেষ পরিচিত হয়েন। সাথী প্রেসের কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে বহু দিন কলিকাতায় ছিলেন। বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি স্বগ্রামে বাস করিতেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও ভুবন বাবু গ্রামের সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছেন। সেনহাটীর অরবিন্দগণ সকল প্রকার প্রাধান্যের অগ্রদূত, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই বংশের স্বর্গীয় গোবিন্দ প্রসাদ রায় (নিমু রায়)—যাহার নামে সেনহাটী বাজারের নামকরণ—গ্রামের প্রথম প্রধান ব্যক্তি। স্বর্গীয় সাধকশ্রেষ্ঠ নরহরি দাশ কবীন্দ্র বিশ্বাস এই বংশের

সেনহাটীর প্রথম পাঁচালীকার। স্বর্গীয় রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহার,—যাঁহার সৎবৈদ্যকুল পঞ্জিকা বঙ্গীয় বৈদ্যগণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে,—এই বংশের উজ্জ্বলতম গৌরব। এই বংশের প্রজাপতি দাশ সেনহাটীর প্রথম জ্যোতিষি এবং গোপীকান্ত দাশ প্রথম ছন্দ অলঙ্কার লেখক। বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা কবি কৃষ্ণচন্দ্র এই বংশই উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাশ বি, এল ভৈরবনদের তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রথম গ্রাজুয়েট। বর্ত্তমান কালে এই বংশের রায় কুমুদবন্ধু দাশ বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশ এম, এ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ও বক্তা। লেখক এই বংশোদ্ভব হইলেও তাহার এই গর্ব্বোক্তি অশোভনীয় নহে।

## শক্তরীগণ বংশ—

শক্তি বংশীয় বৈদ্যগণ ধন্বন্তরী ও মৌদগুল্য বংশীয় বৈদ্যগণের অনেক পরে সেনহাটীতে আগমন করেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শক্তি সেনের তিন পৌত্রের মধ্যে গণ এবং হিঙ্গু সেনের বংশধরেরা সেনহাটীতে বাস করিতেছেন। গণ সেনের পৌত্র গঙ্গাধর গুণার্ণব রাঢ় দেশ হইতে আসিয়া অরবিন্দ বংশীয় রমানাথ দাশ কবি কর্ণপুরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এইগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর সেনের প্রপৌত্র শ্রীরাম সেন "কুল পত্রিকা" রচনা করেন। এই বংশে অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও পণ্ডিতের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বৈদ্যনাথ সেন, সদাশিব সেন, রামগোপাল সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শক্তরীগণ বংশীয় খ্যাতনামা কবিরাজ পিতাম্বর সেন মহাশয়ের

ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভই করিয়া গিয়াছেন। যশোহর খুলনায় তাঁহার চিকিৎসার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও সুনামের কথা আমরা জানি। এই দুই সহরের উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগকে পাল্কীতে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে দেখিয়াছি। খুলনা তখন মহাকুমা ছিল। মহাকুমার হাকিমগণ প্রায় সকলেই তাঁহার আমন্ত্রণে তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করিতেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন খুলনার মহাকুমা হাকিম ছিলেন তখন একাধিক বার তাঁহাকে এ বাটীতে আসিতে আমরা দেখিয়াছি। যশোহর সহরে এবং প্রধান প্রধান পল্লীতে কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার বিশেষ আদর ছিল। তিনি গ্রামের একজন বিশিষ্ট সামাজিক ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় কবিরাজ বরদাচরণ সেন মহাশয়ও গ্রামের একজন বিচক্ষণ সামাজিক লোক বলিয়া সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি খুলনা রোড সেস কমিটীর সেনহাটী সদস্য ছিলেন এবং বহু দিন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। সেনহাটী হাই স্কুল কমিটীরও তিনি একজন বিশিষ্ট মেম্বর ছিলেন।

এই বংশের স্বর্গীয় রামহরি সেন মহাশয় সেকালে গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। গ্রামে তাঁহার ন্যায় দৈবকর্ম্ম পরায়ণ লোক আর ছিল না। হিন্দুর বার মাসের তের পর্ব্বণ এ বাড়ীতে সুসম্পন্ন হইতে আমরা বরাবরই দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন পিতা, পিতামহ, মাতা, পিতামহী এমন কি বাড়ীর পুরাতন চাকরাণীর পর্য্যন্ত বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি রীতিমত সম্পন্ন হইবার কথা আমরা জানি।

**ত্রিপুর বংশ—**

করেন। হিঙ্গু সেনের তিন প্রপৌত্রের মধ্যে ধর্ম্মাজজ সেন পয়োগ্রাম হইতে উঠিয়া সেনহাটীতে বসতি স্থাপন করেন। তিনিই সেনহাটীর হিঙ্গু বংশীয় বৈদ্যদের আদি পুরুষ। এই বংশের প্রাচীন বহু শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশ্বেশ্বর সেন কবিমণি, হরানন্দ সেন কবিপুর, রামসুন্দর সেন কবীন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

হিঙ্গু বংশীয় স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র সেন মহাশয় বাল্যে বিক্রমপুর তেলীর বাগ কুটুম্বালয়ে প্রতিপালিত হয়েন। নিজ প্রতিভাবলে কার্য্যক্ষম হইয়া তিনি কুমিল্লার তৎকালীন তেজারতী ব্যবসায়ী এক ধনী সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া অর্থশালী হইলেই পিতৃপিতামহের বাসভূমি সেনহাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। সে সময়ে সেন মহাশয় গ্রামের প্রধান ধনীদিগের অগ্রণী ছিলেন বলা যাইতে পারে। তাঁহার বাড়ীতে দুর্গোৎসব যেরূপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত সেরূপ আর কাহারও বাড়ীতে হইতে দেখি নাই। মহিমাচন্দ্র সেন মহাশয় বিনা মূল্যে ডাক ঘরের জন্য জমী দান করিয়া এবং চক্রশালা হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া গ্রামের বাড়ী বাড়ী ৺নারায়ণ পূজার সুবিধা করিয়া গ্রামের হিতসাধন করিয়াছেন। তাহার বহির্বাটীর আটচালা ঘরে অনেক দিন সার্কেল স্কুল ছিল। মহিমাচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র শশীভূষণ সেন মহাশয়ও গ্রামের একজন বিশিষ্ট সামাজিক ছিলেন। গ্রামের সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে বিশেষতঃ গ্রামে প্রথম স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারকল্পে তাহার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

এই বংশের স্বর্গীয় কবিরাজ গৌরকিশোর সেন মহাশয় গ্রামের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কবিরাজ মনোমোহন সেন মহাশয়ের পিতা। আয়ুর্ব্বেদে ইনি বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার সমসাময়িক সেনহাটীর কবিরাজগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। বিখ্যাত সিভিল সার্জ্জন কে, ডি, ঘোষ যে রোগ নিরাময় করিতে পারেন নাই সেইরূপ রোগীও উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়াছে, ইহা আমরা জানি। সেনহাটী জনসাধারণ সভার সভাপতির পদ তিনি অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

## কায়ুগুপ্ত বংশ—

কায়ুগুপ্তের পুত্র বনমালী গুপ্ত রাঢ়দেশ হইতে সেনহাটী আগমন করেন। এই বংশের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন বৈদ্যপ্রধান স্থানে চলিয়া যান। বর্ত্তমানকালে গ্রামে মাত্র দুই ঘর কায়ুগুপ্ত বংশীয় বৈদ্যের বাস আছে।

## মুস্তাফী বংশ—

সেনহাটীর কায়স্থদিগের মধ্যে কুলগৌরবে মুস্তাফী বংশীয় কায়স্থরাই শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। মুস্তাফী মহাশয়েরা বালীর সম্ভ্রান্ত দত্ত-বংশ সম্ভূত। ইঁহাদের বৈবাহিক ক্রিয়াকর্ম্ম সকলই উক্ত কায়স্থ বংশে। এই বংশের রামগোপাল মুস্তাফী নামে এক ব্যক্তি চাঁচড়ার রাজা নীলকণ্ঠের সদর আমীন ছিলেন। রাজার খরচপত্র যাহাতে খুব বিবেচনার সহিত এবং মিতব্যয়িতার সহিত ব্যয়িত হয়, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করাই ছিল রামগোপালের কাজ। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে মুস্তাফী ( অর্থাৎ মিতব্যয়ী ) উপাধী দান করেন। ইহা হইতেই এই বংশের নাম মুস্তাফী বংশ হইয়াছে। চাটুয্যে মহাশয়দের পতনের পর গ্রামে মুস্তাফী মহাশয়দের প্রভাব প্রধান হইয়াছিল একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহারা চাকুরীলব্ধ অর্থে গ্রামে বহু জমাজমী করায় আধিপত্য করিতে পারিয়াছিলেন। এই বংশের

স্বর্গীয় রামচাঁদ মুস্তাফী, স্বর্গীয় গোরাচাঁদ মুস্তাফী, স্বর্গীয় দীনবন্ধু মুস্তাফী, স্বর্গীয় অভয়াচরণ মুস্তাফী, স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ মুস্তাফী ও স্বর্গীয় নিলাম্বর মুস্তাফী মহাশয়দিগের নাম এই বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই জমীদারী কার্য্যে প্রশংসনীয় হইয়া খুব ধনোপার্জ্জন করিয়া সম্পত্তিশালী হয়েন। স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ মুস্তাফী মহাশয় যশোহর কালেক্টরের সেরেস্তাদার ছিলেন, পরে তিনি ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিয়াছেন। ৺রামচাঁদ মুস্তাফী মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত জমীদার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সদরের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺অম্বিকাচরণ মুস্তাফী সেই সূত্রে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহপাঠী হইয়া ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। মুস্তাফী মহাশয়দের জনবল, ধনবল প্রায় সকলই গিয়াছে। সমৃদ্ধির সময় ইঁহারা গ্রামের অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। গ্রামের অনেক রাস্তা, ঘাট, পুকুর ইঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। গ্রামের প্রধান রাস্তা যাহা এক্ষণে প্রথম মেইন রোড নামে খ্যাত ইহা পূর্ব্বে গদাই সেনের জাঙ্গাল বলিয়া অভিহিত হইত কারণ ৺গদাধর সেন মহাশয়ই এই রাস্তাটী নির্ম্মাণ করেন। স্বর্গীয় গোরাচাঁদ মুস্তাফী মহাশয় এই রাস্তাটীর সংস্কার করিয়া ইহার বর্ত্তমান আকার দান করেন। স্বর্গীয় নিলাম্বর মুস্তাফী মহাশয় বর্ত্তমান সেনহাটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় যে জমীতে অবস্থিত, ঐ জমী বিনামূল্যে স্কুলকে দান করেন। মুস্তাফীরা অনেক দিন সেনহাটীর বাজারের মালেক ছিলেন। মুস্তফীদের আনিত এবং ইহাদের সংসৃষ্ট কয়েক ঘর কায়েস্থ কুলীন বহুদিন হইতে এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

# বর্ত্তমান সেনহাটী

বর্ত্তমানে যাহারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আমি এই কাহিনী শেষ করিব।

## সাহিত্য সেবী

সেনহাটীর বর্ত্তমান সাহিত্যসেবিগণের অগ্রণী অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশ এম. এ মহাশয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার পর শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এর নাম উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্র বাবু স্বর্গীয় কবিরাজ গৌরকিশোর সেন মহাশয়ের পৌত্র, ৺মন্মোমোহন সেন মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র। বহু দিন সেনহাটী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া বর্ত্তমানে মহেশ্বরপাশা হাই স্কুলে হেড্ মাষ্টারী করিতেছেন। যতীন্দ্র বাবু অনেকগুলি সরস সুরুচি সম্পন্ন উপন্যাস গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার "গৌরী" "নন্দন পাহাড়" "অশ্রুময়" প্রভৃতি উপন্যাস বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে আদৃত এবং প্রশংসিত হইয়াছে।

ইহার পর আমরা বাবু শচীন্দ্রনাথ সেনের কথা বলিব। শচীন্দ্র বাবু সুলেখক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি বহু দিন হইতে সংবাদপত্রসেবী থাকিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। "বিজলী," "নবশক্তি" প্রভৃতি সপ্তাহিক তিনি কৃতিত্বের সহিতই সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর নাট্যকার বলিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। বর্ত্তমানে তাহার "রক্তকমল," "গৈরিক-পতাকা," "ঝড়ের রাতে," "সতী তীর্থ" প্রভৃতি নাটক নাট্য সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়া অভিনীত হইতেছে। নাটক ভিন্ন শচীন বাবু

বাবু অশ্বিনীকুমার সেন সেনহাটী হাই স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। অশ্বিনী বাবু স্বর্গীয় কবিরাজ বরদাচরণ সেন মহাশয়ের পুত্র। অশ্বিনী বাবু একজন সাহিত্যসেবী সুলেখক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যরূপে তিনি উক্ত পরিষদ পত্রিকায় অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সেনহাটীর অনেক অতীত কাহিনী তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। সেনহাটী স্কুল ম্যাগাজিন "বাসন্তী"র সম্পাদনেও তিনি নিজ যোগ্যতা প্রদর্শন করাইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কবি কৃষ্ণচন্দ্রের একখানা ছোট জীবনী রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন।

## অধ্যাপক—

কালীপ্রসন্ন দাশ এম্, এ,—ইহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিজয়কুমার রায় এম্, এ,—বিজয় বাবু স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র। তিনি প্রথমে মজঃফরপুর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা রিপন কলেজের অধ্যাপক। বিজয় বাবু উদারচেতা, দেশ-হিতৈষী। কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউটে তাহার দানের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি কিছু দিন সেনহাটী হাই স্কুল কমিটির মেম্বর ছিলেন।

বিজয়কুমার সেন এম্, এ,—বিজয় বাবু স্বর্গীয় ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র। তিনি গৌহাটী গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকের পদে অনেক দিন কার্য্য করিতেছেন। দেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের প্রতি বিজয় বাবুর সহানুভূতি দেখা যায়। তাহার উদার, গম্ভীর প্রকৃতি এবং শিষ্টতা প্রশংসনীয়।

অতুলানন্দ সেন এম্, এ,—অতুল বাবু স্বর্গীয় শ্যামানন্দ সেন মহাশয়ের পুত্র। তিনি বর্ত্তমানে মোজাফরপুর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক এবং বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য।

অনন্তমোহন সেন এম্, এ,—অনন্ত বাবু স্বর্গীয় কবিরাজ মনোমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনিও মোজাফরপুর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক।

ক্ষিতিমোহন দাশ এম্, এ,—স্বর্গীয় হরিমোহন দাশ মহাশয়ের পুত্র। তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। উক্ত কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপালরূপে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এস্, সি—ধীরেন বাবু স্বর্গীয় সারদাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। বর্ত্তমানে দৌলতপুর কলেজের ডিমনেষ্ট্রেটারের কার্য্য করিতেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গবেষণায় ধীরেন বাবু যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। জ্যোতিষ-গণনা দ্বারা প্রাচীন ভারতের কতকগুলি অব্দের যথাযথকাল নির্দ্দেশ করিয়া তিনি কয়েকটী প্রবন্ধ ও একখানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিহাস ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিক দিয়া ঐ পুস্তক খুব মূল্যবান। Modern Review ও পঞ্চপুষ্প পত্রিকায় তাঁহার কতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় পণ্ডিত সমাজে তিনি খুব প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ধীরেন বাবু এখনও নানারূপ গবেষণায় ব্যস্ত আছেন।

আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, টি,—আদিত্য বাবু বর্ত্তমানে রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রবোধকুমার সেন এম্, এ,—কবিরাজ প্রমদাচরণ সেনের পুত্র। বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন।

নির্ম্মলেন্দু দাশ এম্, এ,—অধ্যাপক কালিপ্রসন্ন দাশের পুত্র।

বর্ত্তমানে কণ্টাই কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন।

কালিপদ সেন এম্, এ,—কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেনের পুত্র। কালিপদ বাবু বাঙ্গালার এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্ত্তমানে তিনি হুগলী কলেজের অধ্যাপক।

## সরকারী চাকুরিয়া—

সুরেশচন্দ্র সেন বক্সী এম্, এ,—সুরেশ বাবু বঙ্কিম বাবুর উপযুক্ত পুত্র। বহুদিন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতা কলেক্টরের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। সুরেশ বাবুর নিরহঙ্কার সরলতা, ত্যাগ, সংযম, পরোপকারিতা উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণের অনুকরণীয়।

রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ, বি, এল—সেনহাটী হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান এবং সরকারী বৃত্তি লাভ করেন এবং বর্ত্তমানে উচ্চ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। মহেন্দ্র বাবুর পিতা স্বর্গীয় পার্ব্বতীনাথ দাশ মহাশয় একজন শিক্ষিত বিচক্ষণ সামাজিক ছিলেন এবং গ্রামের হিতানুষ্ঠানে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন কিন্তু গ্রামের কোন কার্য্যেই মহেন্দ্র বাবুর কোন সংস্রব নাই।

শচীন্দ্রকুমার সেন বি, এল,—ডাক্তার হরিচরণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র তিনি মুনসেফ হইতে সবজজের পদে উন্নীত হইয়া সরকারী কার্য্যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান ও স্বগ্রামের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র সেন বি, এ, এল, এল, বি,—হেম বাবু বর্ত্তমানে মধ্য প্রদেশে সবজজের পদে প্রতিষ্ঠিত। সরকারী মহলে তাহার খুব নাম আছে।

জিতেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, বি, এল—জিতেন বাবু দুর্গাচরণ বাবুর প্রথম পুত্র। অনেক দিন নানা স্থানে মুনসেফের কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে সবজজের পদে উন্নীত হইয়াছেন।

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র সেন এম, বি,—প্রতাপ বাবু কিছুদিন হইল বিলাত প্রত্যাগত হইয়া ঢাকায় হেলথ অফিসারে কার্য্যে নিয়োজিত আছেন।

## আইন ব্যবসায়ী—

রায় সাহেব নলিনীকুমার সেন বি, এল,—নলিনী বাবু স্বর্গীয় কবিরাজ বরদাচরণ সেন মহাশয়ের পুত্র। ইনি চাইবাসার একজন প্রধান উকীল এবং মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান। গ্রামের কার্য্যে তাহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

সুরেন্দ্রকুমার সেন এম, এ, বি, এল—ডাক্তার হরিচরণ সেনের প্রথম পুত্র। সুরেন্দ্র বাবু দিনাজপুরে ওকালতী করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

মিঃ এন, আর দাশ বার-এ্যাট-ল—বাবু কুমুদবন্ধু দাশের প্রথম পুত্র।

মিঃ এস, আর, দাশ বার-এ্যাট-ল—কুমুদ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র।

শৈলেশ্বর সেন এম, এ, বি, এল,—চাইবাসার প্রসিদ্ধ উকীল।

খুলনার উকীল।

রজনীনাথ রায়, শরৎচন্দ্র রায়, শ্রীচরণ সেন, শৈলেশচন্দ্র সেন, অজিতকুমার রায় চৌধুরী, অমিয় মোহন রায়, সতীশচন্দ্র সিংহ, ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ।

নির্ম্মলচন্দ্র সেন—এলাহাবাদ হাই কোর্টের উকিল।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন—বগুড়ার ,,

রবীন্দ্রনাথ সেন—দ্বারভাঙ্গার ,,

সুবোধচন্দ্র সেন—কলিকাতার ,,

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—আলিপুর ,,

শশাঙ্কমোহন দাশ—ঢাকার ,,

নগেন্দ্রমোহন রায়—জেমসেদপুর কোর্টের উকিল।
অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী—বারাকপুরের ,,
সত্যেন্দ্রনাথ সেন—দিনাজপুরের ,,
প্রফুল্লচন্দ্র দাশ গুপ্ত—পুরুলিয়ার ,,
নরেশচন্দ্র সেন—চাইবাসার ,,
বিরেশ্বর সেন—চাইবাসার ,,

## ইঞ্জিনিয়ার—

অমলচন্দ্র সেন বি, ই, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।

## চিকিৎসক—

সতীন্দ্রকুমার সেন—বেলগাচিয়া ম্যাডিকোল কলেজের অধ্যাপক।

অজিৎকুমার সেন, রণজিৎ সেন, অনন্তকুমার সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেন, শচীন্দ্রলাল সেন, নৃপেন্দ্র সেন, সুধীররঞ্জন দাশ চিকিৎসা ব্যবসায়ী

## ব্যবসায়ী—

ললিতমোহন গুপ্ত—ললিত বাবু প্রথমে ইউ, রায় এণ্ড কোং এর দোকানে সামান্য বেতনে চাকুরী আরম্ভ করেন। পরে নিজ প্রতিভা বলে ঐ ফার্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ব্লক তৈয়ারী, এনগ্রেভিং প্রভৃতি কার্য্যে তাহার শিল্প কুশলতায় তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যে স্বর্গীয় উপেন্দ্র কিশোর রায়ের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ঐ ফার্ম্ম উঠিয়া গেলে তিনি কিছুদিন ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং এ কাজ করেন। বর্ত্তমানে তিনি নিজেই ভারত এনগ্রেভিং কোম্পানীর নাম দিয়া একটী ফার্ম্ম খুলিয়াছেন। সুপরিচালনা এবং শিল্পকুশলতায় ললিত বাবুর ফার্ম্ম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের ছবি ললিত বাবুর ফার্ম্ম হইতে ব্লক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ললিত বাবুর প্রথম পুত্র শ্রীমান অজিত

মোহন গুপ্ত এই শিল্প শিক্ষা করিয়া পিতার ফার্ম্মে কাজ করিতেছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে অজিত মোহন একজন প্রসিদ্ধ শিল্পি হইয়া উঠিবে।

ব্লক প্রস্তুত-কার্য্যে সেনহাটীর আর একটী যুবকও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। এই যুবক শ্রীমান অমূল্যকুমার সেন। প্রথমে কিছু দিন ললিত বাবুর সহিত থাকিয়া কার্য্য করিয়া, বর্ত্তমানে অমূল্যকুমার বেঙ্গল অটো টাইপ কোম্পানীতে কাজ করিতেছে। শিল্পকুশলতা এবং কার্য্যকুশলতার জন্য ইতিমধ্যেই অমূল্যকুমার যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

নির্ম্মলকুমার সেন,—নির্ম্মল বাবু বর্ত্তমানে কলিকাতা "সখা" প্রেসের সত্ত্বাধিকারী। তাহার পিতা স্বর্গীয় অন্নদাচরণ সেন ঐ প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। "সেন্‌স্ ডাইরী" আজ কেবলমাত্র বাংলা দেশে নয়, ভারতের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। অন্নদা বাবু এই ডাইরীর প্রবর্ত্তক। তাহার অবর্ত্তমানে তাহার পুত্র নিম্মল বাবু "সখা" প্রেসটীকে যেমন সুপরিচালিত করিতেছেন, তেমনি "সেন্‌স্ ডাইরীর" প্রচার বহু পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছেন। "সেন্‌স্ ডাইরীর" বহুল প্রচার সেনহাটীরও গৌরব বাড়াইয়া তুলিতেছে।

## সংবাদপত্রসেবী,—

অমলেন্দু দাশগুপ্ত,—অধ্যাপক কালিপ্রসন্ন দাশের প্রথম পুত্র। প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক Statesmanএর Reporter হিসাবে তিনি সংবাদপত্র সেবী মহলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

## দেশসেবী,—

সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি, এল,—সুরেশ বাবু বগুড়ার একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। গত নন্-কো-অপারেসান আন্দোলনে

ওকালতি ত্যাগ করিয়া তিনি দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী হিসাবে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

দ্বিজরাজ ভট্টাচার্য্য বি, এল,—দ্বিজরাজ বাবু খুলনায় ওকালতি করিতেন। সুরেশ বাবুর ন্যায় তিনিও ওকালতি ত্যাগ করিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে খুলনা জেলার একজন প্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী।

## ধর্ম্মসভা*—

১৩২২ সালে সেনহাটী বান্ধব নাট্য সমিতির ঐকান্তিক উদ্যোগ ও চেষ্টার ফলে সেনহাটী ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভা ৺কাশীধামস্থ শ্রীভারত ধর্ম্ম মণ্ডলের শাখা শ্রেণীভুক্ত হয়। সভা প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ অধিবেশনে একটী শিব প্রতিষ্ঠার কল্পনা হওয়ায় সভার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী বৃহৎ শিববিগ্রহ সাগ্রহে আনিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, উক্ত ধর্ম্মসভার অনুমোদনে তিনি বিগ্রহটী আনয়ন করিয়া ধর্ম্মসভায় অর্পণ করেন। তদনুসারে ১৩২৩ সালের ৩২শে আষাঢ় বিরাট উৎসবের সহিত ভৈরব নদতটে ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ মজুমদার মহোদয় ও শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয় তাহাদের জমিতে ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়া এবং বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া গ্রামবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রতিবৎসর ৺শিবরাত্রির সময় এই স্থানে উৎসব ও ছোটখাট মেলা হইয়া থাকে।

---

* সেনহাটী শিববাটী সম্বন্ধে আমি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহার কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচনা করায় এই স্থানে উহার যতদুর সম্ভব নির্ভুল বিবরণ পরে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

# উপসংহার।

এই বিবরণীতে গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ের একাল সেকালের তথ্যগুলি হইতেই সেনহাটীর বর্ত্তমান অবস্থা জানা যায়। সেনহাটী যে একটী অতি পুরাতন পল্লী তাহা এই বিবরণী লিখিত তথ্যগুলি হইতে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সেনহাটীর যে অবস্থা তাহাতে ইহাকে একটী আধা সহর কি তাহারও অধিক বলা যাইতে পারে। অর্থ থাকিলে সহরবাসীর সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা ভোগের যেমন কোন বাধা হয় না, এই গ্রামের অবস্থাও এক্ষণে তাহাই ঘটিয়াছে। তবে গ্রামের রাস্তাঘাট পয়ঃপ্রণালী ও জঙ্গলাদির অবস্থা সহরের মত হইতে পারে নাই—যদিও সেকাল অপেক্ষা একালে তাহার বহুল উন্নতি ক্রমে ক্রমে সাধিত হইতেছে। রেল, ষ্টিমার হইয়া যাতায়তের অনেক সুবিধা হইয়াছে। সাধারণ খাদ্য জিনিষাদি এ গ্রামে সহরের মত মহার্ঘ্য হইয়াছে। ভোগবিলাসের জিনিষপত্র এক্ষণে সহরের মত সহজেই এ গ্রামে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থ থাকিলে এখানে ভোগবিলাস-বাসনার তৃপ্তিরও বাধা নাই। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সে অর্থ কোথায়? অথচ সহজে প্রাপ্তব্য বলিয়া বিলাসবাসনা ধনীদরিদ্র সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর প্রবেশলাভ করিয়াছে। গ্রামের ধনীগণ প্রায়ই সহরবাসী। গ্রামের দুরবস্থায় তাহাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। কাজেই বহু শিক্ষিত ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীঘর এখানে থাকিলেও এ গ্রামের আশানুরূপ উন্নতি হইতে পারিতেছে না। ভদ্র সমাজের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানই এক্ষণে গ্রামে বর্ত্তমান এবং দরিদ্র পল্লীবাসীগণ পূর্ব্বে যেমন মোটা ভাত কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিতেন এক্ষণে নানাবিধ ভোগবিলাসের দ্রব্যাদি সম্মুখে দেখিয়া ও অর্থাভাবে তাহা উপভোগ করিতে না পারিয়াই নানা অভাব কষ্ট বোধ করেন, ইহা স্বাভাবিক। গ্রামের পূর্ব্বের সহজ লভ্য সুলভ খাদ্যজিনিষগুলির মুল্য এক্ষণে আট দশ গুণ

বাড়িয়া গিয়াছে। যে সংসার পূর্ব্বে মাসিক ১০।১৫ টাকা ব্যয়েই চলিত, এক্ষণে তাহা ৭০।৮০ টাকায়ও চলে না। তারপর দেশকাল পাত্রানুসারে লোকের আর পূর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার সময় নাই। অথচ আয় বাড়িতেছে না। আয়ের অবলম্বন একমাত্র চাকুরী। সে চাকুরীও এক্ষণে নিতান্তই দুর্লভ। গ্রামের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থাই গ্রামবাসী-দিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে।

আমরা বাল্যে এই গ্রামে দুই চারটী পাকা দালানও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তখন পর্ণকুটীরে গ্রামবাসী সুখশান্তি ভোগ করিত। এক্ষণে পাড়ায় পাড়ায় দালানের অভাব নাই। অনেকেই এক্ষণে গ্রামে এক একটী পাকা বাড়ী করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু উহা প্রায়ই খালি পড়িয়া আছে। গ্রামবাসের ও ইহার উন্নতির দিকে অধিকাংশেরই কোন খেয়াল নাই। পূর্ব্বে যাহারা বিদেশে চাকুরী বা ব্যবসায় করিতেন তাহাদের পরিবারাদি বাটীতেই থাকিতেন, সুতরাং গ্রামের প্রতি তাহাদের যথেষ্ট ভালবাসা ও টান ছিল।

সভ্যতার বর্ত্তমান মাপকাঠিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান আবশ্যক এ গ্রামে তাহার কোন অভাবই নাই। হাই স্কুল, বালিকা স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরী, দাতব্য চিকিৎসালয়, নলকূপ, পোষ্ট অফিস, সমবায় সমিতি প্রভৃতি সকলই গ্রামে আছে এবং সময়োচিত কার্য্যও করিতেছে। বিশেষতঃ এই গ্রাম খুলনা সহরের নিকটবর্ত্তী থাকায় এবং রেলওয়ে ও ষ্টীমার ঘাট নিকটবর্ত্তী বলিয়া সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু দারিদ্র্য বৃদ্ধি হওয়ায় এই সকল সুবিধা উপভোগ্য হইতেছে না। গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতিই এখন বিশেষ প্রয়োজন এবং গ্রামবাসীগণের সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। মাতৃভূমির মঙ্গলসাধন মানুষ

মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেনহাটীবাসীদের সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে, কবি কৃষ্ণচন্দ্রের সেই অমর বাণী—

স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানব তারে, পশু সেই জন।
দেশের মঙ্গলে যার ব্যাভার না হয়,
লোষ্ট্রের সমান তারে, ধন কেবা কয়।

---

**সমাপ্ত**